দুনিয়া
এক ধূসর মরীচিকা
শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম
RUHAMA
PUBLICATION

প্রকাশকের কথা...

দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রী অর্জনের জন্য আমাদের কত উদ্যম-উদ্যতি! কিন্তু আমরা কি জানি, কুরআন-সুন্নাহর স্বচ্ছ মুকুরে কীরূপ বিম্বিত হয়েছে দুনিয়ার স্বরূপ-প্রকৃতি? দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ছিল সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি? পার্থিব জীবনকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে তাঁরা আরোহণ করতেন সাফল্যের স্বপ্নচূড়ায়? কী ছিল তাদের উভয় জাহানে কামিয়াবির গোপন রহস্য? দুনিয়ার জীবনে কেমন ছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কর্মপদ্ধতি? প্রিয় পাঠক, 'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা' বইতে উঠে এসেছে তারই সরল ও চমৎকার বর্ণনা। দুনিয়া সম্পর্কে যেন আমরা প্রতারিত না হই, দুনিয়াকে যেন আমরা কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের স্থান না বানাই; বরং দুনিয়াকে গ্রহণ করি আখিরাতের স্বার্থে, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হিসেবে—এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রকাশ। পাঠক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে বুঝতে পারবেন, এটি কতটা চমৎকার ও উপকারী। মহান আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

দুনিয়া, ইহকাল, পার্থিব জীবন—এক জগতেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অবশ্য যে নামেই তাকে বলা হোক না কেন, এর স্বরূপ কিন্তু বদলায় না।

দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতিকে আমরা দুটি বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরতে পারি : এক. ধোঁকা ও প্রতারণাময়। দুই. আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান।

দুনিয়া আমাদের ধোঁকায় ফেলে আখিরাত থেকে ভুলিয়ে রাখে। ভুলিয়ে রাখে এক পরম সত্য থেকে, যে সত্যের সম্মুখীন হবো আমরা সবাই। এ দুনিয়া আমাদের মিছে মায়ায় আচ্ছন্ন করে দূরে রাখে সে পরম সত্য আখিরাত থেকে, যে আখিরাত আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল; যে আখিরাত আমাদের আসল আবাসস্থল। এ অর্থে দুনিয়া ধোঁকা ও প্রতারণাময়।

আল্লাহ আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য একটাই, আমরা যেন তাঁর ইবাদত করি। ইবাদত করি কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। ইবাদত করি আখিরাতের পাথেয় অর্জনের লক্ষ্যে। অবশেষে একদিন আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াব। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করবেন, আমরা কি তাঁর আদেশ পালন করেছি? তখন যে বা যারা ইবাদত করে তাঁর আদেশ পালন করেছেন, পাথেয় অর্জন করেছেন, সেদিন তারাই হবেন মুক্তিলাভের অধিক নিকটবর্তী। যে পাথেয় আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে, সে পাথেয় তো আমাদের দুনিয়াতে থেকে অর্জন করতে হবে। এ অর্থে দুনিয়া পাথেয় লাভের উপায়।

দুনিয়াকে আমরা নিজেদের চোখে দেখি। ব্যাখ্যা করে থাকি নিজেদের মতো করে। কিন্তু আদৌ কি তা করা উচিত? কিবা বলব আমি, আদৌ

কি তা নিরাপদ? দুনিয়ার ব্যাখ্যা ও দুনিয়ায় করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেব, নাকি এ বিষয়টিও অন্য বিষয়গুলোর মতো কুরআন-হাদিসের ওপর ন্যস্ত করব? অবশ্যই আমরা অন্য বিষয়গুলোর মতো এ বিষয়টিকেও হিদায়াতের এ দু'উৎসের প্রতি সমর্পণ করব। এরপর আমাদের দেখার দরকার হবে, বাস্তবিক জীবনে যারা নিজেদের জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন করেছেন, কেমন ছিল দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান? তাদের চোখে কেমন ছিল এ দুনিয়া?

দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম হাফিজাহুল্লাহ প্রণীত الدنيا ظل زائل একটি অনুপম কিতাব। কিতাবটির বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত।

মূল বইতে কিছু হাদিস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, বোঝার সুবিধার্থে সে হাদিসগুলোকে আমরা একটু ব্যাখ্যাসহ আনার চেষ্টা করেছি। সালাফের কিছু উক্তির সূত্র বাদ পড়ে গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রে আমরা কিছু সূত্র সংযোজন করেছি। বইতে অনেকগুলো কবিতা উঠে এসেছে। সেসব কবিতা থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কবিতাকে চয়ন করে আমরা সেগুলোর সরল অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

আমার মতো নগণ্য এক বান্দার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ কাজটি নিয়েছেন! তোমারই শুকরিয়া হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা করে কখনো আমি শেষ করতে পারব না। তোমার কাছে প্রার্থনা, এ কিতাবকে আমার নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিও। (আমিন)

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটি। আল্লাহ আমাদের বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুআপ্রার্থী
আব্দুল্লাহ ইউসুফ

সূচিপত্র

بســـم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দুনিয়াকে বানিয়েছেন পথ অতিক্রমণের সাঁকোস্বরূপ আর আখিরাতকে করেছেন অবস্থানের আবাস। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠতম রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

দুনিয়ার প্রতি মানুষ চরম আসক্ত। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাসে বিভোর তাদের জীবন। তুচ্ছ দুনিয়ার খড়কুটো আহরণে অবিরাম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তারা। বড় আশ্চর্য লাগে এসব দেখে! মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি এটাই? আসলে এটাই কি হওয়া উচিত তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের সৃষ্টিই যেন পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিভোর থাকার জন্য। একদিন যে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এ বোধটুকুও যেন তাদের হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে! জীবনপথের চূড়ান্ত গন্তব্য তারা আজ ভুলে বসে আছে! ছুটে চলছে তারা আলেয়ার পেছনে! মিছে মরীচিকার পানে!

বক্ষ্যমাণ রচনাটি মূলত «أين نحن من هؤلاء؟!» (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!) সিরিজের সপ্তম বই। এ অংশের নাম রাখা হয়েছে, «الدنيا ظل زائل» 'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা'। দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ছিল সালাফে সালিহিনের দৃষ্টিভঙ্গি? দুনিয়াকে কীভাবে দেখতেন তারা? কেমন ছিল তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার স্বরূপ? 'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা' বইটিতে তারই চমৎকার বর্ণনা উঠে এসেছে।

দুনিয়াকে সালাফে সালিহিন মনে করতেন, সাময়িক যাত্রাবিরতির একটি স্থান মাত্র। এর পরই তো হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের মুখোমুখি হওয়ার পথে নিশ্চিত অভিযাত্রা। বক্ষ্যমাণ রচনাটি পুনরুত্থান দিবস ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের উত্তম এক স্মারক এবং চিরস্থায়ী নিবাসের পানে ছুটে চলা মুসাফিরের এক উৎকৃষ্ট পাথেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। আমিন।

- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

পার্থিব জীবনের স্বরূপ

কুরআনের বয়ানে পার্থিব জীবন

পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

'এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। জেনে রেখো, আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।'[১]

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ফিতনা থেকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

'জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার।'[২]

দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।'[৩]

---

১. সুরা গাফির : ৩৯
২. সুরা আল-আনফাল : ২৮
৩. সুরা তহা : ১৩১

ইমাম গাজালি রহ. বলেন :

'পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দুনিয়া ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের বেশির ভাগ আয়াতে দুনিয়ার প্রতি নিন্দা ও সৃষ্টিকুলকে এর ব্যাপারে অনুৎসাহিত করে আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এমন বহু আয়াত আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তাই এ বিষয়ে আর বেশি উদ্ধৃতি উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি না।'[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখে দুনিয়ার জীবন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপম ও অতুলনীয় এক মহামানব। তাঁর জীবনীর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর চোখে কেমন ছিল দুনিয়ার জীবন? দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন :

اِضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ جَعَلْتُ أَمْسَحُ جَنْبَهُ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا آذَنْتَنَا حَتَّى نَبْسُطَ لَكَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ما لِي وَلِلدُّنْيَا؟! مَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟! إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا-

'একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বে এর ছাপ পড়ে গেল। তিনি জাগ্রত হলে আমি তাঁর শরীরের পার্শ্বে হাত বুলাতে লাগলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার চাটাইয়ের ওপর কিছু বিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি কি আপনি আমাদের দেবেন না? আমার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক?! আমার ও দুনিয়ার

৪. আল-ইহইয়া : ৩/২১৬ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

উপমা হচ্ছে, এমন এক মুসাফিরের ন্যায়, যে সামান্য সময় কোনো গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল, তারপর সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল গন্তব্যের দিকে।'"[৫]

দুনিয়া নিয়ে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নেই! বাড়ি-গাড়ি, অর্থ-সম্পদ উপার্জনের পেছনে অবিরাম চলছে দৌড়ঝাঁপ আর ছোটাছুটি। অথচ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য। বলেছেন পাথেয় জোগাড় করতে পরকালের সে চিরস্থায়ী জীবনের লক্ষ্যে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন :

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»

'একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন, "দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি কোনো ভিনদেশি বা মুসাফির।" ইবনে উমর রা. বলতেন, "তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা কোরো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না। তোমার সুস্থতার সময় প্রস্তুতি গ্রহণ করো অসুস্থ অবস্থার জন্য। আর তোমার জীবিত অবস্থায় প্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যুর জন্য।'"[৬]

---

৫. ইবনু কাসির রহ. বলেন, এ হাদিসটি ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে (১/৩৯১) বর্ণনা করেন। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০৯; তিরমিজি রহ. বলেন, এ হাদিসটি হাসান সহিহ। দেখুন, তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৪২৫।
৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪১৬

ব্যাখ্যা :

'দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি কোনো ভিনদেশি।' যে তার বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করছে। ভিনদেশি হওয়ার কারণে সে তার অবস্থানস্থলকে নিজের ঘর হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। বেশি সময় সেখানে বসবাসের কল্পনাও করতে পারে না। আইনি রহ. বলেন, 'হাদিসে ব্যবহৃত غَرِيب শব্দটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ। এ একটি শব্দই ধারণ করেছে বহু উপদেশ। আরও সহজভাবে বললে, ভিনদেশিদের সাথে মানুষের তেমন একটা পরিচিতি থাকে না। ফলে কারও প্রতি তার অন্তরে কোনো হিংসা থাকে না; থাকে না শত্রুতা, কপটতা, ঝগড়ার মতো বিভিন্ন মন্দ স্বভাব। বস্তুত, মানুষের সাথে অধিক সম্পর্কের কারণে এসব মন্দ স্বভাবের প্রকাশ ঘটে। কেউ যখন ভিনদেশির মতো জীবনযাপন করে, তখন তার না কোনো স্থায়ী ঘর থাকে, আর না থাকে কোনো বাগান, চাষাবাদের জমি ও পরিবার-পরিজন। সর্বোপরি ভিনদেশি হওয়ার কারণে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক খুব কম হয়ে থাকে আর আপন প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক থাকে মজবুত।

'বা তুমি কোনো মুসাফির।' মুসাফির আপন সফরে ব্যস্ত থাকে। ভিনদেশির মতো অন্য লোকদের সাথে তারও সম্পর্ক থাকে খুবই কম। মুসাফিরের মতো জীবনযাপন করলে মানুষের সাথে সম্পর্ক কম হয়ে আল্লাহর সাথে থাকা সম্পর্কে পূর্ণতা আসে।

(অন্যদিকে ইবনে উমরের কথা) خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِك এর অর্থ হলো, তোমার সুস্থ অবস্থায় এ পরিমাণ ইবাদতে মগ্ন হও, যেন তুমি রোগাক্রান্ত থাকার সময়ের কমতি ও ঘাটতিগুলো পূর্ণ করে নিতে পারো। আর مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জীবনের এ সময়টা তোমার পুঁজি। কাজেই এ সময়কে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যয় করো; তাহলে মৃত্যুর পরে এ ইবাদত-বন্দেগিই তোমার কাজে আসবে।[৭]

---

৭. মুস্তফা দিব আল-বাগা কৃত শরহুল বুখারি : ৮/৮৯; হাদিস নং : ৬৪১৬

দুনিয়ার প্রতি মানুষের অতিশয় আগ্রহ ও হালাল-হারামের বাছ-বিচার ছাড়া দুনিয়ার তুচ্ছ-নগণ্য বস্তু অর্জনে তাদের প্রতিযোগিতা দেখলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদিসটি মনে পড়ে—

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ}

'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তার পছন্দনীয় বস্তু দান করা দেখে অবাক হবে না। কেননা, এটা হলো ইসতিদরাজ বা ধীরে ধীরে পাকড়াও করা। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করলেন কুরআনের এই আয়াতটি :

"অতঃপর তাদের যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল, তখন আমি সুখ-শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হলো, তখন সহসা একদিন আমি তাদের পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।"'[৮]

এ নিকৃষ্ট দুনিয়ার সাথে যে মুসলিমই সম্পর্ক রাখে এবং এর উপার্জনের পেছনে অত্যধিক মেহনত করে, দুনিয়ার সাথে রাখা এ সম্পর্ক তাকে অনেক ইবাদত-বন্দেগি থেকে বঞ্চিত করে। এই সম্পর্কের দরুন দ্বীনের অনেক আবশ্যকীয় বিধিবিধান পরিপূর্ণরূপে তো সে আদায় করতে পারেই না; বরং সময়মতোও সেগুলো আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

---

৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩১১; হাদিসটি হাসান।

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا

'কিয়ামত নিকটেই চলে এসেছে। আর দুনিয়ার প্রতি মানুষের লোভ দিনদিন বেড়েই চলেছে। ক্রমশ তারা আল্লাহ থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে।'[৯]

যখন দুনিয়া অর্জন করা ইবাদত

হালাল পন্থায় দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জন ও হালাল খাতে তা ব্যয় করা ইবাদত। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার অন্যতম মাধ্যম এটি। পক্ষান্তরে, হারাম পন্থায় দুনিয়া অর্জন বা হারাম খাতে তা ব্যয় করা জাহান্নামে পৌঁছারই অতি মন্দ পাথেয়।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

'আমি তোমাদের বলছি না যে, দুনিয়া পরিত্যাগ করো। বরং তোমরা গুনাহ পরিত্যাগ করো। অবশ্য দুনিয়া পরিত্যাগ করতে পারাটা এক ধরনের ফজিলত। কিন্তু গুনাহ পরিত্যাগ করা তো ফরজ। সুতরাং ফজিলত অর্জন করার চেয়ে ফরজ আদায় করাই তোমাদের জন্য অধিক জরুরি।

প্রিয় ভাই, দুনিয়াতে মানুষের কত কিছুরই প্রয়োজন। তবে এসব কিছু থেকে তিনটি জিনিস—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণই মানুষের জন্য যথেষ্ট। এগুলো তাদেরও অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে, যারা আল্লাহর পথে চলে। তবে আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থায় কেবল এসব অর্জন করতে হবে। লোভ-লালসায় পড়ে কেউ যখন প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করে বা আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থার প্রতি তোয়াক্কা না করে ভিন্ন কোনো পন্থায় অর্জন করে, তখন সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে লোভ-লালসাকে প্রশ্রয় দিলেই সমস্যা। কেননা, লোভের কারণে মানুষকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যা

৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৩২৪; হাদিসটি সহিহ।

চূড়ান্ত পরিণাম কল্যাণকর হওয়ার ক্ষেত্রেও অন্তরায়। এতে তো মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি তার সফরকালে উটের অপ্রয়োজনীয় খাবারদাবার ও পানি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রংবেরঙের কাপড়ে সে উটকে সাজাতে থাকে। ফলে সে টেরও পায়নি, কখন তার কাফেলা রওয়ানা করে ফেলেছে। তাকে ফেলে তার সফরসঙ্গীরা চলে গেছে অনেক দূরে। এখন যে সে আর তার উটটি হিংস্র প্রাণীর শিকার হবার উপক্রম!

দুনিয়া অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করা যেমন উচিত নয়, তেমনই প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জনে সংকীর্ণতা দেখানোও উচিত নয়। কেননা, প্রয়োজনীয় বস্তু সঙ্গে থাকলেই তো জীবনের এ সফরে মুসাফির তার বাহন নিয়ে পথ চলতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই সঠিক ও যথার্থ। মধ্যমপন্থার স্বরূপ হলো, যে পরিমাণ সম্পদ দুনিয়ার এ সফরে কারও প্রয়োজন পড়বে, ঠিক সে পরিমাণই সে অর্জন করবে। এমনিভাবে অন্তরে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, তাও অর্জন করা উচিত। এটি অবশ্য অন্তরের জন্য সহায়ক। কেননা, অন্তরেরও কিছু চাওয়া-পাওয়া রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী তার ইচ্ছা পূরণ করাও জরুরি।’[১০]

আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন :

‘দুনিয়া ও আখিরাত অন্তরে দাঁড়িপাল্লার দু’পাল্লার ন্যায়। এর একটিকে প্রাধান্য দিলে অপরটি অবশ্যই হালকা হয়ে যাবে।’[১১]

হাসান রহ.-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, ‘হে আবু সাইদ, কিয়ামতের দিন সর্বাধিক বিকট আওয়াজে চিৎকার করে ক্রন্দনকারী কে?’ তিনি বললেন, ‘যাকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দান করেছেন। অথচ, সে এ নিয়ামতের ব্যবহার করে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে।’[১২]

---

১০. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন : ২১১
১১. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১২৯
১২. আল-হাসানুল বসরি : ৪৮

আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে সহায়ক হবে, এ উদ্দেশ্যে কেউ যদি দুনিয়া অর্জন করে; তবে তা মন্দ নয়, বরং উত্তম। কেননা, সম্পদ অর্জন করলেই তো সে এর থেকে সদাকা করতে পারবে। ব্যয় করতে পারবে দ্বীনি খাতসমূহে। ইলমের প্রচার-প্রসারে সে আর্থিক সহায়তা করতে পারবে। মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। এটি তো তার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহ তাকে এ সম্পদের মাধ্যমেই তো আখিরাতে উপকৃত হবার মতো খাতে ব্যয় করার তাওফিক দান করেছেন। তাই সম্পদ তার জন্য নিয়ামত।

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফের ভাবনা

মানুষের স্বভাবগত আসক্তি এমন যে, তারা সম্পদ ভালোবাসে। স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করতে পছন্দ করে। আমৃত্যু স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধন-সম্পদের পেছনে ছোটে। তবে এর দ্বারা আসলে তারা কিছুই অর্জন করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ যাকে যতটুকু দিতে চান, সে ঠিক ততটুকুই লাভ করে। তবুও মানুষের এ ছোটাছুটি বন্ধ হয় না। আর কখন তার এ দৌড়ঝাঁপের অবসান ঘটবে, তা যে সে নিজেও জানে না!

দুনিয়া কখনো মুখ তুলে তাকায়। কখনো পালিয়ে বেড়ায় পিঠ দেখিয়ে। এখানে ধনী গরিব হয়। আনন্দ গড়ায় বেদনায়। মোটকথা, দুনিয়ার জীবন কখনো এক অবস্থায় স্থির থাকে না। অপরিবর্তিত থাকে না এক নিয়মে। সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এটাই আল্লাহর সুন্নাহ। এটাই তাঁর কার্যপদ্ধতি। কিন্তু মানুষকে বোঝানো বড় দায়। অবিরাম তারা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলে। এভাবে একদিন তার আয়ু ফুরিয়ে যায়। এসে যায় তার অন্তিম মুহূর্ত।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন :

وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّيْ طَعِمْتُهَا

وَسِيْقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا

فَلَمْ أَرَهَا إِلَّا غُرُوْرًا وَبَاطِلًا

كَمَا لَاحَ فِيْ ظَهْرِ الْفَلَاةِ سَرَابُهَا

وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ

عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا

فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لِأَهْلِهَا

وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نازَعَتْكَ كِلَابُهَا

'হৃদয়ে জাগে লালসা সাধের দুনিয়ার। আমিও দেখেছি চেখে জগতের স্বাদ! দুনিয়ার যত মিষ্টতা আর যত অনিষ্ট—ধরা পড়েছে আমার চোখে। দেখেছি আমি, দুনিয়া কেবল ধোঁকা আর প্রতারণা কিংবা ঊষর মরুর ঝিলমিলে ধূসর মরীচিকা। দুনিয়া ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলা গলিত লাশ বৈ কিছু নয়। লোলুপ দৃষ্টি মেলে যাকে পাহারা দেয় কুকুরের দল—কখনো খুবলে খায় তার হাড়-মাংস। যদি মুখ ফিরিয়ে নাও এই পচা লাশ থেকে, তবে নিরাপদ তুমি। আর যদি আকৃষ্ট হও তার দিকে, তবে তুমিও লেগে যাও ঝগড়ায় কুকুরদের সাথে।'[১৩]

উমর বিন খাত্তাব রা. বলেন :

'দুনিয়া অর্জন নয়; দুনিয়াবিমুখতায়ই রয়েছে দেহ-মনের প্রশান্তি।'[১৪]

হাসান রহ. বলেন :

'আমি এমন অনেক লোককে দেখেছি, দুনিয়ার কিছু অর্জিত হলেও তারা আনন্দিত হতেন না; আবার দুনিয়ার কিছু হারিয়ে গেলেও আফসোস করতেন না।'[১৫]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর ছোট্ট একটি বাণী দুনিয়াবিমুখতাকে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করে—

'দুনিয়াবিমুখতা হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করা।'[১৬]

---

১৩. শাজারাতুজ জাহাব : ২০/১০

১৪. তারিখু উমর : ২৬

১৫. আজ-জুহদ, আহমাদ : ২৩০

১৬. মাদারিজুস সালিকিন : ২/১১

'মুমিনের জন্য কখনো সমীচীন নয় যে, দুনিয়াকে নিজের আরাম-আয়েশের আবাস বানিয়ে এখানে প্রশান্তির সাথে বসবাস করবে। বরং তার উচিত হলো, দুনিয়াতে সে এমনভাবে থাকবে, যেন অল্প সময়ের জন্য এখানে সে যাত্রাবিরতি করেছে। কিছুক্ষণ পর রওয়ানা করবে গন্তব্যের পানে।'[১৭]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

> 'দুনিয়াকে আমি কেন ভালোবাসব না? আমার জন্য তো এখানে রিজিক নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে আমি সংগ্রহ করি আমার জীবনোপকরণ। যার মাধ্যমে আমি ইবাদত করতে পারি—লাভ করতে পারি জান্নাত।'[১৮]

দুনিয়া সম্পর্কে যাদের এমনই বোধ-উপলব্ধি, যারা একে গ্রহণ করেছেন আখিরাত অর্জনের মাধ্যম হিসেবে; তাদের প্রতিই কেবল ঈর্ষা চলে। সুউচ্চ দালানকোঠার মালিক যারা—কিন্তু ইবাদতে অলসতা করে এবং ইবাদত বিনষ্ট করে—তাদের প্রতি ঈর্ষা করাও বোকামি।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন :

> 'দুনিয়া কাফিরদের জন্য জান্নাত আর মুমিনদের জন্য কারাগার সমতুল্য। মৃত্যু যেন মুমিনের কারাগার থেকে মুক্তির পরোয়ানা। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে খুব আনন্দিত হবে।'[১৯]
>
> 'হে লোকসকল, মৃত্যুর তির তাক করা আছে তোমাদের দিকে। আশা-আকাঙ্ক্ষার ফাঁদ পাতা রয়েছে চলার পথে। সুতরাং সতর্ক হও। তোমাদের বেষ্টন করে আছে দুনিয়ার ফিতনা। আজকের ভালো অবস্থা দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। অচিরেই বদলে যাবে পরিস্থিতি। দুনিয়া তোমাদের সংকীর্ণতায় নিপতিত করবে—ঠেলে দেবে বিলুপ্তির পথে।'[২০]

---

১৭. জামিউল উলুম : ৩৭৮
১৮. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১২৮
১৯. শারহুস সুদুর : ১৩
২০. আল-আকিবাহ : ৬৯

কবি বলেন :

تَمُرُّ بِنَا الأَيَّامُ تَتْرَى وَإِنَّمَا

نُسَاقُ إِلى الْآجَالِ وَالْعَيْنُ تَنْظُرُ

فَلَا عائِدٌ ذَاكَ الشَّبَابُ الَّذِيْ مَضَى

وَلَا زَائِلٌ هَذَا الْمَشِيبُ الْمُكَدَّرُ

'পলে পলে ক্ষয়ে যায় সময়। পায়ে পায়ে শিয়রে এসে দাঁড়ায় মৃত্যুর হিম শীতল আঁধার। দৃষ্টির সামনে নিঃশব্দে খেলা করে পেছনের বিলীয়মান দৃশ্যরাজি। ফেলে আসা যৌবনের সোনালি দিনগুলোকে মনে হয় ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন। জীর্ণ-শীর্ণ অনড় এই বার্ধক্যই কেবল এখনকার চরম বাস্তবতা।'[২১]

'সুতরাং যে দুনিয়ার পরিণতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, মন্দ পরিণামফলের আশঙ্কায় সে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে—সতর্কতা অবলম্বন করে। আর যে বিশ্বাস করে, সামনে দীর্ঘ পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে, সফরের জন্য অবশ্যই সে প্রস্তুতি নেয় সঠিকভাবে।'[২২]

অথচ, আমরা দুনিয়ার কত সময় খেল-তামাশায় নষ্ট করেছি; লিপ্ত হয়েছি কত পাপাচারে; তার কোনো ইয়ত্তা নেই! একের পর এক গুনাহ করে চলেছি! পাথেয় সংগ্রহে আমাদের কোনো মনোযোগ নেই।

ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা? কোথায় তাঁদের আখিরাতমুখী জীবন আর কোথায় আমাদের আনুষ্ঠানিক দ্বীনদারি!

আনাস বিন ইয়াজ রহ. বলেন :

---

২১. শাজারাতুজ জাহাব : ৬/২৩১

২২. সাইদুল খাতির : ২৫

'সাফওয়ানকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। যদি তাকে বলা হতো, আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে। তবুও অতিরিক্ত আমল করার মতো কিছুই তিনি খুঁজে পেতেন না।'[২৩]

ভীষণ আশ্চর্যজনক আমাদের অবস্থা! আমরা অতিক্রম করে চলছি দুনিয়ার জীবন। আখিরাত আমাদের সামনে অপেক্ষমাণ। কিন্তু আমরা পড়ে আছি সেই পেছনের দুনিয়া নিয়ে! কেমন যেন ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই। আখিরাতের মুখোমুখি যেন আমাদের হতেই হবে না।

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর খুতবায় বলতেন :

'দুনিয়া তোমাদের চিরস্থায়ী আবাস নয়। এর ধ্বংস অনিবার্য। দুনিয়াবাসীদের অবশ্যই এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। শক্ত ভিতের ওপর নির্মিত দালানকোঠা ভেঙে পড়বে অচিরে। দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষগুলোও এক এক করে বিদায় নেবে। চলে যাওয়া সবারই সুনিশ্চিত। তাই উত্তম যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সময় থাকতেই সংগ্রহ করে নাও প্রয়োজনীয় সব উপকরণ। জেনে রেখো, সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি)। দুনিয়া যেহেতু মুমিনদের স্থায়ী আবাস নয়; তাই এখানে থাকতে হবে হয়তো ভিনদেশির ন্যায়, যে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার চিন্তায় পাথেয় সংগ্রহে মশগুল থাকে কিংবা হতে হবে মুসাফিরের মতো, যে কোথাও অবস্থান করে না; বরং রাতদিন চলতে থাকে নিজের স্থায়ী আবাসের পথে।'[২৪]

فَمَا فَرِحَتْ نَفْسِيْ بِدُنْيَا أَخَذْتُهَا
وَلٰكِنْ إِلَى الْمَلِكِ الْقَدِيْرِ أَصِيْرُ

'দুনিয়ার যে সুখ ও সমৃদ্ধি আমি অর্জন করেছি, এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমার মন। তাই আমি চলেছি সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের পানে।'[২৫]

---

২৩. আস-সিয়ার : ৫/৩৬৬
২৪. জামিউল উলুম : ৩৭৯
২৫. শাজারাতুজ জাহাব : ২/১৯৯

মানুষ আজ পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত। একে অপরের খুন-পিপাসায় উন্মত্ত। দুনিয়া অর্জনের নেশায় উন্মাদনায় মেতে উঠেছে তারা। কেউ হারাচ্ছে দ্বীন। কেউ ভুলে আছে সন্তানসন্ততিদের। শান্তি নেই আজ কারও মাঝে। হিংসা, ঘৃণা আর শত্রুতার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ফুজাইল রহ. বলেন :

'যতক্ষণ দুনিয়ার ভোগের পরোয়া করা তুমি ছেড়ে না দেবে, ততক্ষণ তোমার অন্তর অশান্তই থাকবে।'

কবি কত সুন্দরই না বলেছেন :

تَبَلَّغْ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيْسَرِ زَادِ
فَإِنَّكَ عَنْهَا رَاحِلٌ لِمَعَادِ
وَغُضَّ عَنِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِ أَهْلِهَا
جُفُوْنَكَ وَاكْحَلْهَا بِطِيْبِ سُهَادِ
وَجَاهِدْ عَلَى اللَّذَّاتِ نَفْسَكَ جَاهِدًا
فَإِنَّ جِهَادَ النَّفْسِ خَيْرُ جِهَادِ
وَمَا هِيَ إِلَّا دَارُ لَهْوٍ وَفِتْنَةٍ
وَإِنَّ قُصَارَى أَهْلِهَا لَنَفَادُ

'স্বল্প পুঁজিতেই কাটিয়ে দাও ছোট্ট এ জীবন—খানিক বাদেই তো বেজে যাবে বিদায় ঘণ্টা—শুরু হবে যাত্রা তোমার অনন্ত জীবনের পথে। ব্যথিত হয়ো না ধনীদের ঐশ্বর্য দেখে, অবনত রেখো তোমার দৃষ্টি। সুষুপ্ত নিশীথে লুটিয়ে পড়ো রবের দরবারে। দুচোখে লাগাও দীর্ঘ অনিদ্রার পবিত্র সুরমা। দূরে রেখো হৃদয়কে প্রবৃত্তির লালসা থেকে—জীবন চলার পথে এটিই হবে তোমার পরম সাধনা। পার্থিব এ জীবন পরীক্ষা বৈ কিছু নয়। খেল-তামাশায় মগ্ন হয়ে বরবাদ করো না অমূল্য সময়গুলো। দুনিয়াপূজারিদের এই সমৃদ্ধি একদিন চিরতরে নিঃশেষিত হবে।'[২৬]

২৬. আল-মুনতাখাব : ৪০১

বিলাল বিন সা'দ রহ. বলেন :

'হে আল্লাহভীরুগণ, চিরতরে ধ্বংস করার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাদের তো কেবল স্থানান্তর করা হবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। যেভাবে তোমরা স্থানান্তরিত হয়েছ বাবার পৃষ্ঠ থেকে মায়ের জরায়ুতে—জরায়ু থেকে দুনিয়াতে। তেমনিভাবে তোমরা ফের স্থানান্তরিত হবে দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরে—হাশর থেকে চিরস্থায়ী জান্নাত বা জাহান্নামে।'[২৭]

সকল কল্যাণের রহস্য

কাকে ঘিরে আমাদের ব্যস্ততা? কী নিয়ে আমরা মগ্ন থাকি? বিষয়টি কি আসলে এমন, যেমনটা হাসান রহ. বলেছেন?

'এ দুনিয়া কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ। ব্যস্ততার একটা দুয়ার খুললেই উন্মুক্ত হয়ে যায় আরও দশটা। তাই দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে বেঁচে থাকো।'[২৮]

ইবনে সাম্মাক রহ. বলেন :

'দুনিয়ার জন্য পরিশ্রম করাও যেন আনন্দের। কেননা, আমরা যে দুনিয়ার প্রতিই আকৃষ্ট। পক্ষান্তরে আখিরাতের জন্য সাধনা করা কঠিন। কারণ, তা যে দুনিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।'[২৯]

দুনিয়া নিয়েই কেন আমরা এত ব্যতিব্যস্ত? তবে কি আমরা মনে করি, দুনিয়াই সকল কল্যাণের উৎস? অথচ—

'আল্লাহ যা চান, কেবল তা-ই তো হয়। তিনি যা চান না, তা কখনোই হয় না। অন্তরে বদ্ধমূল এ বিশ্বাসই সকল কল্যাণের রহস্য। আর এ প্রত্যয় যখন তোমার অন্তরে থাকবে, তখন তুমি এটাও উপলব্ধি করবে যে, নেক আমল মূলত আল্লাহর নিয়ামত। তাই তুমি এর জন্য শুকরিয়া আদায় করবে

---

২৭. আস-সিয়ার : ৫/৯১

২৮. আজ-জুহদ, ইবনুল মুবারক : ১৮৯

২৯. শাজারাতুজ জাহাব : ১/৩০৪

এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে—এ নিয়ামত যেন বন্ধ হয়ে না যায়। তোমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মাবে যে, মন্দ আমল আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। তাই এ আজাব থেকে বেঁচে থাকতে অবশ্যই তুমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। নেক আমল করা ও মন্দ আমল পরিত্যাগ করার ভার তোমার নিজের ওপর না দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করতে থাকবে।'[৩০]

ইবরাহিম বিন আদহাম রহ.-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'আপনি কেমন আছেন?' উত্তরে তিনি বলেন :

نُرَقِّعُ دُنْيَانَا بِتَمْزِيقِ دِينِنَا * فَلَا دِيْنُنَا يَبْقَى وَلَا مَا نُرَقِّعُ

فَطُوْبَى لِعَبْدٍ آثَرَ اللهَ رَبَّه * وَجَادَ بِدُنْيَاهُ لِمَا يَتَوَقَّعُ

'দ্বীনের কাঠামো বিচূর্ণ করে আমরা গড়ি দুনিয়ার প্রাসাদ। ফলে দিন শেষে আমরা না দ্বীন পাই, না দুনিয়া। সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ যে প্রাধান্য দেয় তার রবকে—অনন্তের আশায় জলাঞ্জলি দেয় ক্ষণিকের লালসা।।'[৩১]

বিষয়টি আসলে এমনই—চিরস্থায়ী আবাসকে ধ্বংস করে ক্ষণিকের দুনিয়া নিয়ে বিভোর আমরা। তাই আমাদের চোখে আলো নেই—নেই সুন্দর কোনো আগামীর পয়গাম।

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা জাগে দুনিয়াকে কল্যাণকর মনে করলে। তাই দুনিয়াপ্রীতির আলামত হলো, দুনিয়াদারদের ভালোবাসা, তাদের তোষামোদ করা এবং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা। সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন :

'কারও অন্তরে দুনিয়াপ্রীতি আছে কি নেই, নিমিষেই আমি তা বুঝে ফেলি। দুনিয়াদারদের দেওয়া সালামের ধরন তাদের দুনিয়াপ্রীতির প্রমাণ বহন করে।'[৩২]

---

৩০. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৭
৩১. প্রথম দু'ছত্র, আল-ইকদুল ফারিদ : ৩/১২৪
৩২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/৩৭

আমরা যে দুনিয়াদারদের প্রাধান্য দিয়ে থাকি, এটা কেন করি? দুনিয়াকে কল্যাণকর মনে করার কারণেই তো! বাস্তবতা হলো, নেককার ও সচ্চরিত্র গরিব লোকদের সাথে কেউ কথাই বলতে চায় না। তাদের সালাম করলেও তা হয় খুব অনাগ্রহের সাথে। দূরত্ব বজায় রেখে সালাম করে, যেন তার দারিদ্র্য আবার তাকে ধরে না ফেলে। মুসাফাহা করতে চাইলে শুধু আঙুলের অগ্রভাগ মিলায়। খোঁজখবর জিজ্ঞেস করার সময় কপাল থাকে কুঞ্চিত—চেহারায় প্রকাশ পায় ঘৃণার ছাপ।

পক্ষান্তরে, বিত্তশালী কেউ এলে তার সম্মানে মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। হোক সে বেনামাজি বা পাপিষ্ঠ কেউ। একজন দ্বীনদার দরিদ্রের কথা চিন্তা করুন। মানুষ তাকে মোটেও গ্রাহ্য করে না। তার খবরও নেয় না—সে বেঁচে আছে কি নেই। অপরদিকে একজন বদকার বিত্তশালী—আল্লাহর কাছে মশার ডানা পরিমাণও যার মূল্য নেই—তাকে মানুষ কত আদর-আপ্যায়ন করে! কত মাখামাখি তার সাথে! দুনিয়াপ্রেমী আর আখিরাতপ্রত্যাশীর মাঝে এটাই পার্থক্য। দ্বীনদারদের অগ্রাহ্য করে বদকার দুনিয়াদারদের প্রাধান্য দেওয়াই দুনিয়াপ্রীতির লক্ষণ।

দুনিয়াকে আমরা কল্যাণকর মনে করি। এ কারণে দুনিয়া নিয়ে আমাদের সকল ব্যস্ততা। এমনকি আমরা নিজেদের পুরো সময়টা দুনিয়ার জন্য উৎসর্গ করি। অথচ, আব্দুল্লাহ বিন আওন রহ. বলেন :

> 'পূর্বসূরিগণ আখিরাতের জন্য সময় ব্যয় করার পর হাতে থাকা অবশিষ্ট সময় দুনিয়ার জন্য বরাদ্ধ রাখতেন। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জন্য সময় ব্যয় করে অবশিষ্ট সময়টা নির্ধারণ করো আখিরাতের জন্য!'[৩৩]

ভাই আমার,

'দুনিয়ার জীবন নিতান্ত ক্ষণিকের। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিও আসলে গরিব। একটু ভেবে দেখো তো—মৃত্যু তোমার দুয়ারে উপস্থিত, দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগেই একাকিত্ব ও নির্জনতার ঘ্রাণ পেতে শুরু করছ তুমি। তোমার সন্তানদের চেহারায় ফুটে উঠেছে

---

৩৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০১

এতিম এতিম ভাব...। এমন অবস্থায় কীই-বা করার থাকবে তোমার? তাই এখনই জেগে ওঠো গাফিলতির নিদ্রা থেকে। ঝেড়ে ফেলো দুনিয়ার মত্ততা। অন্তর থেকে বের করে দাও দুনিয়াপ্রীতি। এখনো তোমার সামনে সুযোগ আছে। বান্দা যখন তার চোখ বুজবে, ফিরে যাবে আসল গন্তব্যে—দুনিয়াতে সে আবার আসতে চাইবে একটু আমল করার আশায়। কিন্তু তখন আর কোনো সুযোগ থাকবে না।'[৩৪]

তাই সময় থাকতেই দুনিয়া থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। মনোযোগী হতে হবে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে। কারণ, যে মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের ভাবনা, তা তো এখনো অনেক দূরে। সে মৃত্যু কিন্তু অচিরেই আমাদের নিকটে চলে আসবে। আজ তুমি অন্য কারও জানাজা দেখছ। কাল হয়তো অন্যরা তোমার জানাজা দেখবে। মৃত্যু সহসা সামনে উপস্থিত হয়। হঠাৎ আমরা আক্রান্ত হতে পারি এমন কোনো রোগে, যা মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের শয্যাশায়ী করে রাখবে। এসব নিছক ধারণা নয়, দুনিয়ার বুকে এ ধরনের বহু উদাহরণ আছে। তবুও কি আমরা আলস্যের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকব? নিমজ্জিত থাকব গোমরাহির মত্ততায়?

تَبًا لِطَالِبِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا * كَأَنَّمَا هِيَ فِيْ تَصْرِيْفِهَا حُلُمٌ

صَفَاؤُهَا كَدَرٌ، وَسَرَاؤُهَا ضَرَرٌ * أَمَانُهَا غَرَرٌ، أَنْوَارُهَا ظُلَمٌ

شَبَابُهَا هَرَمٌ، رَاحَاتُهَا سَقَمٌ * لَذَّاتُهَا نَدَمٌ، وِجْدَانُهَا عَدَمٌ

'দুনিয়াপূজারিদের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা, পার্থিব জীবন ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন বৈ কিছু নয়। দুনিয়ার বিশুদ্ধতায়ও থাকে দূষণের দৌরাত্ম্য—কল্যাণেও ওত পেতে থাকে অনিষ্টের মহামারি। নশ্বর এই জগতের স্বস্তিও যেন শঙ্কায় ছেয়ে থাকে—আলোতেও যেন চোখে পড়ে আঁধারের হাতছানি। যৌবনেও কখনো উঁকি দেয় বার্ধক্যের মলিন চেহারা, সুস্থতার পেছনেও শোনা যায় ব্যাধির নিষ্ঠুর পদধ্বনি। এর সুখ ও পুলক বয়ে আনে লাঞ্ছনা—অর্জনগুলোও কখনো রূপ নেয় বিসর্জনে।'[৩৫]

---

৩৪. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩২৯

৩৫. ইমাম গাজালি রহ. কৃত মুকাশাফাতুল কুলুব : ৩২৯

আবু হাজিম রহ. বলেন :

'দুনিয়ার স্বরূপ যে চিনতে পেরেছে, সে কখনো দুনিয়ার কোনো আনন্দে আনন্দিত হয় না, চিন্তিত হয় না দুনিয়ার কোনো বিপদে।'[৩৬]

আলি রা. বলেন :

'যার মধ্যে ছয়টি গুণ থাকবে, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তাকে কোনো কসরত করতে হবে না। সে ছয়টি গুণ হলো :

১. আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানা ও তাঁর আনুগত্য করা।

২. শয়তানকে চিনে নেওয়া ও তার বিরুদ্ধাচরণ করা।

৩. সত্যের পরিচয় জেনে তার অনুসরণ করা।

৪. বাতিলকে চিনে তার থেকে বেঁচে থাকা।

৫. দুনিয়ার স্বরূপ জেনে তা পরিত্যাগ করা।

৬. আখিরাতের পরিচয় জেনে নিয়ে তার অন্বেষণ করা।'[৩৭]

তাই দুনিয়াকে কাছে টানায় কোনো কল্যাণ নেই, বরং দুনিয়া পরিত্যাগ করতে পারাটাই সার্থকতা।

দুনিয়া একটি চোরাবালি

দুনিয়া নামক চোরাবালিতে দিন দিন আমরা তলিয়ে যাচ্ছি না তো! আসল লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে ক্রমশ আমরা মৃত্যুর দিকেই তো ধাবিত হচ্ছি। ফুজাইল রহ.-এর কথাটি শঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

---

৩৬. ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ. কৃত আজ-জুহদ : ৫৪৪, ১/৫৪৪

৩৭. আল-ইহইয়া : ৩/২২১

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন :

> 'দুনিয়ামত্ততায় প্রবেশ করা খুব সহজ। কিন্তু তা থেকে বের হওয়া অনেক কঠিন।'[৩৮]

দুনিয়ার মোহ-মায়া থেকে বেঁচে থাকা আসলেই অনেক কঠিন ব্যাপার। নতুবা এত চিন্তা-পেরেশানি সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার পেছনে এত দৌড়াত না, উন্মাদ হয়ে এত প্রতিযোগিতা করত না।

কবি বলেন :

أَرَى الدُّنْيَا لِمَنْ هِيَ فِيْ يَدَيْهِ * هُمُوْمًا كُلَّمَا كَثُرَتْ لَدَيْهِ

تُهِيْنُ الْمُكْرِمِيْنَ لَهَا بِصُغْرٍ * وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ

إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ * وَخُذْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

> 'দুনিয়ার সমৃদ্ধি কেবল দুশ্চিন্তাই বয়ে আনে—কেড়ে নেয় মানসিক প্রশান্তি। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে পেরেশানির মাত্রা। যে দুনিয়াকে সম্মান করে, দুনিয়া তাকে লাঞ্ছিত করে। আর যে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে তাকে সমীহ করে চলে। দুনিয়া থেকে তোমার যা প্রয়োজন, কেবল তা-ই গ্রহণ করো। অতিরিক্ত যা সামনে পড়ে, ছুঁড়ে ফেলো ময়লার ভাগাড়ে।'[৩৯]

দুনিয়া নামক চোরাবালি থেকে বাঁচার উপায়

প্রিয় ভাই,

'আখিরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, সন্তান তার মায়েরই অনুকরণ করে। দুনিয়ার জন্য তুমি যে এক পা পেছাবে, দুনিয়া তো এরও যোগ্য নয়! তাহলে কোন দুঃখে তুমি দুনিয়ার পেছনে ছুটবে?'[৪০]

---

৩৮. আল-ইহইয়া : ৩/২২৪
৩৯. আল-ইহইয়া : ২/৩৪৪
৪০. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৮

হাবিব বিন মুহাম্মাদ রহ.-এর স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামী বলতেন :

> "আমি যদি আজ মারা যাই, তবে আমাকে গোসল করানোর জন্য অমুকের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা কোরো। আর এই এই কাজ কোরো... ।" তার স্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলো, "আপনার স্বামী কি কোনো স্বপ্ন দেখলে এরূপ বলতেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "না, এটা তার প্রতিদিনেরই কথা ছিল।"'[৪১]

কোথায় কল্যাণ? দুনিয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। দুনিয়ার বিত্তশালী ধনী নয়; আখিরাতের ধনীই আসল ধনী।

'মানুষ যদি দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করে ধনী হয়, তুমি আল্লাহর নৈকট্যলাভ করে ধনী হও। তারা যদি আনন্দিত হয় দুনিয়াকে নিয়ে, তবে তুমি আনন্দিত হও আল্লাহকে নিয়ে (তাঁর আনুগত্য করে)। তারা যদি বন্ধুবান্ধব আর প্রিয়জনদের সঙ্গ পছন্দ করে, তবে তুমি আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়াকে ভালোবেসে নাও। তারা যদি সম্মান ও মর্যাদা লাভের আশায় দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাথে পরিচিত হয়ে তাদের নৈকট্য অর্জন করে, তবে তুমি পরিচিত হও আল্লাহ তাআলার সাথে, তাঁকে ভালোবাসতে শেখো, তাহলে তুমিই থাকবে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ আসনে।'[৪২]

একদা উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর খুতবায় বলেন :

> 'প্রত্যেক সফরের জন্য পাথেয় প্রয়োজন। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফরের জন্য তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করো। এমন হও, যেন তোমরা নিজ চোখে আল্লাহর প্রস্তুতকৃত শাস্তি ও পুরস্কার প্রত্যক্ষ করেছ। আর তোমরা পুরস্কার লাভের জন্য আগ্রহী এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত। তোমরা এমন হয়ে যাও। তোমাদের কামনা-বাসনা যেন অধিক না হয়। অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের অনুগত হয়ে পড়বে। সে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিস্তৃত করে কী লাভ, যার জানা নেই, সকালের পর

---

৪১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩২০
৪২. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৫২

তার জীবনে সন্ধ্যা আর আসবে কি না, অথবা আসবে কি না সন্ধ্যার পর তার জীবনের পরবর্তী সকাল? এ দুইয়ের মাঝে তার জন্য ওত পেতে বসে আছে মৃত্যু। সে কী করে আশ্বস্ত হতে পারে, আল্লাহর আজাব ও কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাপারে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার আঘাতের একটি ক্ষতের চিকিৎসা করতে না করতে অন্য দিক থেকে আবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে কীভাবে আশ্বস্ত হতে পারে?

আমি নিজে যে আমল করা থেকে বিরত রয়েছি, সে আমলের জন্য তোমাদের নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে আমি মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাহলে আমার চুক্তি অলাভজনক প্রমাণিত হবে, বরবাদ হয়ে যাবে আমার ঘর (জান্নাত) এবং ওই দিন আমার নিঃস্বতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, যেদিন ন্যায় ও সত্য ছাড়া কোনো কিছু দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না।'[৪৩]

তাওয়াক্কুল

মুহাম্মাদ বিন আবু ইমরান রহ. বলেন :

'হাতিম আল-আসাম রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে আপনি ভিত্তি বানিয়েছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "তাওয়াক্কুল অর্জনে আমি চারটি কাজ করি :

১. আমি বিশ্বাস করি, আমার রিজিক কেউ খেয়ে ফেলবে না; তাই এ ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত থাকি।
২. আমি জানি, আমার কাজ আমাকেই করতে হবে, অন্য কেউ আমার কাজ করে দেবে না; তাই আমি আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি।
৩. আমি জানি, মৃত্যু সহসা এসে আমাকে পাকড়াও করবে; তাই সব সময় আমি তার আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকি।

---

৪৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/২৮৩

৪. আমি জানি, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি আড়ালে নই; তাই আমি সব সময় তাকে লজ্জা করি।'[৪৪]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলেন :

> 'হে আদমসন্তান, পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আল্লাহর প্রতি তোমার যে পরিমাণ প্রয়োজন রয়েছে, সে পরিমাণ তুমি তাঁর আনুগত্য করো। আর যে পরিমাণ আগুনের তেজ তুমি সহ্য করতে পারবে বলে মনে করো, সে পরিমাণ তাঁর অবাধ্য হতে পারো।'[৪৫]

হে আল্লাহ, আপনি কত মহান ও পবিত্র! কখনো আমরা আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না। আপনি তেমনই যেমনটি আপনি নিজের স্তুতি বর্ণনা করেছেন। আমরা না জেনে আপনার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছি। আর আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের ক্ষমা করে চলেছেন।

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. মুমিনের ইহজীবনের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন :

> 'দুনিয়াতে মুমিনগণ খুবই চিন্তিত থাকেন। তাদের একটাই চিন্তা, কীভাবে পরকালের পাথেয় অর্জন করা যায়। যাদের অন্তরে এমন মর্মবেদনা থাকে, প্রকৃত আবাসের জন্য উপকারী সম্বল অর্জনই হয় তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা। ক্ষণিকের সম্মান পাওয়ার পেছনে তারা ছোটেন না। তারা হন অপরিচিত-গুরাবা। দুনিয়ার নিন্দা-তিরস্কারের কোনো পরোয়া তারা করেন না।'[৪৬]

শাফিয়ি রহ. বলেন :

إِنَّمَا الدُّنْيَا فَنَاءٌ * لَيْسَ لِلدُّنْيَا ثُبُوتُ
إِنَّمَا الدُّنْيَا كَبَيْتٍ * نَسَجَتْهُ الْعَنْكَبُوتُ

---

৪৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩৪০
৪৫. আজ-জাহরুল ফায়িহ ফি জিকরি মিনাত তানাজজুহি আনিজ জুনুবি ওয়াল কাবায়িহ : ১/৯৫
৪৬. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৩৭৯

'দুনিয়া ধ্বংসশীল—এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। এটি তো মাকড়সার দুর্বল জাল—হালকা বাতাসেই যা অস্তিত্ব হারায়।'

উহাইব বিন ওয়ারদ রহ. বলেন :

'প্রকাশ্যে ইবলিসকে খুব গালমন্দ করো, কিন্তু গোপনে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখো—বন্ধ করো এই লুকোচুরি।'[৪৭]

শয়তান ও প্রবৃত্তি একজন মুসলিমকে দ্বীন থেকে বিমুখ রাখতে সব সময়ই সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। ভ্রষ্টতা-পদস্খলনকে সাজিয়ে-গুছিয়ে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করে। সত্যের পথে মুমিনের অভিযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ঝলমলে করে তুলে ধরে পাপ-পঙ্কিলতাকে।

দুনিয়া প্রতিযোগিতার ময়দান

দুনিয়া প্রতিযোগিতার ময়দান। উড়ন্ত ধুলো যেমন আড়াল করে রাখে ঘোড়সওয়ারদের। তেমনই এখানে গোপন হয়ে আছে কত প্রতিযোগী। কে পদাতিক, কে ঘোড়সওয়ার আর কে উটে আরোহী, তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখানে। কিন্তু ধুলো যখন উড়ে যাবে, স্পষ্ট হয়ে যাবে সবই। দুনিয়াতে কার কেমন স্বরূপ তা স্পষ্ট বোঝা মুশকিল। তবে দুনিয়ার ওপারে স্পষ্ট হয়ে যাবে সবার আসল পরিচয়।

سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ • أَفَرَسٌ تَحْتَكَ أَمْ حِمَارُ

'ধূলিঝড় যখন থেমে যাবে, খুঁজে পাবে তুমি আপন পরিচয়—কে তুমি? ঘোড়সওয়ার, না গাধায় আরোহী।'[৪৮]

পায়ে পায়ে মোরা এগিয়ে যাই পরম লক্ষ্যে। ক্ষয় হতে থাকে জীবনের আয়ু। নিকটতর হয়ে আসে ক্রমশ চূড়ান্ত গন্তব্য। মৃত্যু, এ যে দুনিয়ার আরেক প্রতিযোগী। সর্বদা আমরা এর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছি। সময় যত

---

৪৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৪২২

৪৮. মিরকাতুল মাফাতিহ শারহুল মিশকাতুল মাসাবিহ : ৫৪৭২, ৮/৩৪৫৪। জাহরুল আকামি ফিল আমছালি ওয়াল হিকামি : ৩/৭৭

অতিবাহিত হচ্ছে, মৃত্যু ততই আমাদের নিকটে আসছে। কিন্তু আমরা যে ঘুমিয়ে আছি গাফিলতি আর অলসতার চাদর মুড়ি দিয়ে। একেবারে নিশ্চিন্ত আমরা। হাশরের দিন হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে, এমন চিন্তা যেন আমাদের মধ্যে একেবারে নেই। মৃত্যু আসার আগেই তো আমাদের পাথেয় জোগাড় করতে হবে।

হাসান রহ. বলেন :

> 'তুমি নুহ আ.-এর মতো দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে, এ আশা নিয়ে পড়ে আছ। অথচ, আল্লাহর আদেশ প্রতি রাতে কড়া নাড়ে তোমার দুয়ারে।'[৪৯]

আবু হাজিম সালামা বিন দিনার রহ. বলেন :

> 'পরিমিত সম্পদ যদি তোমাকে দুনিয়া থেকে সম্পর্কহীন করে; তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে, পরিমিত সম্পদ যদি তোমার জন্য যথেষ্ট না হয়; তবে দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ এনে দিলেও তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না।'[৫০]

আমাদের আশপাশের অবস্থার দিকে লক্ষ করি। দুনিয়াতে এক সময় কারও রাজত্ব ছিল, কেউ ছিল বিশাল রাজ্যের মালিক। অবশেষে একদিন সেও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় কাফন পরে। দুনিয়াতে যে একেবারে নিঃস্ব ছিল, সেও তো কাফন পরেই বিদায় নিয়েছে। আসলে এখানে এসে সবাই সমান। কবর নামক একটি গর্তে প্রবেশ করে সবাই। কিন্তু ভেতরে প্রবেশের পরই দেখে অবস্থা পরিবর্তন। কারও কবর জান্নাতের একটি বাগান। আর কারও কবর জাহান্নামের গর্ত।

আবু সাফওয়ান রুআইনি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দুনিয়া কেমন জিনিস—পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যার নিন্দা করেছেন? যা থেকে জ্ঞানীদের দূরে থাকা উচিত?'

---

৪৯. হাসান বসরি রহ. কৃত আজ-জুহদ
৫০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১৫৮

তিনি বললেন :

'দুনিয়ার যেসব প্রিয় বস্তু তুমি অর্জন করো দুনিয়ার জন্যই, সেগুলো নিন্দনীয়। আর দুনিয়ার যেসব প্রিয় বস্তু তুমি অর্জন করো আখিরাতের কল্যাণে, তা নিন্দিত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৫১]

দুনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে আলি রা. বলেন :

'দুনিয়ার বৈধ বিষয়গুলো সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। আর অবৈধ বিষয়গুলো সোজা জাহান্নামে নিয়ে যাবে।'[৫২]

কথিত আছে—

'আল্লাহ তাআলা দাউদ আ.-এর প্রতি ওহি নাজিল করেন, "হে দাউদ, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বৃদ্ধ লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমি বলি, হে আমার বান্দা, তোমার বয়স হয়েছে। চামড়া পাতলা হয়ে গেছে। শরীরের হাড় জীর্ণ হয়েছে। সময় হয়েছে আমার নিকট ফিরে আসার। তাই আমাকে তুমি লজ্জা করো। কেননা, আমি তোমাকে লজ্জা করি।"'[৫৩]

আমরা কেউ জানি না, মৃত্যু কখন এসে কেড়ে নেবে আমাদের জীবন। তাই আমাদের উচিত উত্তমরূপে পাথেয় সংগ্রহ করা এবং এমনভাবে আমল করা; যেন মৃত্যু এসে আমাদের পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালেও আমরা বিজয়ী থাকতে পারি।

মানুষের জীবন দিনকয়েকের সমষ্টি

হাসান রা. বলেন :

'হে আদমসন্তান, তোমার জীবন তো মাত্র কয়েকটি দিনের সমষ্টি। একটি দিন অতীত হওয়া মানে তোমার জীবনের একটি অংশ কমে যাওয়া।'[৫৪]

---

৫১. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১২৮
৫২. ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ. কৃত আজ-জুহদ : ১৭ : ১/২৯
৫৩. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১/৪২
৫৪. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১/৯৯

হে ভাই, ক্ষণিকের এ দুনিয়া নিয়ে আমরা কত চিন্তিত! অবিরাম ছুটে চলছি দুনিয়ার পেছনে। দারিদ্র্যের ভীষণ ভয় আমাদের মাঝে। লোভাতুর হয়ে আছি দুনিয়ার তুচ্ছ-নগণ্য বস্তু অর্জনে। আমাদের দৌড়ঝাঁপ দেখে মনে হয়, যেন আমরা চিরকাল দুনিয়াতেই থাকব। দারিদ্র্যকে কত ভয় পাই আমরা, কিন্তু কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের ভয় আমাদের মনে উদিত হয় না। ক্ষুধাকে আমরা ভয় পাই, কিন্তু পরকালের কঠিন শাস্তিকে ভয় করি না।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

> 'দারিদ্র্যকে যেভাবে মানুষ ভয় করে, এভাবে যদি জাহান্নামকে ভয় পেত; তাহলে খুব সহজে তারা জান্নাতে প্রবেশ করত।'[৫৫]

হাসান বসরি রহ. বলেন :

> 'সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এমন লোকদের সান্নিধ্যেও আমি ছিলাম, যারা দুনিয়াকে পায়ের তলার মাটির চেয়েও তুচ্ছ মনে করতেন।'

ফুজাইল রহ. বলেন :

> 'গতকাল তো অতীত। আজ আমলের সময়। আর ভবিষ্যৎ হলো আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থান। ভবিষ্যতে কল্যাণের আশা তো আমরা তখনই করতে পারব, যখন আমরা আমাদের আজকের সময়কে নেক আমলে ব্যয় করব।'[৫৬]

বস্তুত, এ দুনিয়া কয়েকটি দিনের সমষ্টি মাত্র। আর সেদিনগুলো হলো—গতকাল, আজ ও আগামীকাল। এ কয়েকটি দিনের জন্যই আমাদের কত পরিশ্রম আর প্রচেষ্টা! কিন্তু এ দিনগুলো যখন অতিক্রান্ত হবে, তখন আমরা ঠিকই বুঝতে পারব, আমাদের এসব প্রচেষ্টা আসলে পরিশ্রম ছিল না; এ ছিল পণ্ডশ্রম।

---

৫৫. আল-ইহইয়া : ৪/১৭০

৫৬. আস-সিয়ার : ৮/৪২৭

রাত ও দিন সফরের একেকটি মনজিল

প্রতিটি রাত ও দিন পরকালের পথে যাত্রার একেকটি মনজিল। তাই সুযোগ হলে পাথেয় সংগ্রহ করে নেওয়া উচিত প্রতিটি মনজিল থেকে। যা কিছু করার, তা সময় হাতে থাকতেই করে নিতে হবে। কেননা, কখন যে কার সফরের ইতি ঘটবে, তা আমাদের কারোই জানা নেই। বলা যায় না, মৃত্যু কখন এসে পরিসমাপ্তি ঘটায় এ জীবন সফরের।

জনৈক সালাফ তার ভাইয়ের উদ্দেশে চিঠি লিখে তাকে সর্তক করেন—

> 'হে ভাই, তুমি কি ধারণা করে আছ, তুমি দুনিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা? আসলে তা নয়। এ দুনিয়ায় তুমি তো একজন মুসাফির মাত্র। তোমার সফরের ইতি ঘটবে অতি শীঘ্রই। মৃত্যু তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। দুনিয়া তোমার জন্য ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জীবনের যে সময়গুলো অতিবাহিত হয়েছে, কখনো তা আর ফিরে আসবে না।'[৫৭]

আমাদের চারপাশে দুনিয়াবিমুখ ও দ্বীনদার লোকও কিন্তু বসবাস করে। আমাদের উচিত, তাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক মূল্যবোধ জেনে নেওয়া এবং তাদের থেকে সবক নেওয়া দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির।

আলি বিন ফুজাইল রহ. বলেন :

> 'আমার পিতা ফুজাইল একবার ইবনে মুবারক রহ.-কে প্রশ্ন করলেন, "আপনি আমাদের দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির নসিহত করেন, কিন্তু আপনি যে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেন! এ কেমন উপদেশ?" তিনি বললেন, "হে আবু আলি, আমি এ সম্পদ অর্জন করি, যেন তা নিজের মান-মর্যাদা রক্ষা ও ইবাদতে সহায়ক হয়।" তখন আমার পিতা বললেন, "হে ইবনে মুবারক, কতই না উত্তম আপনার কাজ!"'[৫৮]

দুনিয়া সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?! আমি কিন্তু দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে নিষেধ করছি না। আমি বরং উদ্বুদ্ধ করছি, হালাল উপায়ে সম্পদ

---

৫৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৩৮১

৫৮. তাহজিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ১৬/২০

অর্জন করে হালাল ক্ষেত্রে তা ব্যয় করার প্রতি। কারণ, হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করে অনেক নেক আমল করা যায়। যেমন : সদাকা করা, অসহায়কে সাহায্য করা, বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়ানো, এতিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা ইত্যাদি।

সুফইয়ান রহ. বলেন :

> 'তিনটি বিষয়ে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকো—
>
> ১. আল্লাহর আদেশ পালনে শিথিলতা করা।
>
> ২. তাকদিরের প্রতি নারাজ থাকা।
>
> ৩. আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কিছু চেয়ে, তা না পেলে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।'[৫৯]

দুনিয়াতে আমরা যে রিজিক পেয়ে থাকি, এগুলো আল্লাহ তাআলা-ই আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং কম-বেশি যা-ই আমরা লাভ করি, এর ওপর আমাদের সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। কাকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ বেশি দেওয়া হয়েছে, আর কাকে কম দেওয়া হয়েছে—এ নিয়ে মোটেও ভাববে না। তোমাকে যতটুকু দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থেকো। আল্লাহর পুণ্যবান বান্দারা আল্লাহ যা দান করেন, তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকেন।

কবি বলেন :

مَنْ شَاءَ عَيْشًا رَحِيْبًا يَسْتَطِيْلُ بِهِ

فِيْ دِيْنِهِ ثُمَّ فِيْ دُنْيَاهُ إِقْبَالاً

فَلْيَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ وَرَعًا

وَلْيَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ دُوْنَهُ مَالًا

---

৫৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/৬৩০

'যে ব্যক্তি সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে এবং নিজের দ্বীন ও দুনিয়া দুটিকেই সার্থক করে তুলতে চায়, সে যেন দুই শ্রেণির লোকের দিকে নজর রাখে—তাকওয়ার বিচারে যারা তার চেয়ে উঁচু স্তরের এবং অর্থবিত্তের দিক দিয়ে যারা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের।'[৬০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।'[৬১]

ইবরাহিম আল-আশআস রহ. বলেন, আমি ফুজাইল রহ.-কে বলতে শুনেছি—

'বান্দা আল্লাহকে ওই পরিমাণ ভয় করে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে পরিমাণ ইলম তার আছে। বান্দা দুনিয়া থেকে ততটুকু বিমুখ হয়, আখিরাতের প্রতি যতটুকু আগ্রহ তার মধ্যে আছে। যে ব্যক্তি যা জানে, সে অনুযায়ী আমল করে, তার অতিরিক্ত ইলমের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরও অধিক ইলম অর্জন করার তাওফিক দান করেন। যার চরিত্র খারাপ—তার দ্বীন, বংশগৌরব ও পুরুষত্ব সবই প্রশ্নবিদ্ধ।'[৬২]

জনৈক দুনিয়াবিমুখ সালাফ বলেন :

'এমন মানুষ আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না, যে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানে, অথচ সে সব সময় (নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, সদাচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে) আল্লাহর ইবাদতে মশগুল

---

৬০. আল-ইহইয়া : ৪/১৩১
৬১. সুরা তহা : ১৩১
৬২. আস-সিয়ার : ৮/৪২৬

থাকে না। এক ব্যক্তি তাকে বলল, "আমি অনেক কান্নাকাটি করি।" তিনি বললেন, "নিজের কৃত আমল নিয়ে অহংকারকারী ব্যক্তির কান্নার চেয়ে গুনাহ স্বীকারকারী ব্যক্তির হাসি অনেক উত্তম। কারণ, অহংকারীর আমল আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় না।" ওই ব্যক্তি বলল, "আমাকে নসিহত করুন।" তিনি বললেন, "দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও, যেমন তারা আখিরাতকে ছেড়ে দিয়েছে আখিরাতের কল্যাণপ্রত্যাশীদের জন্য। আর দুনিয়াতে জীবনযাপন করো মৌমাছির ন্যায়, যে নিজেও পবিত্র খাবার খায় এবং অপরের জন্যও পবিত্র খাবার জমা করে। আর কোনো বস্তুর ওপর বসলে তা ভেঙে ফেলে না এবং সেখানে একটি দাগও পড়তে দেয় না।"'[৬৩]

দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করা

মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে দুনিয়াকে খুবই তুচ্ছ মনে হয়। যখন কেউ দুনিয়ার এ তুচ্ছতা নিয়ে চিন্তা করবে, তখন তার দৃষ্টির ওপর থেকে পার্থিব মোহের পর্দা সরে যাবে। খুব সহজে সে উপলব্ধি করতে পারবে, এ দুনিয়া তো নির্দিষ্ট কয়েকটি বছর কিংবা দিনের সমষ্টি। এর পরেই নিশ্চিত মৃত্যু। এভাবে সে পরকালের প্রস্তুতি ও ওপারের পাথেয় সংগ্রহের প্রতি মনোযোগী হয়।

হাসান রহ. বলেন :

> 'মৃত্যু উন্মোচন করে দিয়েছে দুনিয়ার রহস্য। মৃত্যু প্রকৃত জ্ঞানীদের জন্য আনন্দ-ফূর্তির কোনো পথই খোলা রাখেনি।'[৬৪]

কবি বলেন :

قَدْ نادَتِ الدُّنْيَا عَلَى نَفْسِهَا * لَوْ كَانَ فِي الْعَالَمِ مَنْ يَسْمَعُ

كَمْ وَاثِقٍ بِالعُمْرِ أَفْنَيْتُهُ * وَجَامِعٍ بَدَّدْتُ مَا يَجْمَعُ

---

৬৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৫৩

৬৪. তারিখু বাগদাদ : ১৪/৪৪৪

'দুনিয়া ডেকে বলে তার বাসিন্দাদের, কেউ আছো কি আমার উপদেশ শোনার? মনে রেখো, যারা ভরসা করেছিল জীবনের ওপর, সবাইকে আমি ছুঁড়ে ফেলেছি কবরের গর্তে আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছি তাদের জমানো অর্থবিত্ত।'[৬৫]

আবু উবাইদা নাজি রহ. বলেন :

'হাসান বসরি রহ. যখন মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হলেন, আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমাদের জন্য দুআ করে অনেক বাক্য উচ্চারণের পর বললেন, "সত্য বলা ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা স্পষ্ট নেক আমল। কানে যা শোনো, তার সবটুকু মুখ দিয়ে বের কোরো না। প্রথমে এর সত্যাসত্য যাচাই করবে, তারপর বলার প্রয়োজন হলে বলবে। কেননা, যাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছেন, তাঁদের জন্য যেকোনো বিষয়ে সরাসরি তাঁর শরণাপন্ন হবার সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন তিনি নেই। তাই যেকোনো বিষয় খুব চিন্তা-ভাবনা করে করতে হবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, দুনিয়ার এ জীবন নিয়ে তোমরা প্রতারিত হোয়ো না। মৃত্যু তোমাদের অতি নিকটে। আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রতি রহম করেন, যে নির্ভেজালভাবে দুনিয়াতে জীবনযাপন করে এবং যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করে; কখনো যদি সে কোনো গুনাহ করে ফেলে, পরক্ষণে খুব কান্নাকাটি করে তা থেকে তাওবা করে নেয়; আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং তাঁর রহমত তালাশ করতে থাকে—আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু চলে আসে।"'[৬৬]

দুনিয়া ও এর অবস্থানকারী লোকদের অবস্থা জানান দিয়ে কবি নাবিগা জা'দি বলেন :

---

৬৫. তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ : ৬/৭৮

৬৬. আল-আকিবাহ : ৮৯

الْمَرءُ يَرغَبُ فِيْ الْحَيَاةِ * وَطُوْلُ عَيْشٍ قَدْ يَضُرُّهُ

تَفْنَى بَشَاشَتُهُ وَيَبْــقَى * بَعْدَ حُلُوِّ الْعَيْشِ مُرُّهُ

وَتَسُوْؤُهُ الأَيَامُ حَتّى * مَا يَرَى شَيْئًا يَسُرُّهُ

'মানুষ দীর্ঘ হায়াতের তামান্না রাখে—অথচ জীবনের দৈর্ঘ্য তাকে কেবল কষ্টই দেয়। চোখের পলকেই হারিয়ে যায় মধুময় যৌবনের অমিত সুখ—বার্ধক্যের তিক্ততায় চেহারায় ফুটে ওঠে বয়সের জ্যামিতিক রেখা। জীবনের সেই বিষণ্ন বিকেলে বুকজুড়ে কেবল হতাশার হাহাকারই শোনা যায়।'

আবু কাবশা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّمَا الدُّنْيَا أَرْبَعَةُ نَفَرٍ : عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا؛ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، فَيَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ فِيْهِ لِلّٰهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، وَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ؛ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ

'এই দুনিয়া চার শ্রেণির মানুষের জন্য। এক. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ তাআলা যে ধন-সম্পদ ও ইলম দান করেছেন; এ ক্ষেত্রে সে আপন প্রতিপালককে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে এবং এতে আল্লাহ তাআলারও হক আছে বলে সে জানে। এমন বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ।

দুই. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন, কিন্তু ধন-সম্পদের মালিক বানাননি। সে সৎ নিয়তের অধিকারী। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত, তবে আমি অমুকের মতো ভালো কাজ করতাম। এমন বান্দার মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার নিয়ত অনুযায়ী। এ দুজনের প্রতিদান সমান হবে।

তিন. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু ইলম দান করেননি। আর ইলম না থাকায় সে নিজের ধন-সম্পদ প্রবৃত্তির চাহিদামতো খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার প্রতিপালককেও ভয় করে না। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে না। আর এতে যে আল্লাহ তাআলারও হক আছে, তা সে জানে না। এ লোক সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্তরের।

চার. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদও দান করেননি এবং ইলমও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত, তাহলে অমুক ব্যক্তির মতো (যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির চাহিদামতো খরচ করে) কাজ করতাম। তারও স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়ত অনুযায়ী। এরা দুজন পাপের দিক থেকে সমান হবে।'[৬৭]

হে ভাই, দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত। ইহজীবন ইবাদত করার সময়। এখানেই আনুগত্য করতে হয়। ইবাদত-বন্দেগি করে পরকালের পুঁজি অর্জন করার জন্যই আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

ফুজাইল রহ. বলেন :

'আল্লাহ তাআলা সকল অকল্যাণ ও অনিষ্টকে একটি ঘরের মধ্যে রেখেছেন। আর সে ঘর খোলার একটি চাবি বানিয়েছেন। সে চাবির নাম দুনিয়াপ্রীতি। তেমনই তিনি সকল কল্যাণকে একটি ঘরে রেখেছেন। আর সে ঘরের চাবি হলো দুনিয়াবিমুখতা।'[৬৮]

---

৬৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৪২৯, হাদিসটি সহিহ। সুনানুত তিরমিজির শরাহ তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/১৬১৫ : ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

৬৮. আল-ইহইয়া : ৪/২৫৭

যখন তাঁদের বয়স চল্লিশ হতো

একটু লক্ষ করো, সালাফের সাথে আমাদের কেমন ব্যবধান? কোথায় তাঁরা আর কোথায় আমরা!

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ রহ. বলেন :

> 'সালাফে সালিহিন যখন চল্লিশ বছরে উপনীত হতেন, তখন তারা আপন বিছানাকে গুটিয়ে নিতেন।'[৬৯] সারা রাত না ঘুমিয়ে নামাজ, তাসবিহ ও ইসতিগফারের আমলে মশগুল থাকতেন... সময়কে কাটাতেন ইবাদত-বন্দেগির কাজে। নিজেদের পেছনের যেসব আমলে কোনো অপূর্ণতা বা ত্রুটি থেকে গেছে, সেসব আমলের ক্ষতিপূরণ করতেন। প্রস্তুতি নিতেন ভবিষ্যৎ জীবনে উত্তম ও পরিপূর্ণ আমলের।'

তাদের সে অবস্থার কথাই উঠে এসেছে কবিতার পঙ্ক্তিতে :

إِنَّ لِلّٰهِ رِجَالًا فُطَنًا * طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا

نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا * أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا

جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا * صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا

> 'আল্লাহর অনেক প্রাজ্ঞ বান্দা আছেন, যারা ফিতনার আশঙ্কায় দুনিয়াকে তালাক দিয়েছেন। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, দুনিয়া স্থায়ী আবাস নয়। পার্থিব জীবনকে তারা মনে করেছেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র আর তাই এটি পাড়ি দিতে তারা নেক আমলের নৌকা নির্মাণে ব্যস্ত।'

আব্দুল্লাহ বিন সা'লাবাহ রহ. বলতেন :

> 'এত হাসাহাসি করো কেন, হে মানুষ! এমনও তো হতে পারে, তোমার কাফনের কাপড় এসে গেছে ধোপার হাতে!'[৭০]

---

৬৯. আল-ইহইয়া : ৪/৪৩৫

৭০. আল-আকিবাহ : ৮৮

হে মুসলিম, তোমার সফরের ঘোষণা তো হয়ে গেছে। এখনো যে তুমি ঘুমে বিভোর! তুমি যে ঘর নির্মাণ করছ স্রোতের ওপর! সতর্ক হও, জীবন শেষ হওয়ার আগে আগে আমল করে নাও ওপারের জন্য। ভুলে যেয়ো না সে সত্তাকে, যাঁর সাথে নির্ধারণ করা আছে তোমার সাক্ষাতের সময়।

প্রিয় ভাই,

خُذْ مِنَ الرِّزْقِ مَا كَفَا * وَمِنَ الْعَيْشِ مَا صَفَا

كُلُّ هَذَا سَيَنْقَضِيْ * كَسِرَاجٍ إِذَا انْطَفَا

'প্রয়োজন-পরিমাণ জীবনোপকরণ সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হও। নিজের জন্য বেছে নাও স্বচ্ছ জীবনধারা। কেননা, সবকিছু হারিয়ে যাবে একদিন—নিভে যাওয়া প্রদীপের ন্যায় তলিয়ে যাবে নিকষ আঁধারে।'[৭১]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

'দুনিয়া ব্যস্ততার। আখিরাত আতঙ্কের। বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যস্ততা ও বিপদাশঙ্কার মধ্যে থাকবে; যতক্ষণ না সে স্থির হচ্ছে কোনো স্থায়ী আবাসে। বিচার-ফয়সালা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ভীতি থাকবে। এরপর হয়তো সে প্রবেশ করবে চিরসুখের আবাস জান্নাতে অথবা চির অশান্তির স্থান জাহান্নামে।'[৭২]

কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে, সে অবশ্যই বুঝতে পারবে, আসলে দুনিয়ার এ জীবন মানুষের চলমান সফরের একটি অংশ। পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মায়ের পেটে আসার মাধ্যমে যে সফরের সূচনা। তারপর দুনিয়া, কবর ও হাশর পাড়ি দিয়ে সে পৌঁছে যাবে চিরস্থায়ী আবাসে—চিরসুখের জান্নাত বা চিরকষ্টের জাহান্নামে গিয়েই ঘটবে সফরের অবসান।

শয়তান চায়, দুনিয়ার মায়াজালে আমাদের বন্দী করে রাখতে। যদি সে এখানে আমাদের বন্দী করতে পারে, তবে আমাদের নির্ঘাত জাহান্নামে

৭১. ইবনু রজব রহ. কৃত লাতায়িফুল মাআরিফ : ১/৩১০
৭২. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ২৪৮

নিয়ে ছেড়ে দেবে। তাই চলমান এ সফরে শয়তানের বন্দীদশা থেকে মুক্ত থাকার সংগ্রাম আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

দুনিয়ার এ সফর নিতান্ত ক্ষণিকের। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলেই এর সমাপ্তি। এই সফর এমন, যেন কেউ বসে আছে নৌকাতে। আর নৌকাটি চলছে গন্তব্যের পানে। যাত্রী সেখানে বসে আছে; কিন্তু সে বুঝতে পারছে না, সে সফর করছে।

'সফরের জন্য অবশ্যই পাথেয় প্রয়োজন। আখিরাতের সফরের পাথেয় হলো তাকওয়া। তাই, কষ্ট যতই হোক, তাকওয়া আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। যেন আবার ওপারে গিয়ে বলতে না হয়, رَبِّ ارْجِعُونِ "হে প্রভু, আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান।" যার উত্তরে বলা হবে, كَلَّا "কক্ষনো না।" তাই গাফিল থাকা যাবে না। যা করার করতে হবে সময় থাকতে।

বান্দা যেন তাকওয়াকে নিজের সম্বল হিসেবে গ্রহণ করে, এ জন্য আল্লাহ তাআলা বান্দার এ সফরে অনেক ভীতিকর নিদর্শন দেখান। যেন বান্দারা ভীত হয়, সঠিক পথ থেকে সরে না যায়। সঠিক পথ থেকে যে আপন বাহনকে ভুল পথে ঘুরিয়ে নেবে, সেখানে সে তা-ই পাবে, যা থেকে আল্লাহ তাকে ভয় দেখিয়েছেন। এমন বক্রতার অনুগামী যারা হয়, তারা যেন পাপের সে পথ থেকে প্রতিপালকের পথে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করে। নিজেদের গুনাহের কারণে তাঁর কাছে তাওবা করে।'[৭৩]

দুনিয়াতে কেমন আমাদের অবস্থা? কেমন আমাদের সার্বিক পরিস্থিতি? এমনই এক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন রাবি' বিন খুসাইম রহ.। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কীরূপ অবস্থায় আপনার সকাল হয়? তিনি বললেন :

> 'আমাদের সকাল হয় দুর্বল ও গুনাহগার অবস্থায়। তাকদিরে থাকা রিজিক ভক্ষণ করি আর প্রহর গুনি মৃত্যুর অপেক্ষায়।'[৭৪]

---

৭৩. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩৩০
৭৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৬৮

শুমাইত বিন আজলান রহ. দুনিয়াদারদের বর্ণনা দিতেন এভাবে—

'দুনিয়াদাররা উন্মাদ, মাতাল। এখানে সবল-দুর্বল সবাই ছুটে চলে দুনিয়ার পেছনে। সবলরা চলে দৌড়ে দৌড়ে। আর দুর্বলরা হেঁটে হেঁটে হলেও দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলে। ধনী বা গরিব দুনিয়ার যত সম্পদই তারা অর্জন করুক না কেন, এ নিয়ে কেউই সন্তুষ্ট হয় না।'[৭৫]

ভাই আমার,

خُذِ الْقَنَاعَةَ مِنْ دُنْيَاكَ وَارْضَ بِهَا

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا إِلَّا رَاحَةُ البَدَنِ

'দুনিয়ার পেছনে এত দৌড়ঝাঁপ না করে অল্পতুষ্টি অবলম্বন করো।

এতে আর কিছু পাও না পাও, শারীরিক প্রশান্তি তো অন্তত পাবে।'

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশায় প্রস্তুত থাকে এবং আখিরাতের জন্য উপকারী আমলে মশগুল থেকে সময়কে মূল্যায়ন করে, অচিরেই সে কিয়ামত দিবসে অনেক খুশিতে থাকবে; যেদিন না কোনো ধন-সম্পদ কারও কাজে আসবে, আর না কোনো সন্তানসন্ততি। আমলনামা খুলে দেখা হবে। অন্তরগুলো কাঁপতে থাকবে। পরিবর্তন হয়ে যাবে মানুষের অন্তরের অবস্থা। আজ যাকে ভাবছ, তোমার অতি দরদি বন্ধু; কাল সে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীও হবে না। লোকদের দেখাবে মাতাল-মত্তের ন্যায়, অথচ তারা মদ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। বস্তুত, তাদের অন্তরের এ পরিবর্তন, এ অস্থিরতা, এ মাতাল-উন্মত্ততা—এসবই হবে আল্লাহর আজাবের ভীষণ ভয়ের কারণে।

আনাস বিন ইয়াজ রহ. বলেন :

'সাফওয়ান বিন সুলাইম রহ.-কে যদি বলা হতো, "আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে।" এমন অবস্থায়ও অতিরিক্ত ইবাদত করার

---

৭৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৪৬

জন্য তিনি কোনো ইবাদত পেতেন না।'[৭৬] অর্থাৎ তিনি প্রায় সকল ইবাদতে সর্বদা মশগুল থাকতেন। তাই কিয়ামতের কথা বলা হলেও অতিরিক্ত কোনো ইবাদত করার মতো সময় ও সুযোগ তার হতো না।

সালাফে সালিহিন এমনই ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বদা তারা লড়াই করেছেন। বিভোর থেকেছেন সব সময় আখিরাতের চিন্তায়। দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নিয়েছেন কিয়ামত দিবসের যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে।

মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহ রহ. বলেন :

> 'সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল তা-ই অস্তিত্বে থাকে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি।'[৭৭]

সুতরাং দুনিয়াকে যে অর্জন করে পার্থিব স্বার্থে, একসময় দুনিয়াই তার থেকে দূরে সরে যায়। জীবনের কঠিন মুহূর্তেও দুনিয়াকে সে নিজের পাশে পায় না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জন করে আখিরাতের স্বার্থে ও জান্নাত লাভের লক্ষ্যে, উদ্দেশ্য পূরণে দুনিয়াকে সে সহায়ক হিসেবে পায়।

এই যে দ্বীনদার ও পুণ্যবান লোকগুলো, তারাও কিন্তু আমাদের মতোই মানুষ। দুনিয়া ও তার চাকচিক্যকে তারাও পছন্দ করেন। তবে তারা ক্ষণিকের এ দুনিয়াকে চিরস্থায়ী আখিরাতের ওপর কখনোই প্রাধান্য দেন না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সুগম করে দেন কল্যাণের পথ, রুদ্ধ করে দেন অকল্যাণের দ্বার।

একব্যক্তি সকালে এসে ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ.-কে জিজ্ঞেস করল—

'কেমন আছেন, হে আবু আলি?' মানুষের এ প্রশ্নটি তাঁর কাছে কষ্টকর লাগত, কেউ সকালে এসে বলল, কেমন আছেন? কেউ রাতে এসে বলল, কেমন আছেন? কষ্টকর মনে হলেও তিনি উত্তর দিতেন, 'সুস্থ আছি।' আজ একব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা আপনার?'

---

৭৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১১৪
৭৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১১৪

তিনি বললেন :

'কোন অবস্থার কথা জানতে চেয়েছ? দুনিয়ার না আখিরাতের? যদি দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে বলব—দুনিয়া আমাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের। আর যদি জানতে চাও আখিরাতের খবর, তবে শোনো—গুনাহের আধিক্য, আমলের দুর্বলতা, কিয়ামত দিবসের পাথেয়-স্বল্পতা, পাথেয় জোগাড়ের আগেই মৃত্যু উপস্থিত হবার ভয় ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতিহীনতা, আমলের অভাব, উদ্যমশূন্যতা এবং দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করার মগ্নতা আমাকে পরিবেষ্টন করে আছে। বহুমুখী সমস্যায় নাজেহাল এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কী? তার অবস্থা কি শোচনীয় নয়?'[৭৮]

আজকের বেশির ভাগ মানুষের অবস্থা এমনই, যেমনটি আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেছেন :

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আখিরাতের কাজ করার পর যে অবশিষ্ট সময় হাতে থাকত, তা দুনিয়ার প্রয়োজনে কাটাত। আর তোমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ উল্টো। দুনিয়ার কাজ করার পর যে অতিরিক্ত সময় তোমাদের থাকে, সে সময়টা তোমরা ব্যয় করো আখিরাতের কাজে!'[৭৯]

বড়ই আশ্চর্য লাগে আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখে। আমাদের সময়, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, জ্ঞান-বুদ্ধি... সবকিছু ব্যয় হচ্ছে দুনিয়ার জন্য। দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুর জন্য আমরা কত মূল্যবান সময় নষ্ট করছি! সামান্য কাজে দোকানপাটে গিয়ে নষ্ট করে ফেলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়। অথচ, নামাজে দাঁড়ালে মুরগির ঠোকর মারার মতো দ্রুত নামাজ শেষ করে ফেলি। রুকু, সিজদা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল করা বারণ! পারলে তো ইমামের আগে আগেই নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আমাদের নামাজে একাগ্রতা নেই, চোখে নেই তাকওয়ার অশ্রু।

---

৭৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৮৬
৭৯. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২৯৯

আজকের অধিকাংশ মানুষ শুধু দুনিয়া নিয়ে বিভোর হয়ে আছে। জীবনের সময়গুলো যে আমলবিহীন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, এদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। অমনোযোগ-উদাসীনতায় এমনভাবে সময়গুলো খেল-তামাশায় পার করছে, যেন তা আবার ফিরে আসবে! যেন এ মাস আবার ফিরে আসবে! এ দিন আবার তারা ফিরে পাবে! ফিরে আসবে আবার এ ঘণ্টা, এ মিনিট, এ সেকেন্ড!

প্রতিনিয়ত আমরা নাফরমানির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। অনেকে কোনো না কোনো অপরাধে লিপ্ত আছি। কেউ যদি একটু নেক কাজ করে, পরক্ষণে আবার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইয়াহইয়া বিন সাইদ রহ. সম্পর্কে বুন্দার রহ. বলেন :

> 'বিশ বছর ধরে তার নিকট আমার আসা-যাওয়া। কখনো তিনি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছেন, এমনটা আমার মনে পড়ে না।'[৮০]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

> 'হে আদমসন্তান, দুনিয়ার কামনা তোমার মাঝে এতই প্রবল যে, দুনিয়া ছাড়া যেন তোমার কোনো উপায় নেই। আর তুমি আখিরাতের প্রত্যাশা এমনভাবে করছ, যেন আখিরাতের খুব একটা প্রয়োজন তোমার নেই। অথচ, তুমি না চাইলেও দুনিয়াতে তা-ই পাবে, যা তোমার প্রয়োজন। তোমার জন্য যা কিছু নির্ধারিত, এর চেয়ে বেশি তুমি কখনোই পাবে না। দুনিয়ার প্রয়োজন তুমি চাওয়া ব্যতীতই পাবে। কিন্তু আখিরাতের মুক্তি চাওয়া ব্যতীত মিলবে না। এ ক্ষেত্রে কি তুমি একটু বুদ্ধি খাটাতে পারো না?'[৮১]

---

৮০. মাওয়ারিদুজ জামআন : ৩/২৮৬
৮১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৯৪

দুনিয়া যেমন

এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, বান্দা চিরস্থায়ী আখিরাতকে ঠিকই সত্যায়ন করে, কিন্তু অস্থায়ী দুনিয়ার জন্যই ব্যয় করে নিজের সব প্রচেষ্টা! অবশ্য আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন; যেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে তোমরা পানি থেকে দূরে রাখো। মারফু' সনদে হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

> إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا هُوَ أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا

> 'মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে দুনিয়াই তাঁর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয়। দুনিয়া সৃষ্টি করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি।'[৮২]

আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়া কেমন? তিনি বললেন :

> 'এমন স্থান সম্পর্কে কী বলব, যেখানে কেউ সুস্থ থাকলে নিরাপদ থাকে, অসুস্থ হলে লজ্জিত হয়, গরিব হলে চিন্তিত থাকে আর ধনী হলে ফিতনায় পতিত হয়। যার হালাল ও বৈধ বিষয় সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। আর হারাম ও অবৈধ বিষয়সমূহ সোজা জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে।'

ইউনুস বিন উবাইদ রহ. দুনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

> 'দুনিয়ার সঠিক উপমা হলো যেন একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি। স্বপ্নে সে পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় উভয়ই দেখতে পায়। কিন্তু সহসা তার স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়।'[৮৩]

---

৮২. ইবনু আবিদ দুনিয়া কৃত আজ-জুহদ, হাদিস নং ৪০
৮৩. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩৫৫

শুমাইত বিন আজলান রহ. বলেন :

'দুজন মানুষ দুনিয়াতে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। এক. এমন ধনী লোক, যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে দুনিয়া নিয়েই একদম ব্যস্ত হয়ে আছে। দুই. এমন দরিদ্র লোক, যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেননি, কিন্তু সে দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাচ্ছে।'[৮৪]

আলি রা.-এর সামনে কেউ একজন দুনিয়ার নিন্দা করলে তিনি বললেন :

'দুনিয়াকে ঢালাওভাবে নিন্দা করো না। কেননা, দুনিয়া ওই ব্যক্তির জন্য সততার স্থান, যে এখানে সৎ উপায়ে জীবনযাপন করে। এমন ব্যক্তির জন্য মুক্তির জায়গা, যে এখানে বুঝে-শুনে জীবনযাপন করে। দুনিয়া ওই ব্যক্তির জন্য প্রাচুর্যের স্থান, যে এখানে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে।'[৮৫]

দুনিয়াকে অনেকে ঢালাওভাবে তিরস্কার করতে থাকে, অথচ দুনিয়া তখনই তিরস্কারের যোগ্য হয়, যখন তা আল্লাহর অবাধ্যতার কারণ ও তাঁর ইবাদতের প্রতিবন্ধক হয়। তাদের আসলে জানা নেই যে, দুনিয়া হলো আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান, যে পাথেয় দ্বারা সুগম হয় জান্নাতের পথ। কিন্তু,

يَعِيْبُ النَّاسُ كُلُّهُمُ الزَّمَانَا * وَمَا لِزَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا

نَعِيْبُ زَمَانَنَا وَالْعَيْبُ فِيْنَا * فَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِهِ رَمَانَا

'সবাই বলে বেড়ায়—জমানা খারাপ যাচ্ছে, খারাপ যুগ চলছে। অথচ জমানার কী দোষ? সব কুকীর্তি তো আমাদের। আমাদের দোষগুলোই আমরা চাপিয়ে দিয়েছি জমানার ঘাড়ে। সে যদি কথা বলত, তবে খুলে যেত আমাদের মুখোশ।'[৮৬]

---

৮৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৪৭
৮৫. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন : ১৩৪
৮৬. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ১৫৭

ইমাম আওজায়ি রহ. উপদেশ প্রদানের সময় বলতেন :

> 'তোমাদের যে নিয়ামতরাজি দান করা হয়েছে, সেগুলোর সাহায্যে তোমরা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি—যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে—তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। কেননা, খুব অল্প সময় তোমরা এ দুনিয়াতে বসবাস করবে। এখান থেকে তোমাদের চলে যেতে হবে অতি শীঘ্রই। তোমাদের আগে অনেকেই এসেছিল এখানে। দুনিয়া নিজ সৌন্দর্য আর চাকচিক্য দেখিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাদের আয়ুষ্কাল ছিল তোমাদের চেয়ে দীর্ঘ, শারীরিক শক্তিতে তারা তোমাদের চেয়েও বেশি সবল ছিল, তোমাদের চেয়ে অধিক ছিল তাদের প্রতিপত্তি। পাহাড় খোদাই করে আর পাথর কেটে কেটে তারা গড়ে তুলত সুরম্য অট্টালিকা। পৃথিবীতে বিচরণ করত বিপুল দাপটে। খুঁটির মতো শক্ত ও দীর্ঘ দেহ ছিল তাদের। কিন্তু কোথায় আজ তাদের অস্তিত্ব? তারা নেই। থাকবে না তোমরাও। তাদের সময় ফুরিয়েছে, তারা চলে গেছে। তাদের এত সব নির্মাণ আজ কোথায়?! ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে তাদের সব অর্জন। এমনকি তাদের নামটুকুও মুছে গেছে মানুষের মন থেকে। তুমি কি তাদের কারও আওয়াজ শুনতে পাও? তাদের সামান্য চাপা স্বরও কি তোমার কানে বাজে? মৃত্যু থেকে তারা নিজেদের খুব নিরাপদ ভেবেছিল। এমন আর কত বর্ণনার দরকার? যা শুনে দ্বীন থেকে গাফিল-উদাসীনরা সচেতন হবে! একটি সকালই কি যথেষ্ট নয় যে, গুনাহগাররা জাগ্রত হবে?!'[৮৭]

দুনিয়াবিমুখতা

দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা অন্তরে জাগ্রত হয় আখিরাতের প্রতি আগ্রহ। অবশ্য যথার্থরূপে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বনের জন্য দুটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি

দুনিয়া অতি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। দুনিয়া ধ্বংসশীল। দুনিয়া ক্ষণিকের। পার্থিব এ জীবন ফুরিয়ে যাবে খুব দ্রুতই। দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-ক্লেশ যা কিছু

---

৮৭. আশ-শুকর : ১৫

ভোগ করতে হয়, তা স্থায়ী নয়। এমনিভাবে স্থায়ী নয় দুনিয়ার আনন্দ-সুখও। দুনিয়া অর্জনকারী দুনিয়ার পেছনেই পড়ে থাকে সব সময়। তবে কখনো সে অর্জনে সক্ষম হয়। কখনো হয় ব্যর্থ-বিফল। কিন্তু যে অর্জন করে, সে কিন্তু বিজয়ী হয়েও হয়ে যায় পরাজিত। কেননা, এ অর্জনের পরে আছে কি এর কোনো স্থায়িত্ব? দুনিয়ার ধন-সম্পদ কখনো হারিয়ে যাবে, কখনো চুরি বা নষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে সে যখন আস্বাদন করবে মৃত্যুর স্বাদ, পারবে কি তখন সাথে নিয়ে যেতে সেসব সম্পদ? তাই দুনিয়া অর্জনকারী বিজয়ী হয়েও পরাজিত।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

আখিরাত আসন্ন। আখিরাত চিরস্থায়ী। আখিরাতের মর্যাদাই সমুন্নত। নিয়ামত, খুশি, আনন্দ... সেখানে সবই চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'আর আখিরাতের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।'[৮৮]

'আখিরাতের নিয়ামতই পূর্ণ নিয়ামত। কখনো তা ফুরাবে না। পক্ষান্তরে তার শাস্তিও ভীষণ ভয়ংকর।'[৮৯]

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ * وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ

'জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মুছে যাবে সুখ ও সমৃদ্ধির শেষ রেশটুকুও।'

এবার দুনিয়াদারদের একটা ঘটনা শুনি। এতে বিচক্ষণদের জন্য রয়েছে উত্তম নসিহত।

বনি বুওয়াইহ-এর অন্যতম বাদশাহ ফখরুদ দাওলাহ আলি বিন রুকন বলতেন :

---

৮৮. সুরা আল-আ'লা : ১৭
৮৯. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৩

'আমার সন্তানদের জন্য আমি এত এত সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রেখেছি যে, তারা ও তাদের সৈন্য-সামন্ত এসবের মাধ্যমে অনায়াসে পনেরো বছর কাটিয়ে দিতে পারবে!'

সহসা একদিন ফখরুদ দাওলাহ রায় শহরের একটি দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সময় ধনভান্ডারের চাবিগুলো তার সন্তানদের হাতে ছিল। বাবার মৃত্যুর পর তারা দুর্গে আসার অবকাশটুকু পায়নি। কাফন হিসেবে তাকে পরানোর জন্য পাওয়া যায়নি এক টুকরো কাপড়। শেষ পর্যন্ত দুর্গের নিচের অংশে স্থাপিত মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক থেকে মসজিদের পেছনের একটি পুরাতন কাপড় কিনে আনা হয়। ওদিকে তার সন্তান ও সৈন্য-সামন্তরা ব্যস্ত সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারায়। বাবার জানাজা যে পড়বে, এতটুকু ফুরসতও তারা পাচ্ছে না।

এক সময় পচন ধরে তার মৃতদেহে। বেরোতে থাকে বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ। এমনকি পড়ে থাকা লাশটির কাছে যাওয়াও আর সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে একটি রশি বেঁধে সিঁড়ির ওপর দিয়ে টেনে টেনে নামানো হচ্ছিল তার দেহ। কিন্তু এভাবে টানার কিছুক্ষণ পর দেহটি ফেটে যায়। হায়রে, দুনিয়াদারদের এমনই দুরবস্থা!

মৃত্যুর সময় কেমন ছিল তার সম্পদের পরিমাণ! ২৮ লক্ষ ৬৫ হাজার দিরহাম। তার ধনভান্ডার স্বর্ণ, রৌপ্য, ইয়াকুত, মণি-মুক্তা, বলখশ[৯০] ও হিরাতে ভরা ছিল। যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪ হাজার ৫শ খণ্ড। যার মূল্য লক্ষ লক্ষ দিনার। তার ছিল অসংখ্য রৌপ্যের তৈরি পাত্র; যার ওজন ৩০ লক্ষ মন। বিবিধ সামগ্রী ছিল তিন হাজার বোঝা। বর্ম ছিল এক হাজার বোঝা। বিছানা প্রায় দুই হাজার পাঁচশ বোঝা।'[৯১]

কই! তার সম্পদ তো কম ছিল না। জীবিত অবস্থায় সে থাকত রাজার হালে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ কেমন বেহাল দশা হলো তার! এত এত সম্পদ! অথচ, মৃত্যুর পর শেষ বিদায়ের সামান কাফনের কাপড়টুকু কিনতে হিমশিম খেতে হলো।

---

৯০. এক ধরনের দামি পাথর, যা বলখশানে পাওয়া যেত। বলখশান তুর্কিতে অবস্থিত।
৯১. শাজারাতুজ জাহাব : ৩/১২৪

আবু দারদা রা. বলেন :

'দুনিয়ার প্রতি যে অমুখাপেক্ষী নয়, দুনিয়া তার কোনো উপকারে আসে না।'[৯২]

হাসান রহ. বলেন :

'দুনিয়া মুমিনদের জন্য অতি উত্তম স্থান। এখানেই তারা উত্তম আমল করে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় জোগাড় করে। পক্ষান্তরে দুনিয়া কাফির ও মুনাফিকদের জন্য ভীষণ খারাপ স্থান। এখানে তারা মন্দ কাজ করে জাহান্নামকে নিজেদের জন্য অবধারিত করে নেয়।'[৯৩]

কবি বলেন :

يَا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَبَهْجَتِهَا * وَلَا تَنَامُ عَنِ اللَّذَّاتِ عَيْنَاهُ
أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِيْمَا لَسْتَ تُدْرِكُهُ * تَقُوْلُ لِلّٰهِ مَاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ

'দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হে মানব! সুখ ও সমৃদ্ধির উদগ্র বাসনা কেড়ে নিয়েছে তোমার ঘুম। জীবন তো বরবাদ করে দিলে, ধূসর মরীচিকার পেছনে ছুটে। কাল যখন প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে—কী জবাব দেবে তাঁকে?'[৯৪]

এ দুনিয়ায় মুমিনের জীবনযাপন বেশ কঠিন। এখানে তাকে পথ চলতে হয় সাধনা করে। ধৈর্যধারণ করে অগ্রসর হতে হয় সম্মুখ পানে।

হাসান রহ. বলেন :

'দুনিয়াতে মুমিন ব্যক্তি একজন বন্দীর ন্যায়। মুক্তির জন্য আজীবন সে চেষ্টা চালিয়ে যায়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো বস্তু থেকেই সে নিরাপদ নয়।'[৯৫]

---

৯২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২১০
৯৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩৬০
৯৪. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ২৮২
৯৫. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২৬৯

প্রিয় ভাই, এটাই হলো দুনিয়া—

فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لِأَهْلِهَا
وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا

'যদি মুখ ফিরিয়ে নাও দুনিয়া নামক এই পচা লাশ থেকে, তবে নিরাপদ তুমি। আর যদি আকৃষ্ট হও তার দিকে, তবে তুমিও লেগে যাও ঝগড়ায় কুকুরদের সাথে।'[৯৬]

ইবনে মাসউদ রা. বলেন :

'দুনিয়াতে প্রত্যেকটি মানুষ মেহমান। এসব ধন-সম্পদ তাদের নয়, এগুলো অপরজনের। মেহমান এক সময় চলে যায়। কিন্তু ধার করা সম্পদ নির্দিষ্ট সময় ফিরিয়ে দিতে হয়।'

আবু হাজিম সালামা বিন দিনার রহ. বলেন :

'তোমাদের মাঝে আখিরাতের সম্বলের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তাই এ ঘাটতি পূরণে তোমরা বেশি বেশি আমল করে নাও। কেননা, এমন এক সময় আসবে, যখন আখিরাতের সম্বল জমা করার একটুও সুযোগ পাবে না।'[৯৭]

কেননা, কিয়ামত দিবস হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের দিন। আখিরাতের সূর্য উদিত হলেই শুরু হবে হিসাব-নিকাশের পালা। ওই দিন আর আমল করার সুযোগ থাকবে না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সূর্য উদিত হবে, ততদিন আখিরাতের হিসাব-নিকাশ হবে না; এ পুরো সময়টাই আমল করার সময়। সুতরাং এ সময় ফুরিয়ে যাবার আগে আগে অধিক পরিমাণ নেক আমল করে নিতে হবে। জবাবদিহির সম্মুখীন হবার আগেই গুছিয়ে রাখতে হবে সব হিসাব-নিকাশ।

---

৯৬. শাজারাতুজ জাহাব : ২/১০
৯৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৪২

সালাফ দুনিয়ার চাকচিক্য, ধন-সম্পদ, উঁচু উঁচু প্রাসাদ—এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। উমর রা. গোটা মুসলিমবিশ্বের শাসক। মিম্বরে উঠে খুতবা দিলেন। গায়ে তার বারোটি তালিযুক্ত চাদর!

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মিম্বারে দাঁড়িয়ে। গায়ে তালিযুক্ত পোশাক। অথচ আমরা? কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেলেই হলো, 'লজ্জায়' মসজিদে যাওয়ার নাম করি না। অনেকে তো দেখা যায়, এর চেয়েও তুচ্ছ অজুহাতে জামাআত ত্যাগ করে।

ইসা আ. তাঁর সঙ্গীদের উপদেশ দিতেন—

> 'দুনিয়ার সময়টি কাটিয়ে দাও। স্থায়ী আবাস গড়ার জন্য এখানে ঘর নির্মাণ কোরো না।' তিনি আরও বলতেন, 'সাগরের ঢেউয়ের ওপর ঘর নির্মাণ করার মতো বোকামি কি কেউ করতে পারে? তেমনই এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া। এটাকে স্থায়ী আবাসস্থল মনে করে ধোঁকায় পড়ো না।'[৯৮]

মাসরুক বিন আজদা রহ. তার এক ভ্রাতৃষ্পুত্রকে কুফার একটি আবর্জনা স্তূপের নিকট নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন :

> 'চলো, তোমাকে দুনিয়া দেখাই। এই হলো দুনিয়া। লোকেরা যাকে খেয়ে ফুরিয়ে ফেলেছে। পরিধান করে পুরাতন করেছে। তার ওপর সওয়ার হয়ে দুর্বল করে দিয়েছে। এখানে তারা রক্তপাত ঘটায়। হারাম বিষয়সমূহকে হালাল সাব্যস্ত করে। বিনষ্ট করে আত্মীয়তার সম্পর্ক।'[৯৯]

হাসান রহ. পুণ্যবানদের পার্থিব অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

> 'আল্লাহ সেসব লোকের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যাদের কাছে দুনিয়াটা আমানতের ন্যায়। তারপর যার আমানত তাকে বুঝিয়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নেন খালি হাতে।'[১০০]

---

৯৮. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩৭৯
৯৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৯৭
১০০. আল-ইহইয়া : ৩/২২১

দুনিয়া ধূসর মরীচিকা, নয় কোনো বাস্তবতা

এই যে দুনিয়া, যার প্রতি আমাদের এত ভালোবাসা। কী তার শেষ পরিণতি? এই যে ধন-সম্পদ, যা আমরা জমা করছি। আসলে সেগুলোর পরিণাম কী?

জনৈক ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট চিঠি লিখলেন—

> 'সালাম নিবেদনের পর, এই দুনিয়া হচ্ছে অলীক-কল্পনা। আখিরাত হলো বাস্তবতা। মৃত্যু হলো উভয়ের মধ্যে সীমারেখা। এখানে আমরা আছি কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নের ঘোরে। ওয়াস সালাম।'

প্রিয় ভাই, তোমার জীবনের অতীত সময়গুলোর দিকে একটু তাকিয়ে দেখো! এসব কি আসলেই স্বপ্নের মতো নয়? ... নিমিষেই তোমার জীবন থেকে কেটে গেল কান্নাহাসির কতগুলো বছর! কিন্তু ভাই, হিসাব-নিকাশের পর্বটা যে এখনো বাকি!

জিরার বিন মুররাহ রহ. বলেন :

> 'শয়তান বলে, বনি আদমের ভেতর যখন তিনটা বোধ সৃষ্টি হয়, তাদের বশে আনা তখন আমার জন্য খুব সহজ হয়ে যায়।
>
> ১. যখন সে নিজের কৃত পাপের কথা ভুলে যায়।
>
> ২. যখন সে মনে করে, আমি অনেক আমল করে ফেলেছি।
>
> ৩. যখন সে আপন সিদ্ধান্তে নিজেই মুগ্ধ হয়।'[১০১]

আমাদের অবস্থাটি আবু দারদা রা.-এর এ কথাটির মাঝে ফুটে ওঠে—

> 'প্রত্যেক মানুষের মাথায় একটু সমস্যা আছে মনে হয়। নাহলে তারা পার্থিব সম্পদ একটু বৃদ্ধি পেলেই কেন এত খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়? অথচ, সময়ের চাকা যত গড়াচ্ছে, ততই তো তাদের জীবন চলে যাচ্ছে শেষের দিকে। তার যে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার

---

১০১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১১৬

কোনো খেয়াল নেই। জীবন-সমাপ্তির পরে সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি এমন কী কাজে আসবে তার?'[১০২]

অধিকাংশ মানুষই চিন্তায় ডুবে থাকে, নিজের পার্থিব জীবনের ব্যর্থতা ও জীবনমান অনুন্নত হওয়ার কারণে। কিন্তু নিজের জীবনকাল ক্রমশ ফুরিয়ে যাওয়া ও মৃত্যু নিকটে চলে আসার কারণ নিয়ে চিন্তিত হয়, এমন মানুষ খুব কমই আছে।

অধিকাংশ মানুষই বেমালুম ভুলে যায়, জীবনের ফেলে আসা সময় ও বছরগুলোর কথা। কিন্তু পার্থিব কোনো বিষয় (মৃত্যুর আগ পর্যন্ত) কখনো মুছেই না তাদের স্মৃতির খাতা থেকে! তাদের জীবনের লক্ষ্যই যেন শুধু দুনিয়া!

বস্তুত, মানুষের মানসিকতায় নেই সুষ্ঠু ভারসাম্য। কোনটি অগ্রাধিকারের উপযুক্ত আর কোনটি উপযুক্ত নয়; কীসের কারণে চিন্তিত হওয়া উচিত, আর কীসের কারণে নয়—এটা তারা বোঝে না।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

> 'বড় আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, সম্পদ কমে যাওয়ার কারণে কেউ চিন্তিত হয়। আসলে ধন-সম্পদ নিয়েই তার যত চিন্তা। এদিকে নিজের জীবনও যে ফুরিয়ে আসছে, তা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই!'

জীবনকাল ফুরিয়ে আসছে, এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে রাতে ঘুমাতে পারেনি, এমন মানুষ কখনো আমরা দেখেছি? সত্যিই কাউকে কি দেখা যায়, এমন চিন্তিত হতে? বর্তমান সময়ে এমন কোনো মানুষের কথা কি আমরা শুনেছি? তবে সম্পদ কমে যাচ্ছে আর এ কারণে চিন্তায় ঠিকমতো ঘুমাতে পারছে না, এমন মানুষের সংখ্যা অবশ্য গুনে শেষ করা যাবে না। একটু পরই যে তারা দুনিয়াকে বিদায় জানাবে, হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে—এটা নিয়ে তারা কী করে এতটা নির্লিপ্ত থাকে, বুঝে আসে না!

---

১০২. আস-সিয়ার : ১৯/৪৮৩

শুনুন, মুক্তো ঝরা সে কথা। হাসান বসরি রহ. বলেন :

'যার সম্পদ বেশি, তার গুনাহ বেশি। যে বেশি কথা বলে, সে মিথ্যা বলে বেশি। যার চরিত্র খারাপ, সে নিজেই নিজের শত্রু।'[১০৩]

প্রকৃত সফলতার গূঢ় তত্ত্ব

পার্থিব সমৃদ্ধি আর সফলতা লাভের আশায় আমরা সম্পদ অর্জন করি। সে সমৃদ্ধি আর সফলতা অর্জনের জন্য আবার টাকা-পয়সাও ব্যয় করি। আত্মিক প্রশান্তির জন্য নির্মাণ করি বিলাসবহুল প্রাসাদ আর সুউচ্চ দালানকোঠা। ভ্রমণে বের হয়ে পড়ি দুঃশ্চিন্তা দূর করে প্রফুল্ল হতে। এভাবে কত পন্থাই না আমরা অবলম্বন করি!... জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আমরা কিছুটা তুষ্ট হই নিজেদের অবস্থা অবলোকন করে। ভাবি, এই বুঝি সফলতা হাতে স্পর্শ করতে পেরেছি। আসলে এসব কি সফলতা?

অতীতের কত লোকই তো এসব করে দেখেছেন সফলতা অর্জনের জন্য। নানান অভিজ্ঞতায় তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন, ঋদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু শেষমেশ সবাই একই সুরে বলেছেন, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সফলতা—সবই মূলত আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের মধ্যেই নিহিত। মহান প্রতিপালকের আনুগত্যের মাধ্যমেই সুখ ও স্বপ্নের আবাস জান্নাত লাভ করা যায়। আল্লাহর আনুগত্যেই রয়েছে চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি। তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যই সকল সফলতার গূঢ়তত্ত্ব।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন :

'দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ দু'সতিনের ন্যায়। একজনকে খুশি করতে গেলে অপরজন নিশ্চয় নারাজ হবে।'[১০৪]

প্রিয় ভাই, আমাদের উচিত ছিল, আমরা হবো আল্লাহর পথের পথিক। অথচ, আমাদের অবস্থা! তার বর্ণনা কি এটাই, যেটা হাসান বসরি রহ. বলেন :

---

১০৩. কিতাবুস সামত : ৮৫

১০৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/৫১

'আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হই লোকদের দেখে। তাদের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। অথচ, তারা খেলাধুলায় মত্ত হয়ে আছে! তাদের অন্তিম সফরের সময় এসে গেছে। কিন্তু এখনো তারা উন্মাদ খেল-তামাশায়!'

এ দুনিয়ার ভালো-মন্দের পরিমাপক কী? কীসের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে দুনিয়ার কল্যাণ ও অকল্যাণ? এ প্রশ্নের উত্তরে আলি বিন আবি তালিব রা. বলেন :

'তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পেল। মনে করো না এর মাঝেই তোমার কল্যাণ। বরং কল্যাণ তো নিহিত আমল বৃদ্ধি পাওয়া ও ধৈর্যধারণের মাঝে। দুনিয়াতে শুধু দু'ব্যক্তির জন্য কল্যাণ রয়েছে :

১. ওই ব্যক্তি, যে অনেক গুনাহ করেছে; কিন্তু পরে তাওবার মাধ্যমে নিজের সব গুনাহ মাফ করে নিয়েছে।

২. ওই ব্যক্তি, যে ভালো কাজে অগ্রগামী থাকে; আমলে তাকওয়ার কোনো কমতি রাখে না।

বস্তুত, যে আমল কবুল হবে, তার মাঝে তাকওয়ার কমতি কেন থাকবে?'[১০৫]

দুনিয়া যাকে তার সবটুকু দিয়েছে, পূর্ণ ঝলক নিয়ে তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছে; সে যেন হাসান রহ.-এর এ উক্তিটি নিয়ে একটু ভাবে—

'আল্লাহর শপথ, যে মুমিন ব্যক্তির জন্য দুনিয়া প্রশস্ত হয়েছে; দুনিয়া তাকে ধোঁকায় ফেলবে—এমন আশঙ্কাও তার মধ্যে নেই। প্রকৃতপক্ষে এমন মানসিকতাধারীর আমল ও বিবেচনাশক্তিই লোপ পেয়েছে। একইভাবে যে মুমিন ব্যক্তি থেকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে দূরে রেখেছেন; আর সে মনে করছে, দুনিয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত আছে। এ ব্যক্তিরও আমল ও বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়েছে।'[১০৬]

---

১০৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৩২১
১০৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/২৭২

দুনিয়ার দিনগুলো যেন ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন। বিলীয়মান ছায়ার মতো। চকচকে মরীচিকার ন্যায়। হাসির চেয়ে কান্নাই এখানে বেশি। সুখের চেয়ে দুখই অধিক। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার পাল্লাই ভারী। এখানে ক্ষণিকের সহানুভূতির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের কষ্টের আভাস।

হিন্দ বিনতে নু'মান বলেন :

> 'আজ তোমরা দেখছ, আমরা সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। কিন্তু বেলা ডোবার আগেই আমরা চরম লাঞ্ছিত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে যেতে পারি। বস্তুত, আল্লাহর হিকমত হলো, তিনি কোনো ঘরকে সুখ দ্বারা পরিপূর্ণ করলে কিছুদিন পর আবার সেখানে বয়ে দেন কষ্টাশ্রুর প্রবাহ।'

জনৈক ব্যক্তি হিন্দ বিনতে নু'মানের নিকট কুশলাদি জানতে চাইলে তিনি বলেন :

> 'এমন অবস্থায় আমরা সকালে উপনীত হই যে, আরবের প্রত্যেক লোক আমাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশা রাখে। আবার যখন আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই, তখন অবস্থা এমন হয় যে, আরবের প্রত্যেক লোক (আমাদের অভাবের কারণে) আমাদের ওপর দয়া করে। অর্থাৎ, আমাদের অবস্থা কখনো ভালো থাকে, আবার কখনো আমরা খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হই। অবশ্য এটাই হলো দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম।'

একদিন তার বোন হিরকাহ কাঁদতে লাগলেন, অথচ ওই সময় তাদের অবস্থা বেশ ভালোই চলছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি যে কাঁদছেন?'

তিনি বললেন :

> 'আমি দেখছি, আমার পরিবার খুব আনন্দে আছে। আর এমন খুব কম ঘরই আছে, যেখানে সুখের পরে দুঃখ আসে না।'

ইসহাক বিন তালহা বলেন :

'আমি একদিন তার কাছে গিয়ে বললাম, "রাজা-বাদশাহদের চোখেও অশ্রু?"

তিনি বললেন :

"গতকাল যেমন ছিলাম, আজ সে অপেক্ষা ভালো আছি। তবে আমি কোনো বইতে এমন পড়েছি, কোনো ঘরের লোকেরা যখন সুখ-শান্তিতে বাস করে, তখন অচিরেই তাদের ঘরে নেমে আসে দুঃখের জলধারা। আর সময় কাউকে একটি পছন্দনীয় দিন উপহার দিলে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখে অপছন্দনীয় একটি দিন।"'[১০৭]

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. খুতবায় বলেন :

'হে লোকসকল, এমন একটি বিষয়ের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি তোমরা তা বিশ্বাস করো, তবে তোমাদের নির্বোধ বলা হবে। আর যদি বিশ্বাস না করো, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে চিরস্থায়ীভাবে থাকার জন্য। তোমাদের এক জায়গা (দুনিয়া) থেকে অন্য জায়গায় (আখিরাতে) স্থানান্তর করা হবে। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা এমন এক জায়গায় বসবাস করছ, যেখানে তোমাদের খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়, পানীয় শুকিয়ে যায়। এখানে একটি নিয়ামত পেয়ে তোমরা খুশি হলে পরক্ষণে সে নিয়ামত হারিয়ে তোমরা আবার দুঃখে নিপতিত হও। তাই যেখানে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, যেখানে থাকবে অনন্তকাল, জেনে নাও সে চিরস্থায়ী আবাস সম্পর্কে।' এতটুকু বলেই তিনি কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।[১০৮]

আমরা কোথায় আর তাঁরা কোথায়? কেমন আমাদের দুনিয়ার জীবন আর কেমন ছিল সালাফে সালিহিনের দুনিয়ার জীবন?

---

১০৭. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩২৬

১০৮. আল-ইহইয়া : ৩/২৮৮

হাসান রহ. বলেন :

> 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এমন মানুষদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি, যাদের নিকট দুনিয়া পায়ের তলার মাটির চেয়েও তুচ্ছ ছিল।'[১০৯]

আল্লাহ তাআলা হাসান রহ.-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। এ কথা তো তিনি তার বেঁচে থাকার সময়ে বলেছিলেন। আজ যদি তিনি আমাদের এ যুগের অবস্থা দেখতেন, যে যুগে মানুষ দুনিয়ার জন্য কুকুরের মতো একে অপরকে তাড়া করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিনষ্ট করে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। সম্পদের জন্য শত মিথ্যা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমন দুরবস্থা দেখলে কেমন মন্তব্য করতেন তিনি?

পার্থিব স্বার্থের মজলিস

পার্থিব সম্পদের আলাপ-আলোচনা নিয়ে এ যুগে অনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, দুনিয়া নিয়ে সেখানে কত বাক্যালাপ চলে; কিন্তু আল্লাহর নাম সেখানে নেওয়া হয় না। এসব বৈঠকে গিবত ও পরনিন্দার কর্মযজ্ঞ তো চলে, সে সাথে হারাম খাবারেরও মেলা বসে।

গুনাহ ও অপরাধই হয়ে থাকে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। পার্থিব স্বার্থের জন্য আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, ভালোবাসার মজবুত ভিত্তি নড়বড়ে হওয়া, বছরের পর বছর ধরে ভাইয়ে ভাইয়ে কথা না বলা, ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা, এতিমের মাল ভক্ষণ করতে আল্লাহকে ভয় না করা, মিথ্যা বলে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অপরের জমিন অন্যায়ভাবে দখল করে নেওয়া—এ সবই হয় আসরের সারকথা।

তাদের যে এক সংকীর্ণ গর্তে প্রবেশ করতে হবে, তা তারা একদম ভুলে যায়। তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে সেখানে, ভালো না মন্দ?—এসবের তারা থোড়াই কেয়ার করে! কিয়ামতের কঠিন ভয়াবহতা যে তাদের সামনে, এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই!

---

১০৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ২৪৫

হাসান রহ. বলেন :

'আমার বড়ই আশ্চর্য লাগে এমন মানুষকে দেখলে। কী করে তার এত হাসি পায়! অথচ জাহান্নাম হা করে আছে তার পেছনে! আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হই আনন্দে আত্মহারা ব্যক্তিকে দেখলে। তার এত খুশির কারণ কী? তার পেছনেই যে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু!'[১১০]

দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন, পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত, সম্পদের ধোঁকায় পতিত—এমন কত মানুষকেই তো আমরা দেখি প্রতিনিয়ত। কিন্তু ভাই আমার, এখনো কি সময় হয়নি সঠিক পথে ফিরে আসার?

একটা প্রশ্ন সকাল-সন্ধ্যা আমাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয় :

তবে কি আমরা দুনিয়ার জন্য কোনো কাজ করব না?...

- কেন করব না? অবশ্যই কাজ করব। ইসলাম তো আমাদের কাজের কথা বলে। তবে দুনিয়ার জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে এ অসিয়তটা একটু স্মরণ রাখবেন :

সুফইয়ান সাওরি রহ.-কে একব্যক্তি বলল, 'আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন :

'দুনিয়ার জন্য সে পরিমাণ কাজ করো, যে পরিমাণ সময় তুমি দুনিয়াতে থাকবে। আখিরাতের জন্য সে পরিমাণ আমল করো, যে পরিমাণ সময় তোমাকে সেখানে থাকতে হবে। ব্যস, এটাই তোমার প্রতি অসিয়ত। ওয়াস-সালাম।'[১১১]

এবার হিসাব মিলিয়ে দেখো। দুনিয়াতে তোমাকে কতদিন থাকতে হবে আর কতদিন থাকতে হবে আখিরাতে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মাহর গড় বয়স তো ষাট থেকে সত্তর বৎসর। এর চেয়ে অল্প বয়সেও কত মানুষ মারা যায়! এখানে আমরা বয়সের একটা সাধারণ সংখ্যা ধরলাম। এবার আখিরাতের একটি দিন নিয়ে চিন্তা করে দেখি।

---

১১০. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১/২১২
১১১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/৫৬

কেমন হবে আখিরাতের একটি দিনের দৈর্ঘ্য? প্রশ্নের উত্তর তো আমাদের জানা নেই। কিন্তু কুরআন আমাদের জানাচ্ছে—

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾

'আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।'[১১২]

আখিরাতের একদিন আর দুনিয়ার পুরো জীবন। তুলনা করে দেখো। সমান? নাকি তুলনা করাটাই বোকামি? এবার তুমি নিজেই ঠিক করে নাও, দুনিয়ার জন্য কতটুকু কাজ করা দরকার আর কতটুকু আমল করা দরকার আখিরাতের জন্য? আল্লাহ আমাদের তাঁর রহমতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাঁর অনুগ্রহে আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান। তাওফিক দান করুন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের।

ভাই আমার,

কোনো কর্মচারী সুলতানের নিকট সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আশা করলে, তখন সে লক্ষ করে, কোন কাজটি সুলতানের নিকট পছন্দনীয়? আর সে ওই কাজটিই করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[১১৩]

একইভাবে আমরাও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে চাই, তবে তো আমাদের আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিই করতে হবে। সুতরাং আমরা যারা এখন তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করছি, তাদের জন্য আছে নাজাতের সুসংবাদ। আর যারা ইবাদত করছি না, তাদের জন্যও কিন্তু একটা সুযোগ আছে। তাওবা। হ্যাঁ, তাওবা। তাই দ্রুতই তাওবা করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই। বস্তুত, আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের রিজিক দান করেন, যিনি আমাদের সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং অগণিত নিয়ামত দান করেছেন—তিনিই আমাদের ইলাহ। আমাদের একমাত্র উপাস্য। আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি লজ্জাবোধ ও ভালোবাসা অবশ্যই থাকতে হবে।

---

১১২. সুরা আল-হজ : ৪৭
১১৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৮

শাদ্দাদ বিন আমর বলেন :

'আখিরাত সত্য। সেখানে সর্বশক্তিমান বাদশাহ বিচার করবেন। দুনিয়া অস্থায়ী আবাস। মানুষ ভালো-খারাপ উভয় সুবিধা ভোগ করতে পারে দুনিয়া থেকে। দুনিয়া আনুগত্যশীলদের বিপক্ষেও নয়, অবাধ্যদের পক্ষেও নয়। তোমরা দুনিয়ার জন্য মরিয়া হোয়ো না। কেননা, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এটা কারও হাতে বেশিক্ষণ থাকেও না। আবার দুনিয়াকে একেবারে পরিত্যাগও কোরো না। কেননা, দুনিয়া ছাড়া আখিরাতের পুঁজি অর্জন করা যায় না।'

উবাইদ বিন উমাইর রহ. দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও দুনিয়া গ্রহণের ক্ষতি সম্পর্কে বলেন :

'বান্দার সম্পদ যত বৃদ্ধি পাবে, তার হিসাবও হবে তত কঠিন। যার অনুসরণকারী বেশি হবে, তার সাথে শয়তানের সংখ্যাও বেশি হবে। দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের সাথে সম্পর্ক যত গভীর হয়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তত শিথিল হতে থাকে।'

এ ভয়েই মাসরুক রহ. বলতেন :

'মুমিনের জন্য প্রিয় উপহার হলো তার কবর।'

দুনিয়া ধোঁকার সামগ্রী

পার্থিব জীবন ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন কিংবা ছলনা-বিলাস বৈ কিছু নয়। কামনা-বাসনায় ঘেরা এই জগতের সর্বত্রই ভোগ-বিলাসের নিরন্তর হাতছানি। আর আখিরাত পরিণামফল লাভের অনন্ত এক জগৎ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾

'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং খেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়।'[১১৪]

যেসব মায়া ও মোহ দিয়ে থরে থরে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পৃথিবী ও পার্থিব জীবন আর যেসব কামনা-বাসনা দুনিয়াবিলাসী ও আখিরাতবিমুখ মানুষের পরম আরাধ্য, সেগুলো মৌলিকভাবে সাতটি বস্তুতে সীমাবদ্ধ :

- নারীদের বিমুগ্ধ রূপলাবণ্য ও মোহিনী আকর্ষণ মানুষকে ফেলে দেয় ফিতনার জটিল আবর্তে।
- সন্তান-সন্ততি—পুরুষের সৌন্দর্য, গর্ব ও সম্মানের প্রতীক।
- স্বর্ণরৌপ্য—কামনা-বাসনার মূল চালিকাশক্তি।
- চিহ্নিত অশ্বরাজি—মালিকের মর্যাদা ও গর্বের সম্পদ। শত্রুকে ধাওয়া ও আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার মোক্ষম হাতিয়ার।
- গবাদি পশু—সফরের বাহন ও মালপত্র পরিবহনে ব্যবহার্য। দুধ, গোশত, কাঁচামাল ইত্যাদির উৎস।
- খেত-খামার—মানুষ ও গবাদি পশুর আহার্য, ফলমূল ও ভেষজদ্রব্যের অকৃত্রিম উৎস।

এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনোপকরণগুলো বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা আখিরাতের অন্তহীন সুখ ও অনুপম শান্তির দিকে বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :

﴿ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

---

১১৪. সুরা আলি ইমরান : ১১৪

'বলুন, আমি কি তোমাদের এসব বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে উদ্যানরাজি—যার পাদদেশ দিয়ে বয়ে যায় স্রোতঃস্বিনী। আর তারা সেখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা—তাদের জন্য রয়েছে শুচিশুভ্র সহচরী আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।'[১১৫]

তারপর আল্লাহ তাআলা সেসব বান্দার কথা আলোচনা করেন, যারা আখিরাতে এই অনুপম নিয়ামত ও অনুপমেয় শান্তির অধিকারী হবে। আল্লাহ বলেন :

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾

'যাঁরা বলে, "হে আমার রব, আমরা ইমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ মার্জনা করো এবং আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো।" তাঁরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং শেষ রাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী।'[১১৬] [১১৭]

প্রিয় ভাই,

চলো, উমর রা.-এর এ বাণীটি নিয়ে একটু ভাবি—

'ধ্বংস তার জন্য, দুনিয়া নিয়েই যার আশা। গুনাহ করে যাওয়াই যার কাজ। যে শুধু খাই খাই করে, হারাম-হালাল সব সাবাড় করে পেট মোটা করে। যার বুদ্ধিসুদ্ধি কম। ধ্বংস তার জন্য, দুনিয়া সম্পর্কে যে খুব ভালোই জ্ঞান রাখে; কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে সে একেবারে মূর্খ-গাফিল।'[১১৮]

---

১১৫. সুরা আলি ইমরান : ১৫

১১৬. সুরা আলি ইমরান : ১৬-১৭

১১৭. উদ্দাতুস সাবিরিন : ২০৯

১১৮. আল-আকিবাহ : ৯০

উমর রা. আবু মুসা রা.-এর নিকট প্রেরিত চিঠিতে লেখেন—

> 'আখিরাতের জন্য দুনিয়াবিমুখতার চেয়ে উত্তম কোনো আমল আপনি পাবেন না।'

دَعِ الْحِرْصَ عَلَى الدُّنْيَا * وَفِيْ الْعَيْشِ فَلَا تَطْمَعْ

فَلَا تَجْمَعْ مِنَ الْمَالِ * فَمَا تَدْرِيْ لِمَنْ تَجْمَعْ

فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُوْمٌ * وَسُوْءُ الظَّنِّ لَا يَنْفَعْ

فَقِيْرٌ كُلُّ ذِيْ حِرْصٍ * وَغَنِيٌّ كُلُّ مَنْ يَقْنَعْ

> 'ত্যাগ করো দুনিয়ার যত লোভ, যত লালসা—ঝেটিয়ে বিদায় করো মন থেকে ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা। ধন সঞ্চয়ের ধান্দা ছাড়ো। কার জন্য গড়ছ সম্পদের এই পাহাড়? রিজিক তো বণ্টন হয়ে গেছে। বাজে চিন্তায় কী লাভ হবে তোমার? মনে রেখো, লোভীরা চিরকাল ফকিরই থেকে যায় আর অল্পে তুষ্ট লোক কখনই দরিদ্র হয় না।'[১১৯]

মানুষ দুনিয়া পরিত্যাগ করতে চায় না। জুহদ অবলম্বন করতে আগ্রহী হয় না। ভাবখানা যেন এমন—'আমি দুনিয়ার সবই গ্রহণ করব। পাশাপাশি সময় পেলে আখিরাতের জন্য কিছু আমল করে নেব। তাহলে তো আমি জান্নাতে প্রবেশ করব।' এ যে তাদের ভীষণ ভয়ংকর এক চিন্তাধারা।

আবু হাজিম রহ. বলেন :

> 'দুনিয়ার সকল পছন্দনীয় কর্ম ও প্রিয় বস্তু তুমি পরিত্যাগ করলে। এবার কি তুমি দুনিয়ার হবে? যদি এমনই হয়, তবে তো হয়ে গেল। যদি এমনটা না হয়, তবে দুনিয়াদারির হাজার ভাগ হতে এক ভাগ ছেড়ে দিলেই কীভাবে তুমি জান্নাতে যাবে বলে আশা করো? তোমার নিকট জান্নাতের আমল কষ্টকর মনে হয়, তাই হাজার করণীয় হতে

---

১১৯. বুসতানুল আরিফিন : ১৫

একটি করেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার কীভাবে আশা করো?'[১২০] দুনিয়ার হাজার ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করলে যেমন কাউকে দুনিয়াদার বলা হয় না, তেমনই জান্নাত লাভের জন্য করণীয় কর্মের হাজার ভাগের এক ভাগ করলেও জান্নাতে যাওয়ার আশা করা যায় না।'

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন :

'আল্লাহর প্রতি বান্দার ভয় ততটুকু হবে, আল্লাহ সম্পর্কে যতটুকু তার জ্ঞান থাকবে। আখিরাতের প্রতি তার আগ্রহ ততটুকু হবে, দুনিয়ার প্রতি যতটুকু তার অনাগ্রহ থাকবে।'[১২১]

হাসান রা. বলেন :

'দুনিয়াতে যারা নিজেদের আমলের হিসাব নেয়, চিন্তা ও কর্মের বিশুদ্ধতা যাচাই করে; তারপর যেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় সেগুলোকে বহাল রাখে, যেগুলো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়, সেগুলো পরিত্যাগ করে—আখিরাতে তাদের হিসাব সবচেয়ে সহজ হবে। আর যারা দুনিয়ায় যথেচ্ছভাবে চলে, আমলের কোনো পরোয়া করে না—কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব খুব কঠিন হবে। আল্লাহর দরবারে তারা নিজেদের পাপের বড় স্তূপ দেখতে পাবে।' এরপর হাসান রা. তিলাওয়াত করলেন—

﴿ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

'তারা বলবে, "হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি, সবই তো এতে রয়েছে।" তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।'[১২২]

---

১২০. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১/৮৫
১২১. আস-সিয়ার : ৮/৪২৬
১২২. সুরা আল-কাহফ : ৪৯

ফসল কাটার সময় হলে চাষী অনুভব করে, এগুলো তার চেষ্টা-মেহনতের ফল, এমনিতে আসেনি। সে নিজের মেহনতকে ফসলের মাঝে দেখতে পায়। তেমনিভাবে আমরা এখানে আখিরাতের জন্য যে আমলগুলো করি, সেগুলো কিয়ামতের দিন—যেদিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে, যেদিন দুগ্ধদানকারিণী মা তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ভুলে যাবে, গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটাবে, আমলনামা আকাশে উড়বে—সে ভীষণ ভয়ের দিনে সে নিজের আমলনামা দেখতে পাবে। যদি কেউ পাপী হয়, তবে সে ভীত হবে তার পাপের বিশাল পাহাড় দেখে। যদি কেউ সৎ হয়, তবে সে আনন্দিত হবে তার নেকির বিশাল পাহাড় দেখে।

সালমান বিন দিনার রহ. বলেন :

> 'যে আমলটি তোমার সাথে আখিরাতে থাকাকে তুমি পছন্দ করো, তা আজই পাঠিয়ে দাও। আর যে কর্মটি তোমার সাথে আখিরাতে থাকাকে তুমি অপছন্দ করো, তা আজই পরিত্যাগ করো।'[১২৩]

এ দুনিয়া আমলের স্থান। কিন্তু আগামীকাল দুনিয়ার সূর্য অস্তমিত থাকবে। উদিত হবে কিয়ামত দিবসের সূর্য। আখিরাত হলো হিসাব গ্রহণ ও বিনিময় দেবার স্থান। যে পাপ করেছে, তাকে তার হিসেব দিতে হবে। যে উত্তম কাজ করেছে, তাকে তার হিসেব দিতে হবে। কিন্তু আমরা নিশ্চয় উত্তমটাই চাইব, তাই আমাদের উচিত—নিজেদের সংকল্পকে দৃঢ় করা, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া এবং পাথেয় সংগ্রহ করা।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. অসিয়ত করে বলেন :

> 'রাত অনেক দীর্ঘ। বেঘোরে ঘুমিয়ে সেটাকে খাটো করে ফেলো না। বরং আমলে তার সদ্ব্যবহার করো। দিন অনেক স্বচ্ছ। গুনাহ দিয়ে এ স্বচ্ছতাকে নোংরা করে ফেলো না।'

দুনিয়াতে তেমনই হও, যেমন হয় মুসাফির। দুনিয়াতে আমাদের অবস্থানের চেয়ে মৃত্যুর সফর অধিক সত্য। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কোনো অবকাশ থাকে না, সংবাদ দেওয়া হয় না আগে থেকে।

---

১২৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১৬৬

শুমাইত বিন আজলান রহ. বলেন :

‘মৃত্যু যার চোখের সামনে থাকে, যে সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণে রাখে—দুনিয়ার সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার পরোয়া সে করে না।’[১২৪]

মুহাম্মাদ বিন সুকাহ রহ. বলেন :

‘আমরা এমন দুটি কাজ করি, যদিও অনেক সময় আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের আজাব দেন না; তবুও তা করে আমরা আজাবের উপযুক্ত হয়ে পড়ি। কাজ দুটি হলো :

১. পার্থিব কোনো বিষয়ে প্রবৃদ্ধি ঘটলে আমরা যতটা খুশি হই, দ্বীনি উন্নতিতে ততটা খুশি কখনো হই না।

২. পার্থিব কোনো ক্ষতি হলে আমরা কত চিন্তিতই না হয়ে পড়ি, অথচ দ্বীনি কোনো ক্ষতিতে এতটা চিন্তিত হই না।’[১২৫]

আমাদের অবস্থা হলো, টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলতে একটু ঘাটতি আসলে আমরা খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু নামাজের জামাআত ছুটে গেলে একটুও চিন্তিত হই না। একটু মাথা নেড়ে ভুলে যাওয়ার কথা বলে আফসোসও যে করব, সে মূল্যবোধও আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় না।

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি’ রহ. একজনকে বললেন :

‘জান্নাতে কাউকে কাঁদতে দেখলে তুমি কি খুব আশ্চর্য হবে না?’

- হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

- ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হাসে আর আখিরাতের কথা ভুলে যায়, তার অবস্থা এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক।’[১২৬]

---

১২৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৪২
১২৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৪
১২৬. আল-ইহইয়া : ৩/১৩৭

সাইদ বিন মাসউদ রহ.-এর কথাটি আজ অনেকের ক্ষেত্রে ফলে যাচ্ছে, তিনি বলেন :

'যখন তুমি কাউকে দেখবে—তার দুনিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আখিরাত হ্রাস পাচ্ছে, আর সে তাতে সন্তুষ্টও; তবে সে চরম প্রতারণার শিকার। তার চোখের সামনেই তাকে নিয়ে খেলা চলছে, অথচ সে টেরই পাচ্ছে না!'[১২৭]

تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ

إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيْشُ إِلَى الْفَجْرِ

فَكَمْ مِنْ فَتًى أَضْحَى وَأَمْسَى ضَاحِكًا

وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِيْ

وَكَمْ مِّنْ صِغَارٍ يُرْتَجَى طُوْلُ عُمْرِهِمْ

وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ

وَكَمْ مِّنْ عَرُوْسٍ زَيَّنُوْهَا لِزَوْجِهَا

وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْعُرْسِ

'যত দ্রুত পারো গুছিয়ে নাও তোমার পাথেয়। জানো না তুমি, আগামীকালের সূর্যোদয় তুমি দেখবে কি না। কত যুবক হেসে-খেলে পাড়ি জমায় সকাল থেকে সন্ধ্যায়। এদিকে বোনা হয়ে গেছে তার কাফন, সে তার কিছুই জানে না। কত কিশোর স্বপ্ন দেখে দীর্ঘ জীবনের। কত শিশুর দেহ মিশে যায় কবরের ধুলোয়। কত নববধূ সেজেগুজে আসে স্বামীর গৃহে—ভোর না হতেই হারিয়ে যায় সে চির অজানার দেশে।'

'দুনিয়াটা এমনই। চারদিকে ধোঁকার ছড়াছড়ি। তাই যথাসম্ভব বেঁচে থাকতে হবে প্রতারণা থেকে। দুনিয়ার নিরাপত্তায়ও লুকিয়ে থাকে বিপদের শঙ্কা।

---

১২৭. মুকাশাফাতুল কুলুব : ১৫৭

দুনিয়ার আশাগুলো মরুভূমির ধূসর মরীচিকা। পার্থিব জীবন বড়ই তুচ্ছ। এর স্বচ্ছতায়ও মিশে থাকে পঙ্কিলতা। মাথার ওপর সর্বক্ষণ ঝুলে থাকে আশঙ্কার তরবারি। বিপদে পতিত হওয়ার দৃশ্য এখানে খুবই স্বাভাবিক। যেকোনো সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে যেকোনো নিয়ামত কিংবা দুয়ারে কড়া নাড়তে পারে মৃত্যুর ফেরেশতা সফরের পরোয়ানা হাতে।'[১২৮]

আবু হুরাইরা রা. আমাদের অবস্থার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> 'তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছ। তোমরা এমন বিষয়ের আশা করছ, যা পাওয়ার নয়। এমন খাবারের স্তূপ করছ—যা খেতে পারবে না। এমন দালানকোঠা নির্মাণ করছ, যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে না।'[১২৯]

আবু হাজিম রহ. বলেন :

> 'আমাকে যা দান করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে যদি আমাকে নিরাপদ রাখা হয়, তাহলে আমাকে যা দেওয়া হয়নি, তা না থাকার কারণে আমি অসন্তোষ বোধ করি না।'[১৩০]

আবু মিহরাজ আত-তাফাবি রহ. বলেন :

> 'যুবক বয়সে আমাদের এক দাসীকে আমি আমার স্বল্প আয়ের অভিযোগ করেছিলাম। সে আমাকে বলেছিল, "দুনিয়া তালাশের চাইতে অল্পতুষ্টির গুণ অবলম্বন করুন। অনেককেই দুনিয়ার পেছনে পড়তে দেখেছি; তবে খুব কমই সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে।" আবু মিহরাজ রহ. বলেন, "অল্পতুষ্টির গুণ অবলম্বন করার ক্ষেত্রে তার কথার বরকত আমি এখনো অনুভব করি।"'

---

১২৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৩৬
১২৯. আহমাদ রহ. কৃত আজ-জুহদ : হাদিস নং ৬১৮
১৩০. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ১২১

শুআইব বিন হারব রহ. বলেন :

‘যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, সে যেন লাঞ্ছনা বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আর যে লাঞ্ছনা বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, সে লাগামহীন হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টিতে হালাল-হারামের পার্থক্য থাকে না। সে হয়ে পড়ে পুরোদস্তুর বস্তুবাদী। দুনিয়াই হয় তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।’

দুনিয়ার প্রতি মানুষের প্রবল আসক্তি দেখে আবু হাজিম রহ. বলেন :

‘তোমরা জুতা ছিঁড়ে যাওয়াকে যেভাবে ভয় করো, সেভাবে যদি দ্বীনের ক্ষতি হওয়াকে ভয় করতে! তবুও তা আমার প্রিয় ছিল।’

দুনিয়া কষ্টের আর আখিরাত প্রতিদানের

‘মহানিয়ন্ত্রক প্রভু আল্লাহ তাআলা আখিরাতকে বানিয়েছেন প্রতিদান দেওয়ার স্থান। সেখানে কেউ ভালো প্রতিদান পাবে, কেউ-বা কাতর হবে শাস্তির যন্ত্রণায়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে বানিয়েছেন ধৈর্যধারণ, পাথেয় অর্জন ও প্রস্তুতি গ্রহণের স্থান। প্রস্তুতি গ্রহণ করা মানে কেবল পুনরুত্থানের জন্য প্রস্তুতি নয়; বরং জীবনের জন্যও কিছু প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ, এ জীবনই আখিরাতের মুক্তি ও শান্তি অর্জনের মাধ্যম। দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত।’[১৩১]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

‘হে আদমসন্তান, তুমি দুনিয়াকে এমনভাবে কামনা করছ, যেন দুনিয়া ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই। আর আখিরাতকে এমন ভঙ্গিতে তলব করছ, যেন আখিরাতের খুব একটা দরকার নেই। অথচ, তুমি না চাইলেও দুনিয়া তোমার প্রয়োজনমাফিক পেয়ে যাবে। কিন্তু আখিরাতকে অবশ্যই চেয়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কি একটু বুদ্ধি খাটাতে পারো না?’[১৩২]

---

১৩১. আল-ইহইয়া : ২/৬৯
১৩২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/৯৩

ইয়াহইয়া রহ. বলেন :

'দুনিয়া পরিত্যাগ করা কঠিন। জান্নাত অর্জন করা আরও বেশি কঠিন। আর জান্নাতের মোহরানা হলো দুনিয়া পরিত্যাগ করা।'[১৩৩]

আমরা কি এই মোহরানা জোগাড় করেছি? আমরা তো এই দুনিয়ার মাঝেই মত্ত হয়ে আছি! অথচ আমরা জানি, সুখের পরে দুঃখ আসে, শান্তির পরে অশান্তি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন :

'প্রত্যেক আনন্দের পরে দুঃখ আছে। কোনো ঘর যখন খুশি-আনন্দে ভরপুর হয়, কিছুদিন পর সে ঘরে হানা দেয় দুঃখ-কষ্ট।'[১৩৪]

জনৈক সালাফ বলেন :

'হে আদমসন্তান, দুনিয়ায় তোমার অংশের প্রতি তুমি মুখাপেক্ষী হলেও আখিরাতে তোমার অংশের প্রতি তুমি এর চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী। যদি দুনিয়ার অংশের প্রতি বেশি গুরুত্ব দাও, তাহলে আখিরাতের অংশ হারিয়ে ফেলবে। তার সাথে আশঙ্কা আছে দুনিয়ার অংশটাও হারিয়ে ফেলার। তখন হারাবে একূল-ওকূল সবটাই। পক্ষান্তরে, যদি আখিরাতের অংশের প্রতি গুরুত্ব দাও, তখন দেখবে—দুনিয়ার অংশও তোমার পক্ষে চলে এসেছে। তাই দুনিয়া ও আখিরাতকে এভাবে বিন্যাস করে নাও।'[১৩৫]

---

১৩৩. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১/৮৫
১৩৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ১৫
১৩৫. ফাজায়িলুজ জিকর, ইবনুল জাওজি রহ. : ১৯

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর প্রতি হাসান বসরি রহ.-এর চিঠি

'সালাত ও সালামের পর,

দুনিয়া প্রস্থান করার স্থান, অবস্থান করার জায়গা নয়। আদম আ. পৃথিবীতে এসেছিলেন শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকুন, হে আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়া থেকে সংগ্রহযোগ্য পাথেয় হলো, দুনিয়াবিমুখতা; দুনিয়াতে প্রাচুর্য হলো এর দারিদ্র্য। প্রতিটি মুহূর্তে তার কোলে কেউ না কেউ লাশ হচ্ছে। যে তাকে সম্মান করে, সে তাকে লাঞ্ছিত করে। যে তাকে সঞ্চয় করে, সে তাকে অভাবী বানায়। দুনিয়া বিষের মতো, মানুষ না জেনে সুস্থ হওয়ার জন্য খায়; অথচ এটা তার মৃত্যু। রোগী যেমন পথ্য খায়, আপনিও দুনিয়া থেকে ততটুকু গ্রহণ করুন। আর দুনিয়ার বিপদকে আপনার রোগের ওষুধ মনে করে সবর করুন—মানুষ যেমন রোগব্যাধি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় তিক্ত ওষুধ খায়।

এই কপট, ধোঁকাবাজ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন। প্রতারণা দিয়েই দুনিয়া নিজেকে সজ্জিত করেছে। ধোঁকা দিয়েই সে মানুষকে ফিতনায় ফেলে এবং অন্তরে আশা জাগিয়ে প্রবঞ্চিত করে। সে সবার কামনা-বাসনার পাত্র হতে চায়। তাই সে বিয়ের কনের মতো সেজেগুজে বসে থাকে। তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, অন্তর আসক্ত হয়। হৃদয় তাকে পেতে পাগলপারা হয়। সে তার সব স্বামীদের হত্যা করে। অবশিষ্টরা পূর্বের স্বামীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে যখন দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়, সে নসিহত কবুল করে।

দুনিয়াসক্ত লোক দুনিয়ার সুখ পেয়ে বিভ্রান্ত হয়, নাফরমানিতে লিপ্ত হয় এবং আখিরাতকে ভুলে যায়। দুনিয়ার মোহে পড়ে তার আকল বিকল হয়ে যায়। ফলে তার পদস্খলন ঘটে। পরিণামে সে লজ্জিত হয়। আফসোস করা ছাড়া তার উপায় থাকে না। অবশেষে ভয়াল মৃত্যু তার

সমূহ যন্ত্রণা নিয়ে হাজির হয়। দুনিয়া হারানোর বেদনা তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। হাজারো আশা-আকাঙ্ক্ষা ভারী করে তোলে তার বুক। আগামী জীবনে পথচলার কোনো পাথেয় তার হাতে থাকে না। ফলে নিঃস্ব অবস্থায় সে পরপারে পাড়ি জমায়।

দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন, হে আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়া বেশ আনন্দের, আবার আশঙ্কারও। কেননা, যখনই আপনি প্রসন্ন হবেন, নতুন সমস্যা এসে আপনাকে বিষণ্ন করে তুলবে। আজকের সুখী মানুষটির আগামীকালে দুঃখের শেষ থাকে না। দুঃখের পরেই এখানে সুখ পাওয়া যায়। এই স্থায়িত্ব খুব শীঘ্রই অস্থায়িত্বে রূপ নেয়। সুতরাং দুনিয়ার হাসি-আনন্দ নির্ভেজাল নয়—এতে দুঃখ-বেদনার মিশেল থাকে। দুনিয়াতে যা একবার হারিয়ে যায়, তা আর পাওয়া যায় না। যা ভবিষ্যতে পাওয়া হবে, তা তড়িঘড়ি করে চাইলে পাওয়া যায় না—অপেক্ষা করতে হয়। দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষাগুলো মিথ্যে, প্রত্যাশাগুলো অর্থহীন। দুনিয়ার বিশুদ্ধতায়ও থাকে দূষণের উৎপাত, শান্তিতেও থাকে অশান্তির হা-হুতাশ।

আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়ার ব্যাপারে কিছু নাও বলতেন, কোনো উপমাও যদি পেশ না করতেন, তবুও তো দুনিয়ার নির্মম বাস্তবতা মানুষদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলত, গাফিলদের সতর্ক করে দিত। অথচ, আল্লাহ তাআলা কত সতর্ককারী পাঠিয়েছেন, কত নসিহতকারী প্রেরণ করেছেন!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দুনিয়ার ধনভান্ডারের সমস্ত চাবি পেশ করা হয়েছিল, তিনি গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাআলা যা ঘৃণা করেন, তাকে ভালোবাসতে তিনি রাজি হননি। আল্লাহ তাআলা যাকে তুচ্ছ করেছেন, তাকে তিনি মর্যাদা দেননি। আল্লাহ তাআলা নেককারদের পরীক্ষাস্বরূপ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাঁর দুশমনদের জন্য তা বিস্তৃত করে দেন। তারা ভাবে, সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্মানিত করেছেন। তারা বুঝতে পারে না, সম্পদ তাদের প্রতারিত করছে। তারা ভুলে যায়, আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব পেটে পাথর বেঁধেছিলেন।

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, দুনিয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ভালোবাসার বস্তু নয়। তাঁর শত্রুরাই দুনিয়াকে ভালোবাসে। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে বলেন :

﴿ يَا مُوسَى ، إِذَا رَأَيْتَ الْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ : ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ﴾

'হে মুসা, যখন ধনাঢ্যতাকে তোমার দিকে আসতে দেখবে, তখন বলবে, "পাপ আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করছে!" আর যখন দারিদ্র্যকে তোমার দিকে আসতে দেখবে, তখন বলবে, "স্বাগতম হে নেককারদের প্রতীক।"'[১৩৬]

ভাই আমার, দুনিয়া তোমার সামনে কাউকে গিলে নিচ্ছে।...আর আখিরাতের সূর্য তোমাকে ভয় দেখিয়ে এগিয়ে আসছে।... কেমন অবস্থা এখন তোমার?

এ গমনাগমনকে তুমি কীভাবে দেখো?

আমরা সালমান রা.-এর অবস্থাটা দেখি। এমন মুহূর্তে কেমন ছিল তাঁর অবস্থা? মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে বলা হলো, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবি হয়েও মৃত্যুর সময় আপনি কাঁদছেন!'

তিনি বললেন :

'দুনিয়া হারানোর আফসোস কিংবা তার অনুরাগের কারণে আমি কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এ কারণে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট একটি অঙ্গীকার রেখেছিলেন। কিন্তু আমরা সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারিনি। সে অঙ্গীকার ছিল, দুনিয়াতে আমাদের সম্পদ হবে একজন মুসাফিরের সম্পদের পরিমাণ। কিন্তু এগুলো...' এ বলে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তির দিকে তাকালেন। অথচ, তাঁর সেই

---

১৩৬. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩৩১

সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিশ দিরহাম থেকে ত্রিশ দিরহামের সামান্য বেশি![137] এ সামান্য সম্পদ থাকার কারণেও তাঁর এত ভয়!

'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা। দুনিয়া এক অন্ধকার রাত্রি। দুনিয়া অন্বেষণকারী সমুদ্রের পানি পানকারীর ন্যায়—যতই সে পান করে, ততই তার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়।'[138]

দুনিয়াভোগের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। নেই কোনো থামার স্থান। অল্পতুষ্টি, দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহর বণ্টনের ওপর সন্তুষ্টি ও রাত-দিন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দুনিয়াকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়।

মালিক বিন দিনার রহ. বলেন :

> 'দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে সুস্বাদু বস্তুটির স্বাদ তারা আস্বাদন করতে পারেনি।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'সেই সুস্বাদু বস্তুটি কী?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহর পরিচয় লাভ করা।'[139]

মৃত্যুকালে নেককার বান্দাদের অনেক নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত দেখায়। কিন্তু যারা দুনিয়াতে হালাল-হারামের ব্যবধানের প্রতি কোনো তোয়াক্কা করে না, দুনিয়ার চাকচিক্যের পেছনে যারা দৌড়ায়, মৃত্যুকালে তারা খুব বিচলিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আবু দারদা রা. বলেন :

> 'দুনিয়াতে যদি তিনটি বিষয় না থাকত, তবে আমি জমিনের ওপরে থাকার চেয়ে জমিনের নিচে চলে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করতাম।
>
> ১. যদি এখানে এমন ভাইয়েরা না থাকত, যারা আমাকে উত্তম ও সুমিষ্ট কথা শোনায়।

---

১৩৭. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন : ১১৯

১৩৮. আস-সিয়ার : ৫/২৬৩

১৩৯. মাদারিজুস সালিকিন : ২/২৩৩

২. যদি আল্লাহর সিজদা করতে গিয়ে আমার কপাল ধুলোমিশ্রিত হওয়া না থাকত।

৩. যদি জিহাদে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা কাটানোর সুযোগ না থাকত।'[১৪০]

উহাইব বিন ওয়ারদ রহ. বলেন :

'জুহদ হলো পার্থিব কোনো বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে আফসোস না করা এবং পার্থিব কোনো বস্তু হাতে আসলে আনন্দিত না হওয়া।'[১৪১]

দুনিয়া তিন দিনের সমষ্টি মাত্র

দুনিয়া মাত্র তিনটা দিনের সমষ্টি।

১. বিগত দিন : যা আর কখনো ফিরে আসবে না।

২. আজকের দিন : যাকে কাজে লাগিয়ে মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

৩. আগামী দিন : যা আসবে কিন্তু এ নিশ্চয়তা নেই যে, তুমি থাকবে কি না। সেদিন আসার আগেই হয়তো তুমি ওপারে চলে যাবে দুনিয়া ছেড়ে।

তাই দুনিয়াতে তুমি যে পরিশ্রম বা প্রচেষ্টাই চালাও, তা যেন হয় আখিরাতের জন্য। কেননা, দুনিয়া থেকে তোমার কৃত আমল ছাড়া আখিরাতে আর কিছুই পৌছবে না। সুতরাং এখানে অধিক সম্পদ জমা করার চিন্তায় বিভোর হয়ো না। যা তোমার সাথে যাবে না, তার জন্য কেন করবে এত কষ্ট-সাধনা? এমন কিছুর পেছনে পড়ো না। এর চেয়ে বরং আখিরাতের জন্য পাথেয় অর্জনে অধিক মনোযোগী হও।'[১৪২]

'একান্ত বাধ্য হলেই তবে দুনিয়া অর্জন করবে। চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় সব সময় আখিরাতের স্মরণ রেখো। আখিরাতের কাজগুলো যেন

---

১৪০. আজ-জুহদ : ১৯৮

১৪১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৪০

১৪২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৩৮

হয় স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে। তাই দুনিয়াতে জীবনযাপন করো একজন মুসাফিরের ন্যায়। মৃত্যু তোমাকে এমনভাবে নিয়ে যাবে, ওখান থেকে তুমি আর ফিরতে পারবে না।'[১৪৩]

হাসান রহ. বলেন :

> 'দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে বেঁচে থাকো। এ দুনিয়া ব্যস্ততায় জর্জরিত। ব্যস্ততার একটা দুয়ার খুললেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে আরও দশটা দুয়ার।'[১৪৪]

আমরা কোনো দুনিয়াদার প্রভাবশালী ও নেতা গোছের মানুষ দেখলেই—যদিও সে বেনামাজি—তাকে খুব সম্মান করি। সভা-সমাবেশে তার জন্য আসন ছেড়ে দিই। কিন্তু এসব দুনিয়াদারের প্রতি হাসান রহ. এর মূল্যায়ন দেখুন—

> 'তার সামনে একজন দুনিয়াদার প্রভাবশালী ব্যক্তির আলোচনা করা হলো। এরপর তিনি বলেন, (তার আলোচনা এখানে করার কী প্রয়োজন? সে এমন কী হয়ে গেল?) না দুনিয়া তার জন্য বাকি থাকবে, না বাকি থাকবে সে দুনিয়ার জন্য। দুনিয়া থেকে সেও নিরাপদ নয়। একটু সমীহ করবে তো দূরের কথা; দুনিয়া তাকে গণনার মধ্যেও আনে না। জীবন-সময় শেষ হলে কাপড় পেঁচিয়ে দুনিয়া থেকে তাকে বের করে দেওয়া হবে... ।'[১৪৫]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে কারও কথায় আমি এতটুকু উপকৃত হইনি, যতটুকু হয়েছি আলি বিন আবি তালিব রা.-এর কথায়। তিনি আমার নিকট চিঠি লিখলেন—

> "সালাম নিবেদনের পর,
>
> মানুষ এমন জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হয়, যা পেলে তার কোনো লাভ হতো না। আর এমন জিনিস পাওয়ার কারণে

---

১৪৩. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন : ১২২

১৪৪. আজ-জুহদ, ইবনুল মুবারক : ১৮৯

১৪৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৪৪

আনন্দ প্রকাশ করে, যা না পেলেও তার কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু আপনি তখনই আনন্দিত হবেন, যখন আখিরাতের জন্য উপকারী হবে এমন কোনো বিষয় আপনি অর্জন করবেন। আর তখনই আফসোস করবেন, যখন আখিরাতের কোনো কিছু আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে। পার্থিব কোনো বস্তু অর্জিত হলে বেশি আনন্দিত হবেন না। আপনার সকল চিন্তাভাবনা যেন মৃত্যুপরবর্তী চিরন্তন জীবনের জন্য হয়।"'[১৪৬]

কোন চিন্তায় বিভোর হবো আমরা?

বলা হয়, জীবিত মানুষের চিন্তা পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ। এবং এ পাঁচটিতে তাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রথমত, অতীতের গুনাহসমূহের চিন্তা। কেননা, সে তো গুনাহ করে ফেলেছে। আর আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ ক্ষমা করেছেন কি না, তা তার জানা নেই। তাই তার উচিত হবে, সব সময় গুনাহসমূহ নিয়ে চিন্তিত থাকা। আল্লাহর কাছে এ অতীত গুনাহ মাফ করে দেওয়ার ক্ষমা চাইতে থাকা।

দ্বিতীয়ত, অনেক ভালো আমল তো সে করেছে, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়েছে কি না, তা তো আর জানা নেই। তাই আমল কবুল হওয়ার চিন্তায় চিন্তিত থাকা।

তৃতীয়ত, বিগত জীবন যেভাবে হোক কেটে গেছে। এখন সামনের জীবনটা কীভাবে কাটাবে, এ নিয়ে চিন্তিত থাকা।

চতুর্থত, আল্লাহ তাআলা দুটি আবাস সৃষ্টি করেছেন। একটি জান্নাত, আরেকটি জাহান্নাম। এ দুটি থেকে তার আবাস কোনটি হবে, তা নিয়ে চিন্তা করা।

পঞ্চমত, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট, এ নিয়ে চিন্তিত থাকা।

এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে যে সব সময় চিন্তা করবে, তার মুখ ফুটে হাসি বেরোনো বড় দায়।[১৪৭]

---

১৪৬. আল-ইকদুল ফারিদ : ৩/৮৪
১৪৭. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১/২১৩

ইবরাহিম তাইমি রহ. বলেন :

> 'সালাফ ও তোমাদের মাঝে কতই না ব্যবধান! দুনিয়া তাদের নিকট আসতে চেয়েছে, কিন্তু তারা এর থেকে পালিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে, দুনিয়া তোমাদের পিঠ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে, আর তোমরা তার পেছনেই ছুটছ...।'[১৪৮]

আবু জার গিফারির হৃদয় জাগানিয়া ভাষণ

আবু জার গিফারি রা. কাবার নিকট দাঁড়িয়ে বলেন :

'হে লোকসকল, আমি জুনদুব আল-গিফারি। তোমরা তোমাদের এ কল্যাণকামী ভাইয়ের নিকটে এসো!' তাঁর এ আহ্বান শুনে লোকেরা সমবেত হলো। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোথাও সফর করার ইচ্ছে করে, তখন এর জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করে নেয় কি না?'

লোকেরা বলল :

'অবশ্যই নেয়।'

তিনি বললেন :

'আখিরাত তো তোমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। তাই আখিরাতের উদ্দেশ্যে তোমাদের এ সফরের জন্য যথার্থ পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।'

লোকেরা বলল :

'যথার্থ পাথেয় কোনটি?'

তিনি বললেন :

'তোমরা হজ করো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির জন্য। রোজা রাখো, যদিও গ্রীষ্মকালের দীর্ঘতম দিন হোক। কবরের ভয়ে রাতের অন্ধকারে

---

১৪৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৯০, আস-সিয়ার : ৫/৬১

দু'রাকআত নামাজ পড়ো। যেকোনো উত্তম কথা বলো। খারাপ কথা না বলে চুপ থাকো। তবেই তোমাদের আখিরাতের জন্য পাথেয় উত্তম হবে। তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে সদাকা দাও, এর মাধ্যমে বিপদ-মুসিবত ও কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। দুনিয়াকে তোমরা দুটি কাজের স্থান বানাও :

১. হালাল রিজিক অর্জন করা।

২. আখিরাতের কল্যাণ অন্বেষণ করা।

এ দুটি ছাড়া অন্য বিষয়গুলো তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, বরং অন্য বিষয়গুলো ক্ষতিরই কারণ হবে। তোমরা তোমাদের সম্পদকে দুভাগে ভাগ করবে। একভাগ ব্যয় করবে পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে, আরেকভাগ আখিরাতের জন্য পাঠিয়ে দেবে দ্বীনিকাজে ব্যয় করার মাধ্যমে।'

প্রিয় ভাই, সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করো, দুনিয়াতে যে ছিল অঢেল সম্পদের মালিক। চিন্তা করে দেখো তো, দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় সে কি কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছে?

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের অবস্থার পার্থক্য বর্ণনা করে হাসান বসরি রহ. বলেন :

'আমি এমন লোকদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি, যারা পার্থিব কোনো বস্তু অর্জিত হলে খুশি হতেন না। আবার পার্থিব কোনো বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে সেটা অর্জন করার চেষ্টা করতেন না। দুনিয়াটা তাদের কাছে মাটির চেয়েও তুচ্ছ ছিল। তাদের কেউ কেউ তো পঞ্চাশ-ষাট বছর এভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন যে, কখনো কোনো কাঁথা বা কম্বল গায়ে জড়াননি। চুলায় হাঁড়ি চড়াননি। শোয়ার সময় মাটি ও তার পিঠের মাঝে কোনো কিছুই ছিল না। সরাসরি মাটিই ছিল তাদের বিছানা। ঘরের কাউকে কোনো দিন খাবার তৈরি করতে তারা বলেননি। ভুলেননি রাতের বেলা নামাজে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দিতে। তারা পায়ে ভর করে দাঁড়াতেন আর নিজ চেহারাকে মাটির সাথে বিছিয়ে দিতেন।

তাদের কপাল বেয়ে প্রবাহিত হতো অশ্রুধারা। আল্লাহর দরবারে নাজাতের দুআ করতে থাকতেন তারা। কোনো ভালো আমল করতে পারলেই তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। দুআ করতেন কবুল হওয়ার জন্য। আর কখনো গুনাহ করে ফেললে খুবই বিষণ্ন হতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকতেন। কেননা, গুনাহ থেকে বাঁচা ও কৃত গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো মাগফিরাত (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা)। আল্লাহ তাআলা সেসব পুণ্যবান লোকের ওপর রহম করুন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'[১৪৯]

আমার ভাই, কোথায় আমরা আর কোথায় তাঁরা!? তাদের সাথে কি আমাদের তুলনা চলে!?

আমরা দুনিয়ার মজাদার ও উপভোগ্য বিষয় তালাশ করি। কষ্টকর বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকি। এ যে চরম বেহাল দশা। আমরা এমনই। কিন্তু আবু দারদা রা. কেমন ছিলেন? তিনি বলেন :

'দারিদ্র্য আমাকে আল্লাহর প্রতি বিনম্র হতে শেখায়; তাই আমি দারিদ্র্যকে ভালোবাসি। মৃত্যু আমাকে আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষী হতে শেখায়; আমি তাই মৃত্যুকে ভালোবাসি। রোগ আমার নিকট প্রিয়; কারণ, রোগ আমার গুনাহ মুছে দেয়।'[১৫০]

দুনিয়া, যদিও এটি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট; তবুও আখিরাতে যাওয়ার পথ তো এটিই। জান্নাত কিংবা জাহান্নাম, এ দুটির কোনো একটিতে প্রবেশের রাস্তা। সুতরাং দুনিয়াতে আমাদের এমন কাজ করতে হবে, যা আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে জান্নাতে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ

১৪৯. আল-ইহইয়া : ৪/২৩৯
১৫০. আজ-জুহদ : ২১৭

يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ

'তোমাদের আগের লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়। তার কোনো ভালো আমল পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেনদেন করত। সে ছিল সচ্ছল, তাই দরিদ্র লোকদের ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য নিজের কর্মচারীদের সে নির্দেশ দিত।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ বললেন, "ক্ষমা করার ব্যাপারে আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।"'[১৫১]

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন :

'তিনটি আমল খুবই কঠিন।

১. সম্পদ কম থাকাবস্থায় দান করা।

২. একাকী নির্জন সময় দ্বীনদারি রক্ষা করা।

৩. কারো প্রতি আশা ও ভয় থাকা সত্ত্বেও তার সামনে সত্য কথা বলা।'[১৫২]

হাসান বসরি রহ. বলেন :

'কিয়ামতের দিন সবাই ব্যস্ত থাকবে নিজ নিজ চিন্তায়। যে ব্যক্তি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকে, সে উক্ত বিষয়টিরই নাম নেয়। যার আখিরাত তৈরি হয়নি, তার দুনিয়াও বরবাদ হলো। যে দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার দুনিয়াও বরবাদ হলো আখিরাতও বরবাদ হলো।'[১৫৩]

দুনিয়াতে তুমি সফরে আছ। একদিন এ সফরের ইতি ঘটবে। কাফেলা পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। তখন তুমি দেখলে, পাথেয় যে সাথে আনা হয়নি!

---

১৫১. সহিহুল বুখারি, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৫৬১; শব্দ সহিহ মুসলিমের।
১৫২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৫১
১৫৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৪৪

অথচ কাফেলার অন্যরা ঠিকই এনেছে! তখন তোমার লজ্জিত-অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। তাই সময় থাকতে তাকওয়ার পাথেয় অর্জনে মনোযোগ দাও।

ভাই আমার, তাঁরা কোথায় আর আমরা কোথায়!?

হাফস আল-জুফি রহ. বলেন :

> 'দাউদ তায়ি রহ. তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চারশ দিরহাম পেয়েছিলেন। সেগুলো দিয়ে তিনি ত্রিশ বছর জীবন কাটিয়েছেন। যখন তাও ফুরিয়ে গেল, তখন তার ছোট্ট ঘরটির ছাদ ভেঙে বিক্রি করতে শুরু করলেন।'[১৫৪]

উমর বিন আইয়ুব রহ. বলেন :

> 'আবু শা'সা (জাবির বিন জায়িদ) রহ. বলেন, "হে উমর, দুনিয়ার সম্পদ হিসেবে আমার নিকট শুধু একটি গাধা আছে।"'[১৫৫]

সালাফে সালিহিন দুনিয়ার সম্পদ কম রাখতেন যেন হিসাব সহজ হয়। অথচ, আমরা নিজ জীবনকে শেষ করে ফেলি শুধু সম্পদ বাড়ানোর জন্য। কত আশা আমাদের মনে—আমার এ হবে, আমার সে হবে!

বড়ই আশ্চর্য লাগে! মৃত্যু অনিবার্য সত্য জানার পরেও কী করে মানুষ এতটা আনন্দিত হতে পারে? জাহান্নাম সত্য—এ বিশ্বাস পোষণ করার পরেও কী করে মানুষ হাসতে পারে? দুনিয়া তার অধিবাসীদের সাথে এত ধোঁকাবাজি করে, তারপরও কী করে মানুষ তার মাঝে স্বস্তি অনুভব করে? তাকদির সত্য জানার পরেও কেন মানুষ অহেতুক এত কষ্ট করে?[১৫৬]

رَأَيْتُ الدَّهْرَ مُخْتَلِفًا يَدُوْرُ * فَلَا حُزْنٌ يَدُوْمُ وَلَا سُرُوْرُ

وَقَدْ بَنَتِ الْمُلُوْكُ بِهِ قُصُوْرًا * فَلَمْ تَبْقَ الْمُلُوْكُ وَلَا الْقُصُوْرُ

---

১৫৪. আস-সিয়ার : ৭/৪২৪
১৫৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৮৯
১৫৬. আল-ইহইয়া : ৩/২২৪

'কত চক্কর লাগিয়েছি আমি ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে। কাছ থেকে দেখেছি মানুষের জীবন—না দুঃখ, না আনন্দ কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। কত রাজ-রাজড়া তৈরি করেছে কত বিলাসী প্রাসাদ। কিন্তু আজ কোথায় সেই রাজা আর কোথায় সে প্রাসাদ!'[১৫৭]

দুনিয়াতে আমরা খেল-তামাশার মধ্যেই মত্ত হয়ে আছি। একটি বারও কি আমাদের কানে এসেছে বিলাল রহ.-এর এ কথাটুকু? তিনি বলেন :

'হে মুত্তাকিগণ, নিঃশেষ করার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাদের স্থানান্তর করা হবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। যেভাবে তোমরা এসেছ পিতার পৃষ্ঠ থেকে মায়ের গর্ভে, সেখান থেকে দুনিয়ার বুকে। একইভাবে তোমাদের দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরে, হাশর থেকে চিরস্থায়ী জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১৫৮]

আমাদের জীবনের একেকটি স্তর এরকম। এমনই কয়েকটি স্তর ইতিপূর্বে আমরা অতিক্রম করে এসেছি। পিতার পৃষ্ঠ থেকে মায়ের গর্ভে। মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়ার বুকে। সফরের এ স্তরগুলো আমাদের শেষ হয়েছে। এখন আমরা পরবর্তী স্তরে পৌঁছার অপেক্ষায়। সে স্তরটির নাম কবর। তবে আফসোস! আমরা নিজের জীবনটাই ধ্বংস করে চলছি অলসতা, বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশে ডুবে থেকে। অথচ, আমাদের সামনে প্রতীক্ষমাণ কবর ও হাশর! এরপর স্থায়ী একটি অবস্থানে প্রবেশ। সে অবস্থান হয়তো চিরসুখের নীড় জান্নাত, নয়তো চিরশাস্তির গর্ত জাহান্নাম। কী যে ভীষণ বিপদ আমাদের সামনে! অথচ আমরা ডুবে আছি নিশ্চিন্তে গাফিলতির মাঝে।

আবু বকর মাররুজি রহ. বলেন :

'একদিন আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁকে বললাম, "সকাল কেমন হলো?"

---

১৫৭. দিয়ানুল ইমাম আলি : ১০০

১৫৮. আস-সিয়ার : ৫/৯১

তিনি বললেন :

"কেমন হবে তার সকাল? যার প্রতিপালক ফরজ আদায়ের আদেশ দিচ্ছেন। যার নবি সুন্নাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার গুরুত্বারোপ করছেন। যার দুই কাঁধের ফেরেশতা বিশুদ্ধ নিয়ত ও সহিহ পদ্ধতিতে আমল করার আহ্বান জানাচ্ছেন... কিন্তু তার নফস প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চাচ্ছে, ইবলিস চাইছে অশ্লীলতায় ডুবাতে, মালাকুল মাওত তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। পরিবার-পরিজন ভরণপোষণ চাইছে। এমন অবস্থায় সকাল কেমন আর হবে?"'[১৫৯]

আবু দামরাহ রহ. সাফওয়ান বিন সুলাইম রহ. সম্পর্কে বলেন :

'আমি সাফওয়ানকে কাছ থেকে দেখেছি। যদি তাকে বলা হতো, আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে। তবুও বৃদ্ধি করার মতো তার কোনো আমল অবশিষ্ট থাকত না।'[১৬০]

জনৈক সালাফ বলেন :

'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে অপছন্দ করার দাবি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মিথ্যাবাদী, যতক্ষণ না নিজ দাবিকে সে সত্য প্রমাণ করে। অতঃপর দাবি সত্য প্রমাণিত করলেও সে পাগল।'[১৬১]

সালাফের এমন উক্তির কারণ হলো, দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত। এখান থেকেই ইবাদত ও নেক আমল করে নিতে হয়। এখন যদি সে দুনিয়া অন্বেষণকারী হয়, তবে তার দুনিয়াকে অপছন্দ করার দাবিটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর যদি সে আখিরাত অন্বেষণকারী হয়, তবে যে জায়গাটা আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ ও আমলের স্থান, সেটাকে অপছন্দ করা পাগলামি নয় কি?

---

১৫৯. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ : ৩৫৫
১৬০. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৩৪
১৬১. সাইদুল খাতির : ২১২

জনৈক প্রাজ্ঞজন বলেন :

'মানুষ কীভাবে দুনিয়াতে আনন্দ-উল্লাসে মগ্ন হয়, যেখানে দিন মাসকে ক্ষয় করে, মাস ক্ষয় করে বছরকে, বছর ক্ষয় করে জীবনকে!? দুনিয়াতে মানুষ কী করে আনন্দিত হয়, যেখানে তার জীবনই তাকে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে!?'[১৬২]

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন :

'বড়ই আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করার পরও তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়!'[১৬৩]

প্রিয় ভাইয়েরা,

'পুনরুত্থান ও হাশরের দিন কী হবে—সেটা নিয়ে চিন্তা করো! কমিয়ে ফেলো ঘুম ও নিদ্রার দৈর্ঘ্য! যে আমলগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, কিয়ামতের মাঠে ও মিজানের (আমল পরিমাপ করার পাল্লা) নিকট তার কড়া মাশুল দিতে হবে! কিয়ামতের দিন যেন আফসোসের না হয়, সে চিন্তা করতে হবে। সেদিন একদল যাবে জান্নাতে, আরেকদল জাহান্নামে। একদল উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে থাকবে, আরেকদল নামতে থাকবে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে। তোমাদের আর এগুলোর মধ্যে একটা কথাই আড়াল হয়ে আছে, "অমুক মারা গেছে।" এ কথাটি যখন বলা হবে, ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে তোমার পরবর্তী জীবনের পরিক্রমা।

হে মৃত অন্তরের অধিকারী, হে সময় বিনষ্টকারী! তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো অন্তর ও সময়। যদি তুমি সময়কে নষ্ট করো খেল-তামাশায়, অন্তরকে ধ্বংস করে ফেলো অবহেলায়; তাহলে নিশ্চিত তুমি বঞ্চিত হবে সব ধরনের কল্যাণ থেকে। হারিয়ে ফেলা কোনো বস্তুর জন্য যদি তোমার কাঁদতে হয়, তবে কাঁদো হেলায় কাটিয়ে দেওয়া অবসর সময়গুলোর জন্য! আর যদি কারও মৃত্যুর জন্য কাঁদতে হয়, তবে কাঁদো তোমার মৃত অন্তরের জন্য!'[১৬৪]

---

১৬২. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩৮১

১৬৩. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৯৫

১৬৪. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৪১৪

এ দুনিয়াতে আমরা আছি চলমান অবস্থায়। অবিরাম আমাদের সফর চলছে আখিরাতের পানে। তবুও আমরা সময় হেলায় নষ্ট করছি! দিনগুলো ব্যয় করছি কেমন আমলহীনভাবে! অনবরত তুচ্ছ দুনিয়ার নগণ্য বস্তুর পেছনে দৌড়ে হাঁপিয়ে উঠছি! যেন দুনিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব!

হাতিম রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে আপনি ভিত্তি বানিয়েছেন?'

উত্তরে তিনি বললেন :

'তাওয়াক্কুল অর্জনে আমি চারটি কাজ করি—

১. আমি বিশ্বাস করি, আমার রিজিক কেউ খেয়ে ফেলবে না; তাই এদিক দিয়ে আমি আশ্বস্ত থাকি।

২. আমি জানি, আমার কাজ আমাকেই করতে হবে, অন্য কেউ করে দেবে না; তাই আমার কাজ নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকি।

৩. আমি জানি, মৃত্যু সহসা এসে আমাকে পাকড়াও করবে; তাই আমি মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকি।

৪. আমি জানি, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি আড়ালে নই; তাই আমি তাঁকে লজ্জা করি সব সময়।'[১৬৫]

আল্লাহ তাআলা সকল ধনীর চেয়ে ধনী। তিনিই সকল মাখলুককে রিজিক দান করেন। যার যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি দান করেন। তাই রিজিক তালাশ করতে গিয়ে এমন কাজ করা একদম উচিত নয়, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

---

১৬৫. আস-সিয়ার : ১১/৪৮৫; ওয়াফিয়াতুল আইয়ান : ২/২৭

মুমিনের চিন্তাভাবনা

'মুমিনমাত্রই সকল চিন্তাভাবনা হবে আখিরাতের জীবন নিয়ে। আখিরাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে তার সকল কর্ম। এমন হলেই তবে মুমিনের দুনিয়ার বিষয়গুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে আখিরাতের কথা। যে ব্যক্তি যে কাজ করে, সর্বত্র সেই কাজের চিন্তাই তার মাথায় ঘুরপাক খায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ঘরে যদি একজন কাপড়-ব্যবসায়ী প্রবেশ করে, প্রথমেই তার নজর যাবে ঘরের বিছানাপত্রে। কত দামে এগুলো কেনা হলো? এগুলোর মান কেমন?—এসব বিষয়েই সে প্রশ্ন করবে। এভাবে সেখানে কাঠমিস্ত্রি প্রবেশ করলে তার নজর যাবে ঘরের ছাদে। রাজমিস্ত্রি লক্ষ করবে দেয়ালের দিকে। আর তাঁতি দৃষ্টিপাত করবে ঘরের বিভিন্ন সুতি কাপড়চোপড়ের দিকে। একইভাবে মুমিন যখন কোনো অন্ধকার দেখে, তখন তার মনে পড়ে যায় কবরের অন্ধকারের কথা। দুর্দশাগ্রস্ত কাউকে দেখলে মনে পড়ে আখিরাতের শাস্তির কথা। কর্কশ কোনো শব্দ শুনলে শিঙায় ফুৎকারের কথা চিন্তা করে। কাউকে ঘুমোতে দেখলে মনে পড়ে কবরের মৃত ব্যক্তিদের বিষয়। সুন্দর-মজাদার কিছু দেখলে জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে ভাবে। মোটকথা, যে যেটা নিয়ে ব্যস্ত, সব জায়গায় সে উক্ত বিষয়টির চিন্তায় থাকে। মুমিনের ব্যস্ততা যেহেতু আখিরাত নিয়ে, তাই আখিরাতের কথাই তার মনে পড়ে সবখানে।'[১৬৬]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন :

> 'রাতদিন তোমরা আখিরাতের উদ্দেশে সফরের মধ্যে আছ। হাতে সময় তোমাদের খুবই কম আর তোমরা যে আমল করছ, তার পরিমাণও বেশি নয়। যেকোনো মুহূর্তে সহসা মৃত্যু তোমাদের নিকট এসে যেতে পারে। দুনিয়াতে যে ভালো আমলের চাষ করবে, আখিরাতে সে ভালো ফসল (প্রতিদান) পাবে। আর যে খারাপ আমলের চাষ করবে, আখিরাতে সে ফসল হিসেবে লজ্জাই পাবে। কারণ, চাষী যা চাষ করে, সে ফসলই সে পায়।

---

১৬৬. সাইদুল খাতির : ৫২১

অলস-অকর্মণ্য লোক কিছুই অর্জন করতে পারে না। আর লোভী ব্যক্তি শত লোভ করলেও যা তার তাকদিরে নেই, তা কখনোই লাভ করতে পারবে না। (তাই অলস বসে থেকে শুধু শুধু লোভ আর আশা করলে কিছু পাওয়া যাবে না।) যে আল্লাহর জন্য উত্তম আমল করে, আল্লাহ তাকে ভালো প্রতিদান দেন। যে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে বিরত থাকার তাওফিক দান করেন। মুত্তাকিগণ সর্দার আর ফকিহগণ নেতা। তাদের সান্নিধ্যে ইমান-আমল বৃদ্ধি পায়।'[১৬৭]

আলি রা.-কে দুনিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলা হলে তিনি বলেন :

'সংক্ষেপে বলব, না বিস্তারিত?'

লোকেরা বলল :

'সংক্ষেপেই বলুন।'

তখন তিনি বললেন :

'দুনিয়া হলো এমন, যার হালাল ও বৈধ বিষয়সমূহ সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। আর হারাম ও অবৈধ বিষয়গুলো সোজা জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে।'[১৬৮]

সিয়ার আবুল হিকাম বলেন :

'দুনিয়া নিয়ে আনন্দ করা ও আখিরাত নিয়ে চিন্তা করা, এ দুটি কোনো বান্দার অন্তরে একত্রিত হয় না। বান্দা যখন এর একটিকে অন্তরে স্থান দেয়, অন্যটি তখন চলে যায়।'

আবু দারদা রা. তাঁর জাহিলি জীবন ও ইসলামি জীবনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

'জাহিলি যুগে আমি একজন ব্যবসায়ী ছিলাম। যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো, ইবাদতের পাশাপাশি আমি ব্যবসা চালিয়ে গেলাম।

---

১৬৭. আস-সিয়ার : ১/৪৯৭

১৬৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ২৪৩

কিন্তু দুটিকে একত্র করা আর সম্ভব হলো না। তাই যখন ইবাদত ও ব্যবসার মাঝে সংঘর্ষ বাধল, তখন ইবাদতের প্রতি আমি মনোনিবেশ করে ব্যবসাকে পরিত্যাগ করলাম।'

নিঃসন্দেহে তিনি কামিয়াব। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে তিনি কুরবান করে দিয়েছিলেন, আল্লাহর রহমত ও চিরস্থায়ী সম্মানের ঘর জান্নাত লাভের আশায়।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, জীবনোপকরণ অর্জন করা একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, দুনিয়া অর্জনই যেন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান না হয়। ইসলাম বৈধ জাগতিক কাজকর্মের প্রতি উৎসাহিত করে। তবে এর জন্য শর্ত হলো, নিয়ত বিশুদ্ধ হতে হবে এবং আমানত, ইখলাস-সহ অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন :

> 'যে দুনিয়া কামনা করে, তার আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যে আখিরাত কামনা করে, তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হে মুসলিম জাতি, চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতিকে বরদাস্ত করো।'

আজ আমাদের ভাবনা ও ব্যস্ততার সবটা জুড়ে আছে দুনিয়া। দুনিয়া নিয়েই আমাদের যত আয়োজন, যত আলোচনা। আমাদের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিও এখন দুনিয়া। এর বাস্তব উদাহরণ হলো, আমার এক প্রতিবেশী—যিনি উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা। তার ঘরে যখন গানের আসর হয়, তখন দর্শনার্থীদের প্রচুর ভিড় জমে। কিন্তু যেদিন বিরতি থাকে, সেদিন হাতে-গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ তার সাক্ষাতে আসে না। এখানে প্রথম দিন যারা আসে, তারা দুনিয়ার স্বার্থেই আসে। আর বিরতির দিন যারা আসে, তারা আসে দ্বীনের স্বার্থে। সত্যিকারের ভালোবাসার স্বার্থে তারা এ লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে; কিন্তু এমন লোকদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

বস্তুত, দুনিয়াপ্রীতি হলো এক ধরনের বস্তুবাদী চেতনা। যা বর্তমানকালের অন্যতম সামাজিক ব্যাধি। মৌখিকভাবে যদিও আমরা অনেকে দুনিয়ার নিন্দা করি, কিন্তু আমাদের কাজকর্মে ঠিকই দুনিয়ার ভালোবাসা প্রকাশ

পায়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশে ঘেঁষার প্রবণতা অনেকের মধ্যে আছে; অথচ তারা জানতেও পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না যে, খানিক আগে তারাই কিন্তু উপদেশ দিয়েছিল দুনিয়াবিমুখতার, এখন সেই তারাই দুনিয়ার ভালোবাসায় দুনিয়া ধরে ঝুলে আছে।

হাসসান বিন আবু সিনান রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

> তিনি একটি কক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'এটা কখন বানানো হয়েছে?' এই প্রশ্নটি করার পরপরই তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কী প্রয়োজন ছিল এ বেহুদা প্রশ্ন করার? দাঁড়াও, এর জন্য তোমার শাস্তি হলো, এক বছরের রোজা।' এরপর তিনি এক বছর রোজা রেখেছেন। আহ! আমাদের সালাফে সালিহিন অতি সাধারণ একটি প্রশ্নের জন্যও কত আফসোস করতেন! আর আমরা কত অনর্থক-অপ্রয়োজনীয় কাজ করে যাচ্ছি প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে! আমরা যদি নিজেদের কল্যাণই চাই, তবে তো হাসসান রহ.-এর মতোই নিজেদের শাস্তি দেওয়া উচিত। তবে এবার তো গুনে দেখতে হবে, এক বছরে এ জন্য কয়টা রোজা রাখতে হবে আমাদের। কিন্তু একটা রোজা রেখেও হয়তো আমরা নিজেদের শাস্তি দেবো না বা দেবার মানসিকতাও কেউ রাখি না। যাহোক, এটা না পারলেও অন্তত অনথর্ক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা নিয়ে এগুলোকে আমরা বর্জন করি।

আমরা সালাফে সালিহিনের জীবনীর দিকে লক্ষ করি না। আমাদের দৃষ্টি পড়ে আছে দুনিয়াদারদের দিকে! অথচ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।'[১৬৯]

---

১৬৯. সুরা তহা : ১৩১

যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তাভাবনা থেকে নিজের অন্তরকে মুক্ত রাখে, আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দেয় এবং প্রস্তুতি নেয় পুনরুত্থান দিবসের—সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। হাম্মাদ বিন আবু সালামাহ রহ. কে যদি বলা হতো,

> 'আগামীকাল আপনি মারা যাবেন।' এ কথা শুনেও তিনি আমল বাড়াতে পারতেন না। কারণ, তাঁর সকল সময়ই কাটত আমলের মধ্যে।[১৭০]

চিরস্থায়ী আবাসস্থল

'একটু গভীরভাবে চিন্তা করো, জান্নাত হচ্ছে চিরস্থায়ী। পবিত্র আবাসস্থল। তার সুখ ও স্বাদ অফুরন্ত। মন যা চাইবে, সেখানে তা-ই পাওয়া যাবে। এমন এমন নিয়ামত সেখানে রয়েছে, কোনো চোখ যা দেখেনি, কোনো কান যা শোনেনি, কোনো অন্তরেও আসেনি যার কল্পনা। এ নিয়ামতগুলো কখনো ফুরাবে না। এসবের মূল্যও কমবে না কোনোদিন। জান্নাতে বসবাসের সময়কাল হাজার হাজার বছর নয়, কোটি কোটি বছরও নয়, হাজার কোটি বছরও নয়! বরং সে জীবন যে অসীম, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী; যার কোনো ইতি নেই।

তবে জান্নাত লাভ করতে হলে আগে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য হলো আমাদের এ দুনিয়ার জীবন। কত ছোট এই জীবন! একশ বছরের বেশি নয়। এই একশ বছরও কজনের হয়? একশ থেকে পনেরো কেটে যায় শৈশবের দুষ্টুমিতে। সত্তরের পরের ত্রিশ পেলেও, সে সময়টা শেষ হয়ে যায় বিছানায় কাতরাতে কাতরাতে। বাকি সময়টার অর্ধেক আবার চলে যায় ঘুমে ঘুমে। এরপর যতটুকু সময় থাকে, তাতেও আছে খাওয়া-দাওয়া ও জীবিকা অর্জনের দৌড়ঝাঁপ। সবকিছু বাদ দিয়ে অল্প যে সময়টা হাতে থাকে, এতটুকু সময় কি আমরা ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করতে পারি না? এ অল্প সময়ের বিনিময়ে কি আমরা চিরস্থায়ী জান্নাত কিনে নিতে পারি না? তবে আফসোস, আমরা অল্প সে সময়টাও ব্যয় করি দুনিয়ার জন্য, নষ্ট করে ফেলি বিভিন্ন অশ্লীল ও পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে! এভাবে

---

১৭০. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২০৩

শরিয়াহবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে আমরা লোকসান করে বসি মহালাভজনক ব্যবসায়। আসলে এটা আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ইমান না থাকার কারণেই হয়।'[১৭১]

হাসান রহ. বলেন :

> 'দুনিয়া মুমিনের জন্য খুব উত্তম স্থান। কারণ, সে এখানে দুনিয়ার জন্য অল্প কাজ করে এবং জান্নাতলাভের জন্য অধিক পরিমাণে পুণ্য সংগ্রহ করে নেয়। পক্ষান্তরে, কাফির ও মুনাফিকের জন্য এ দুনিয়া খুবই খারাপ স্থান। তারা এখানে দুনিয়ার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করতে থাকে, কিন্তু অবশেষে জাহান্নামের পাথেয় নিয়ে এখান থেকে বিদায় নেয়।'[১৭২]

ভাই আমার, কোথায় আমরা, আর কোথায় তাঁরা?

আনাস বিন ইয়াজ রহ. বলেন :

> 'আমি সাফওয়ানকে কাছ থেকে দেখেছি। যদি তাকে বলা হতো, আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে। তবুও তার বৃদ্ধি করার মতো কোনো আমল অবশিষ্ট থাকত না।'[১৭৩]

তিনি প্রায় সকল ইবাদতই নিয়মিত করতেন। তাই কিয়ামতের কথা বলা হলে অতিরিক্ত কোনো ইবাদত করার মতো সময় ও সুযোগ পেতেন না।

আমরা এমন এক দুনিয়ার মধ্যে বসবাস করি, যার বয়স সীমিত। যার আনন্দ দুঃখভারাক্রান্ত। যার নিয়ামতগুলো নশ্বর, ধ্বংসশীল। আবু হাজিম রহ. দুনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

> 'দুনিয়াতে যা অতীত হয়ে গেছে, সেগুলো ছিল স্বপ্ন। আর সামনে যা বাকি আছে, সেগুলো হলো বৃথা আশা।'[১৭৪]

---

১৭১. সাইদুল খাতির : ৪৫২
১৭২. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১২৮
১৭৩. সাইদুল খাতির : ২৫
১৭৪. আল-ইকদুল ফারিদ : ৩/১২০

يَا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَبَهْجَتِهَا * وَلَا تَنَامُ عَنِ اللَّذَّاتِ عَيْنَاهُ

أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِيْمَا لَسْتَ تُدْرِكُهُ * تَقُوْلُ لِلّٰهِ مَاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ

'দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হে মানব! সুখ ও সমৃদ্ধির উদগ্র বাসনা কেড়ে নিয়েছে তোমার ঘুম। জীবন তো বরবাদ করে দিলে ধূসর মরীচিকার পেছনে ছুটে। কাল যখন প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে—কী জবাব দেবে তাঁকে?'[১৭৫]

জনৈক বিজ্ঞ লোক বলেন :

'চারটি জিনিস খুঁজতে গিয়ে আমি ভুল পথ অবলম্বন করেছি। আমি ধন-সম্পদের মধ্যে প্রাচুর্য খুঁজেছি, কিন্তু তা আছে অল্পতুষ্টির মধ্যে। আমি আধিক্যের মধ্যে প্রশান্তি খুঁজেছি, কিন্তু তা আছে স্বল্পতার মধ্যে। আমি মাখলুকের কাছ থেকে সম্মান তলব করেছি, অথচ তা আছে তাকওয়া অবলম্বনে। আমি খাবার ও পোশাকে নিয়ামত অন্বেষণ করেছি, কিন্তু তা আছে গোপনীয়তা ও ইসলামের মধ্যে।'[১৭৬]

প্রিয় ভাই, তুমিও নিশ্চয় এ চারটি বিষয় খুঁজছ। কিন্তু খোঁজার ক্ষেত্রে কোন পথ ধরেছ? ভুল করছ না তো? ভুল পথে যাচ্ছে না তো তোমার পদক্ষেপ?

আতা খোরাসানি রহ. বলেন :

'আমি তোমাদের দুনিয়াবি কোনো বিষয়ের উপদেশ দেবো না। তোমরা আগ থেকে এ বিষয়ে উপদেশপ্রাপ্ত। দুনিয়ার প্রতি তোমাদের লোভাতুর দৃষ্টি তা-ই বলে। তবে আমি তোমাদের উপদেশ দেবো আখিরাতের ব্যাপারে, তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। দুনিয়াকে এমনভাবে অনুভব করো, যেন তা থেকে তুমি বিদায় নিয়েছ। কেননা, আল্লাহর কসম, তুমি এখান থেকে অবশ্যই বিদায় নেবে। মৃত্যুকে এমনভাবে কল্পনা করো,

---

১৭৫. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ২৮২

১৭৬. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১২৮

যেন তার স্বাদ তুমি আস্বাদন করেছ। কেননা, আল্লাহর কসম, তুমি তার স্বাদ অবশ্যই আস্বাদন করবে। আখিরাতকে এমনভাবে দেখো, যেন তুমি তাতে উপনীত হয়েছ। কারণ, আল্লাহর কসম, তুমি অবশ্যই আখিরাতে উপনীত হবে।'[১৭৭]

শাকিক আল-বালখি রহ. বলেন :

'লোকেরা এমন তিনটি কথা বলে, যা তাদের কাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলে, আমরা আল্লাহর দাস; কিন্তু কাজ করে স্বাধীন মানুষের মতো, এটা তাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলে, আল্লাহ আমাদের রিজিকের জিম্মাদার; কিন্তু তারা দুনিয়া ও তার তুচ্ছ বিষয়ের পেছনে ছোটা ছাড়া রিজিক নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, এটাও তাদের কথার বিপরীত। তারা বলে, একদিন তো অবশ্যই মরতে হবে; কিন্তু তারা কখনো মরবে না—এমন ভাব নিয়ে জীবন পার করে, এটাও তাদের কথার বিপরীত।'[১৭৮]

ইবরাহিম তাইমি রহ. বলেন :

'কল্পনায় আমি আমার মনকে জান্নাতে ঘুরিয়ে আনলাম। তাকে জান্নাতের ফল খাওয়ালাম, নদী থেকে পান করালাম, আলিঙ্গন করালাম জান্নাতি হুরদের সাথে। তারপর মনকে নিয়ে গেলাম জাহান্নামে। জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত জাক্কুম ফল খাওয়ালাম, পুঁজ পান করালাম, জাহান্নামের শিকল ও বেড়ি দিয়ে বাঁধলাম। ... তারপর বললাম, এ মুহূর্তে কী চাও তুমি? সে বলল, আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; যেন উত্তম আমল করে জান্নাতে আসতে পারি। তখন আমি বললাম, তাহলে তোমার আশা বাস্তবায়ন করার জন্য নেক আমল করো।'

১৭৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৫১
১৭৮. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৩৫

আখিরাত আসন্ন...

আলি রা. তাঁর এক খুতবায় বলেন :

> 'সতর্ক হও, দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে বিদায়ের। আখিরাত আসন্ন। ঘোষণা দিয়েছে বরণ করে নেওয়ার। সতর্ক হও, আজকের দিনটা (বর্তমান সময়) হলো ঘোড়দৌড়ের ময়দান। আগামীকাল (সামনের সময়) হলো প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত। দৌড়ের শেষ গন্তব্য হচ্ছে মৃত্যু।
>
> তোমরা এখন যে সময়ের মধ্যে আছ, এটাই সুযোগ। এর পেছনে আছে মৃত্যু, যা এ জীবনের একটি পরম সত্য। সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি মৃত্যু আসার আগে আগে আমল করবে, তার সে আমল কাজে আসবে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যু আসার আগে আগে সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমল করেনি, বৃথা আশায় সে নিজেরই ক্ষতি করেছে; তার এ মন্দ আমল নিশ্চয় তার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'[১৭৯]

দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

> 'দুনিয়াতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ হচ্ছে না। আখিরাতের জন্যও আমরা আমল করছি না। আর কিয়ামতের দিন আমাদের কী অবস্থা হবে, তাও জানি না। এই হলো আমাদের অবস্থা।'[১৮০]

আমরা দুনিয়ার নিয়ামত পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে আছি। যেভাবেই হোক, আমরা পেতে চাই দুনিয়াবি নিয়ামত। কিন্তু আবু হাজিম সালামা বিন দিনার রহ. কী বলেন দেখুন, তিনি বলেন :

> 'দুনিয়ার কোনো নিয়ামত পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াকে-ই আমি আল্লাহর বড় নিয়ামত মনে করি। কেননা, আমি দেখেছি, যে জাতিকে দুনিয়ার নিয়ামত অধিক দেওয়া হয়েছে, তারা ধ্বংস হয়েছে।'[১৮১]

---

১৭৯. আল-আকিবাহ : ৬৪

১৮০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১০/৫৬

১৮১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩৩

আমরা কি দুনিয়ার প্রাচুর্য দেখে আবু হাজিম রহ.-এর মতো ভীত হই—না খুশি হই? আমরা জানি না, আমাদের জন্য আখিরাতে কী প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে! অথচ, আমরা খুশিতে আত্মহারা হচ্ছি দুনিয়ার প্রাচুর্যে!

জুননুন মিসরি রহ. বলেন :

> 'শরীর অসুস্থ হয় ব্যথা ও জখমে। অন্তর অসুস্থ হয় গুনাহ ও পাপে। সুতরাং শরীর অসুস্থ হলে যেমন খাবারের স্বাদ পাওয়া যায় না, তেমনই গুনাহ করলে অন্তরে ইবাদতের স্বাদ অনুভূত হয় না।

প্রিয় ভাই,

দুনিয়া যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকবে, দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার অংশগ্রহণ থাকবে, প্রতিটি বিনিয়োগে তোমার অংশ থাকবে—তখন তোমার নামাজে খুশুখুজু কীভাবে আসবে? কখন পাবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসমূহ আদায় করার সময়? জিকিরের মাধ্যমে তোমার জিহ্বা সিক্ত করার অবকাশই-বা মিলবে কীভাবে?

যারা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে রেখেছেন, তাদের অবস্থা দেখো, তাদের জীবন কতটা ভারসাম্যপূর্ণ? তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত হলো দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন। তুমিও এমন জীবন পাবে, যে জীবনে কোনো চিন্তা থাকবে না, থাকবে না কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। ইবাদত-বন্দেগির জন্য পাবে অখণ্ড অবসর।

মাদা বিন ইসা রহ. বলেন :

> 'কেউ কোনো জিনিসের আশা করলে তা অন্বেষণ করে। কোনো জিনিসকে ভয় পেলে তা থেকে পলায়ন করে। আর কোনো বস্তুকে ভালোবাসলে তাকে অন্য বস্তুর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।'

উবাই বিন কা'ব রা. বলেন :

> 'জীবিত ব্যক্তির প্রতি কেবল সে বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হবে, যে বিষয়ে তুমি ঈর্ষান্বিত হও মৃত ব্যক্তির প্রতি।'[১৮২]

---

১৮২. বুসতানুল আরিফিন : ১১১

মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন বিষয়ে আমরা ঈর্ষা করে থাকি? মৃত ব্যক্তি নিজের সাথে কেবল নিয়ে যেতে পারে নিজের আমলটাই। তাই আমাদের ঈর্ষা হবে তার নেক আমল, উত্তম জিকির ও দীর্ঘ ইবাদত-বন্দেগি করার তাওফিকের প্রতি। সাধারণত আমরা এ বিষয়গুলোতে মৃতদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হই। কা'ব রা.ও আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, যেন আমরা জীবিতদের এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈর্ষান্বিত হই।

একব্যক্তি মুআজ বিন জাবাল রা.-কে বলল, 'আমাকে ইলম শেখান।'

তিনি বললেন, 'তুমি কি আমার অনুসরণ করবে?'

লোকটি বলল, 'আমি আপনার অনুসরণ করতে উৎসাহী।'

তিনি বললেন :

> 'তবে কিছু দিন রোজা রাখো, কিছু দিন রোজা ছাড়া কাটাও। নামাজ পড়বে। ঘুমাবে। হালাল উপার্জন করবে। তবে গুনাহ করবে না। পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না। আর সাবধান থাকবে মজলুমের বদদুআ থেকে।'[১৮৩]

বিশর বিন হারিস রহ. বলেন :

> 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে অবশ্যই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি জুহদ অবলম্বন করে, সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে।'[১৮৪]

সালমান ফারসি রা. বলেন :

> 'তিন ব্যক্তির অবস্থা দেখে আমি এতই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, আমার হাসি চলে এসেছে। আর তিনটা বিষয় আমাকে এতটা উদ্বিগ্ন করেছে যে, আমি কেঁদে ফেলেছি। যে তিন ব্যক্তির কাজে আমি আশ্চর্য হয়েছি, তারা হলো :

---

১৮৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৪৯৬

১৮৪. আস-সিয়ার : ১/৪৭৬

১. দুনিয়া নিয়ে যে চিন্তায় বিভোর, ওদিকে মৃত্যু তাকে খুঁজছে।

২. যে গাফিল হয়ে আছে, অথচ মৃত্যু তার থেকে গাফিল নয়।

৩. হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি। সে হাসছে, অথচ সে জানে না—আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট।

আর যে তিনটি বিষয় আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে, সেগুলো হলো :

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচ্ছিন্নতা। (তাঁর মৃত্যু।)

২. প্রিয়জনদের বিদায়।

৩. এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, যখন আমি জানি না যে, আমার ব্যাপারে কি জান্নাতের ফয়সালা হবে, না জাহান্নামের।'[১৮৫]

হারিম বিন হাইয়ান রহ.-কে বলা হলো,

'আমাকে অসিয়ত করুন।'

তিনি বললেন :

'অসিয়ত করার মতো কিছু আমার নেই, তবে তোমাকে সুরা নামলের শেষাংশের নসিহত করছি।'

সুরা নামলের শেষের কয়েকটি আয়াত হলো :

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ • وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ • إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ • وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ • وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ﴾

---

১৮৫. আল-আকিবাহ : ৬৪

'যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা নিরাপদ থাকবে গুরুতর অস্থিরতা থেকে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সবকিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই। এবং আমি যেন কুরআন পাঠ করে শোনাই। অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আরও বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অচিরেই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফিল নন।'[১৮৬]

হাম্মাদ রহ. দাউদ তায়ি রহ.-কে বলেন :

'হে আবু সুলাইমান, আমি দুনিয়ার অল্প সম্পদের ওপর সন্তুষ্ট। তিনি বললেন, "আমি কি আপনাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না, যিনি এর চেয়ে কম সম্পদের ওপর সন্তুষ্ট? তিনি হলেন সে ব্যক্তি, যিনি দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।"'[১৮৭]

প্রিয় ভাই, সালাফে সালিহিন এমনই ছিলেন, আর আমাদের অবস্থা কেমন!

আবু দাউদ সিজিসতানি রহ. বলেন :

'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর মুখ থেকে দুনিয়াবি কোনো আলোচনা কখনো শুনিনি।'

কিন্তু আমাদের অবস্থা হচ্ছে, সর্বদা দুনিয়াই হয়ে থাকে আমাদের আলোচনা ও চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। দুনিয়াই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। দুনিয়া আমাদের অন্তরে গেড়ে বসেছে। কী করলে এবং কোন পন্থা অবলম্বন করলে লাভ

---

১৮৬. সুরা আন-নামল : ৮৯-৯৩
১৮৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৪১

বেশি হবে, এই একটা ভাবনাই আছে আমাদের! কোথাও পার্থিব কোনো বস্তু দেওয়ার ঘোষণা আসলে সকাল সকালই আমরা সেদিকে চলে যাই। হাসি হাসি মুখ নিয়ে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে যাই ঘোষণাকারীর দরজায়। আমাদের অন্তরে আখিরাতের জন্য সামান্য জায়গাও নেই। মসজিদের মাইকে যখন আজান ধ্বনিত হয়, রাস্তার দিকে তাকালে তখন দেখা যায়, আজানের প্রতি লোকদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ব্যস্ততম সড়কে দ্রুতগতিতে তারা ছুটছেই ছুটছে। দুনিয়াকে পাবার আশায়। আখিরাতকে অবহেলা করে। দুনিয়ার পিছু পিছু। তারা ছুটছেই ছুটছে...

সাইদ বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন :

> 'যে উত্তম আমল করে, সে প্রতিদান লাভের আশা করতে পারে। তবে যে মন্দ আমল করে, সে যেন শাস্তিকে ঘৃণা না করে। যে অন্যায়ভাবে সম্মান অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়সংগতভাবে তাকে লাঞ্ছিত করেন। যে ব্যক্তি জুলুম করে সম্পদের পাহাড় গড়ে, আল্লাহ তাআলা জুলুম না করেই তাকে দারিদ্র্যে জর্জরিত করবেন।'

হাসান বসরি রহ. বলেন :

> 'ফকিহ হলেন তিনি, যিনি দুনিয়াবিমুখ, আখিরাতের প্রতি যার আগ্রহ অত্যধিক, দ্বীনের ব্যাপারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আল্লাহর ইবাদতের ওপর অটল, মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক, মুসলিমদের সম্পদের ব্যাপারে স্বচ্ছ এবং সর্বোপরি তাদের কল্যাণকামী।'[১৮৮]

পার্থিব সম্পদ কম হওয়া বা বেশি হওয়া আখিরাতের সফলতা ও জান্নাতলাভের মানদণ্ড নয়। এ বিষয়টা আপেক্ষিক। অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন করে এবং হালাল ক্ষেত্রে ব্যয় করে আখিরাতের সফলতা ও জান্নাত লাভ করতে পারে। আবার অনেক দরিদ্র লোক আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে হারিয়ে ফেলতে পারে আখিরাতের সাফল্য। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যাদের ধন-সম্পদ বেশি হয়, চিন্তা-

---

১৮৮. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন : ২১

উদ্বেগ তাদেরই বেশি হয়। অন্যদিকে দরিদ্রদের অবস্থা হলো এমন, তার কাছে কেবল প্রয়োজন পূরণ করার মতো অর্থ-সম্পদ থাকে। তবুও কারও কাছে হাতপাতা থেকে সে দূরে থাকে, কারও কাছে অভিযোগও করে না নিজের অভাব-অনটনের।

জীবনে এমন অনেক জীবন্ত উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেসব ঘটনার সাক্ষীও বহাল তবিয়তে আছেন এখনো। একটা ঘটনা বলি। এক ব্যক্তি অঢেল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তার এ সম্পদের জাকাতই হাজার হাজার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তিনি আমার কাছে অভিযোগ করে বলেন, তিনি বড় উদ্বেগে আছেন। এই চিন্তা, সেই চিন্তা! ব্যস্ততায় জীবনটা জরাজীর্ণ একেবারে। বড় বিষণ্ন হয়ে আছে তার মন। দুর্ভাগ্যে ভরা তার জীবন।

অন্যদিকে, একজন মুআজ্জিনের সাথে আমার দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিল। কোনো দিন সম্পদ কম হওয়ার অভিযোগ করতে তাকে দেখিনি। পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে আনন্দেই কাটত তার সময়। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেন তিনি। যদিও তার নিজের ঘর ছিল না। থাকতেন মসজিদের পাশে একটি ঘরে। সুবহানাল্লাহ! অনেক সন্তানসন্ততি নিয়ে গড়ে ওঠা তার বড় সংসার কোনো অভিযোগ ছাড়া এবং কোনো ধরনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া তার জীবন সুন্দরভাবে চলত। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সাধনাও চলত সুন্দররূপে। অল্পতুষ্টি ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টির এমন নজির আমি খুব কমই দেখেছি।

প্রাজ্ঞজন বলেন :

> 'আমার আশ্চর্য লাগে, যখন কাউকে সম্পদে ক্ষতি হওয়ার কারণে চিন্তিত হতে দেখি। কিন্তু তার যে সময় ফুরিয়ে আসছে, সেটা নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই! দুনিয়া অতীতে হারিয়ে যাচ্ছে আর আখিরাত ভবিষ্যৎ হয়ে সামনে আসছে। বড়ই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, মানুষ ভবিষ্যতের চিন্তা বাদ দিয়ে অতীত হয়ে গেছে ও অতীত হয়ে যাবে—এমন এক দুনিয়ার জন্য নিজের সকল ব্যস্ততাকে উৎসর্গ করছে।'

'যখন অন্তরে জান্নাত-জাহান্নামের লক্ষ্য থাকে না, যখন জান্নাতের প্রতি আগ্রহ কম থাকে ও জাহান্নাম থেকে ভয় কম হয়, তখন জান্নাত অর্জনের প্রচেষ্টা ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। এটাই মূল কারণ। কেননা, যখনই কারও জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, জান্নাতকে উদ্দেশ্য করে তার আমল বাড়তে থাকে। তার ইবাদত করার ও মন্দ থেকে বেঁচে থাকার কারণটা তখন মজবুত হয়। তার সাহস ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা আগের তুলনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এ বিষয়টি তার অভিরুচি, তার ঝোঁক ও প্রবণতা থেকে বোঝা যায়।'[১৮৯]

দুনিয়াতে সবাই সুখের সন্ধানে আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সুখ খোঁজার জন্য বেছে নিয়েছে ভুল পথ। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুখ ও স্বাদ কোথায় আছে, সে সম্পর্কে মালিক বিন দিনার রহ. বলেন :

'দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে চলে গেল, কিন্তু তারা দুনিয়ার সবচেয়ে সুস্বাদু বস্তুটির স্বাদ আস্বাদন করতে পারল না। জানতে চাওয়া হলো, সেটি কী? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর পরিচয় লাভ।'[১৯০]

দাউদ আত-তায়ি রহ. বলেন :

'দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো, যেন তুমি রোজাদার আর মৃত্যু হচ্ছে তোমার সে রোজার ইফতার।'[১৯১]

একব্যক্তি হাসান রহ.-কে প্রশ্ন করল, 'হে আবু সাইদ, ফকিহ কে?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ, আখিরাতপ্রত্যাশী, দ্বীনের বিষয়ে যার দূরদৃষ্টি আছে, ইবাদত-বন্দেগিতে যে সাধনাকারী—সে-ই হলো প্রকৃত ফকিহ।'

প্রিয় ভাই, দুনিয়া, দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার ভোগ-বিলাস সবই ধোঁকা। কবির ভাষায় :

---

১৮৯. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৮২
১৯০. মাদারিজুস সালিকিন : ২/২৩৩
১৯১. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন : ৮১

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ • إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ

'ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন আর বিলীয়মান ছায়া দেখে বুদ্ধিমান প্রতারিত হয় না।'[১৯২]

আমাদের বর্তমান কাজকর্ম ও সালাফে সালিহিনের কাজকর্মের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বোধ করি, তাদের জীবনীতে একবার দৃষ্টি দিলেই তা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ বিন ফুজাইল রহ. বলেন :

'গত চল্লিশ বছর যাবৎ যতটা কদম আমি হেঁটেছি, তার সবটাই ছিল আল্লাহ তাআলার জন্য। গত চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহর প্রতি লজ্জাবশত কভু নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিনি। গত ত্রিশ বছর যাবৎ আমার দুই ফেরেশতাকে লিখতে হয় এমন কোনো পাপকর্ম আমি করিনি। যদি কখনো কদাচিৎ করেও থাকি, তবুও তাদের দুজনকে লজ্জা পেয়েছি।'[১৯৩]

সাহাবিদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ

সালাফের অবস্থা কেমন ছিল, আর আমাদের আজ কেমন দশা!? আমরা দুনিয়া অর্জন করার জন্য কী না করি! দুনিয়ার বস্তু হাতে এলেও তাঁরা কী করতেন দেখুন।

মালিক আদ-দারি রহ. বলেন :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ : اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلَّهَ سَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَقَالَ : يَقُولُ لَكَ

---

১৯২. আল-ইহইয়া : ৩/২২৮
১৯৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৬৫

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : اجْعَلْ هَذِهِ فِي بَعْضِ حَوَائِجِكَ، فَقَالَ : وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ! ثُمَّ قَالَ : تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ ، اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ، حَتَّى أَنْفَدَهَا، فَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَتَلَّهَ فِي الْبَيْتِ سَاعَةً، حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى مَا يَصْنَعُ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : اجْعَلْ هَذَا فِي حَاجَتِكَ، فَقَالَ : رَحِمَهُ وَوَصَلَهُ، تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، وَ اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، فَاطَّلَعَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ : وَنَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينُ، فَأَعْطِنَا، وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلا دِينَارَانِ، فَدَحَا بِهِمَا إِلَيْهَا، فَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

'একদিন উমর রা. চারশ স্বর্ণমুদ্রা একটি থলেতে পুরে তাঁর গোলামকে বললেন, "এগুলো আবু উবাইদার কাছে নিয়ে যাও। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি এগুলো কী করেন, একটু দেখে এসো।" গোলামটি আবু উবাইদার নিকট গিয়ে বলল, "আমিরুল মুমিনিন আপনাকে এগুলো আপনার প্রয়োজনে খরচ করার জন্য পাঠিয়েছেন।" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ তাঁকে করুণায় সিক্ত করুন—তাঁর ওপর স্বীয় অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।" অতঃপর তিনি দাসীকে ডাক দিলেন, "ওহে, এদিকে এসো। এখান থেকে সাতটি অমুককে, পাঁচটি অমুককে, এ পাঁচটি অমুককে, আর এ পাঁচটি অমুককে দিয়ে আসো।" এভাবে তিনি সবকিছুই বণ্টন করে দিলেন। নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। গোলাম ফিরে এসে উমর রা.-কে এ ঘটনা জানালেন। ততক্ষণে একই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার আরেকটি পুঁটলি তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন

মুআজ বিন জাবাল রা.-এর জন্য। গোলামের হাতে দিয়ে বললেন, "এগুলো নিয়ে মুআজের নিকট যাও। তিনি কী করেন, তা দেখে এসো।" গোলাম যথারীতি তা মুআজ রা.-এর হাতে দিয়ে বললেন, "আমিরুল মুমিনিন এগুলো আপনার প্রয়োজনে খরচ করার জন্য পাঠিয়েছেন।" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাঁকে নিজ দয়ায় ও অনুগ্রহে সিক্ত করুন।" তারপর দাসীকে ডেকে বললেন, "ওহে, এদিকে আসো। অমুকের ঘরে এ পরিমাণ দিয়ে আসো, অমুকের ঘরে কিছু দিয়ে আসো।"... এদিকে তার স্ত্রী জানতে পেরে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমরাও তো মিসকিন, আমাদের জন্য কিছু অন্তত রাখুন!" ততক্ষণে থলের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল মাত্র দুটি দিনার। সেগুলো তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। গোলামটি উমর রা.-এর কাছে গিয়ে ঘটনার বিবরণ শোনালে তিনি বললেন, "তাঁরা একে অপরের ভাই।"'

দুনিয়া পরিত্যাগ করার ফলস্বরূপ অন্য কোনো পুরস্কার যদি নাও পাওয়া যায়, অন্তত মৃত্যুর সময় যে প্রশান্তি লাভ হয় এবং মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়; তা-ই দুনিয়াত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ যথেষ্ট ছিল। কোনো এক দুনিয়াবিমুখ সালাফকে বলা হলো, 'আপনি কি আমাকে কিছু অসিয়ত করবেন না?'

তিনি বললেন, 'কীসের অসিয়ত করব আমি? আমার নিজের কাছে যে কিছু নেই, অন্যের নিকটও আমার কোনো পাওনা নেই এবং আমার কাছেও অন্য কারোর কোনো পাওনা নেই।'... হে ভাই, লক্ষ করো, এ আল্লাহপ্রেমিকের মাঝে থাকা শান্তির প্রতি। কীভাবে তিনি এ আত্মপ্রশান্তি অর্জন করলেন? কীভাবে তিনি লাভ করলেন এ মুক্ততা? এ জুহদ, এ দুনিয়াবিমুখতাই তার শান্তি ও মুক্তির কারণ।[১৯৪]

---

১৯৪. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন : ১২০

মুহাম্মাদ বিন সুকাহ রহ. বলেন :

'আমরা এমন দুটি কাজ করি, যদিও অনেক সময় আল্লাহ তাআলা দয়া করে আজাব দেন না, তবুও তা করে আমরা আজাবের উপযুক্ত হয়ে পড়ি। কাজদুটি হলো :

১. পার্থিব কোনো বিষয় বৃদ্ধি পেলে আমরা যতটা খুশি হই, দ্বীনি উন্নতিতে ততটা খুশি কখনো হই না।

২. পার্থিব কোনো ক্ষতি হলে কতই না চিন্তিত হয়ে পড়ি আমরা, অথচ দ্বীনি কোনো ক্ষতিতে এতটা চিন্তিত হই না।'[১৯৫]

আব্দুল্লাহ বিন খুবাইক রহ. বলেন :

'কেবল এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে পেরেশান হবে, যা তোমার আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর। আর এমন কোনো বিষয়ে আনন্দিত হবে না, যা তোমার আখিরাতে তোমার জন্য উপকারী হবে না। সবচেয়ে উপকারী ভয় হলো, যে ভয় তোমাকে গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করে, যে ভয় আমল হাতছাড়া হয়ে গেলে তোমাকে পেরেশান হতে বাধ্য করে এবং ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে।'

দুনিয়ার পানিতে ডুব দেওয়া ও তার মসৃণ নিম্ন ভূমিতে সফর করা খুবই সহজ। কিন্তু এ যে এক বিপজ্জনক চোরাবালি। এখান থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মৃত্যুযন্ত্রণা দুনিয়ার হাসি-আনন্দকে নিঃশেষ করতে করতে এগিয়ে আসছে! আর মৃত্যুর পরের যন্ত্রণার তুলনায় মৃত্যুযন্ত্রণাও যে তুচ্ছ! কিন্তু কোথায় আমাদের সতর্কতা!?

হাসান রা. বলেন :

'আল্লাহ তাআলা ইবাদতের নির্দেশ দেন—আবার ইবাদত করতে বান্দাকে সাহায্যও করেন। আর গুনাহ করতে নিষেধ করেন—আবার গুনাহমুক্ত থাকতে সাহায্যও তিনি করেন। তাই জাহান্নামের আগুন যতটুকু সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয়, ততটুকু গুনাহ করো। কিন্তু

---

১৯৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৪

যখন তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এরপর তোমার আর কিছুই করার থাকবে না।'[১৯৬]

আত-তাইমি রহ. বলেন :

'দুটি জিনিস আমাকে দুনিয়ার আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এক. মৃত্যুর স্মরণ। দুই. আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়।'[১৯৭]

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস কার হবে?

সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন :

'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে তিন ব্যক্তি :

১. এক শ্রেণির মনিব, যার একটা গোলাম ছিল। ওই গোলাম তার চেয়েও উত্তম আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়েছে। এ মনিবের তখন আফসোস হবে।

২. এক শ্রেণির সম্পদশালী ব্যক্তি, যে সম্পদ থেকে সদাকা করেনি। একসময় সে মৃত্যুবরণ করেছে। পরে অন্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে তার সম্পদের মালিক হয়ে তা থেকে সদাকা করেছে। এ সম্পদশালী ব্যক্তি সেদিন আফসোস করবে।

৩. এক শ্রেণির আলিম, যার ইলম ছিল কিন্তু ইলম দ্বারা সে নিজে উপকৃত হননি, ইলম অনুযায়ী আমল করেননি। কিন্তু তার থেকে ইলম শিক্ষা করে অন্যরা তা থেকে উপকৃত হয়েছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে। এ আলিম সেদিন আফসোস করবেন।'

---

১৯৬. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৯৫

১৯৭. আল-আকিবাহ : ৩৯

প্রিয় ভাই,

দুনিয়া আমাদের দিকে কষ্টের তির নিক্ষেপ করছে। এখানে আমরা খুবই দুর্বল ও অসহায় হয়ে আছি—এ চিন্তায় বিভোর হয়ো না। ধৈর্যধারণ করো। অচিরেই আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করবেন। তিনি দয়াময় প্রভু। পরম ক্ষমাকারী, করুণাময়।

কথিত আছে, শিবলি রহ.-কে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহ আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন :

> 'হিসাব-নিকাশ করে আমাকে একেবারে হতাশ করে দিয়েছিলেন তিনি। যখন আমার হতাশা ও অসহায় ভাব দেখতে পেলেন, তখন রহমতের চাদরে আমাকে জড়িয়ে নিলেন।'[১৯৮]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

> 'যদি আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা দয়ালু। আর যদি আজাব দেওয়া হয়, তাহলে তিনি ন্যায়পরায়ণ।'[১৯৯]

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তাআলা যেন এই দুনিয়াতে আমাদের এমন পথের ওপর অটল রাখেন, যে পথ জান্নাতে গিয়ে মিশেছে। তিনি যেন আমাদের সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী জান্নাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের তাঁর চিরস্থায়ী রহমতের ছায়াতলে একত্রিত করুন। আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন তাদের দলে, যাদের কোনো ভয় নেই, নেই কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

---

১৯৮. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৪১
১৯৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/৯৬

﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾

'তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। দুনিয়ার জীবন পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে সবুজ-শ্যামল ভূমি থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট লতাপাতা নির্গত হয়। এরপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' - *সুরা আল-কাহফ : ৪৫*

“

فَطوبى لِنَفسٍ أُولِعَت قَعرَ دارِها

مُغَلَّقَةَ الأَبوابِ مُرخىً حِجابُها

‘দুনিয়ার ফিতনা থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ফিতনার আশঙ্কায় ঘরের দরজা বন্ধ করে জানালায় টানিয়ে দিয়েছে পর্দা; জান্নাতের সুসংবাদ সে মহৎ-প্রাণ ব্যক্তির জন্য।’

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফিয়ি রহ.

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, আবু হামিদ গাজালি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

২. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, মাওয়ারদি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

৩. ইরশাদুল ইবাদ লিল ইসতিদাদি লিইয়াউমিল মাআদ, আব্দুল আজিজ সালমান। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিজ ইবনু কাসির। প্রকাশ : মুতবিআতুল মুতাওয়াসসাত।

৫. আল-বারাকাহ ফি ফাসলিস সা'য়ি ওয়াল হারাকাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-জাইশ, দারুল মারিফা। প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

৬. বুসতানুল ওয়ায়িজিন, ইমাম নববি।

৭. তারিখু বাগদাদ, খতিব বাগদাদি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

৮. তারিখুল খুলাফা, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসাহ।

৯. তারিখু উমর, ইবনুল জাওজি। তাহকিক : আহমাদ হাওশান, মাকতাবাতুল মুআইয়িদ।

১০. আত-তাবসিরাহ, ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

১১. তাজকিরাতুল হুফফাজ, শামসুদ্দিন জাহাবি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস।

১২. আত-তাজকিরাহ ফি আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ, ইমাম কুরতুবি, দারুর রিয়াদ। দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

১৩. তাজকিয়াতুন নুফুস ওয়া তারবিয়াতুহা কামা ইউকাররিরু উলামাউস সালাফ, মাজিদ বিন আবুল লাইল এবং অন্যান্য, দারুল কলম।

১৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-বানজি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

১৫. তাম্বিহুল গাফিলিন, ফকিহ নসর সমরকন্দি। তাহকিক : আব্দুল আজিজ আল-ওয়াকিল, দারুশ শুরুক। প্রকাশকাল : ১৪১০ হিজরি।

১৬. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ইবনু রজব হাম্বলি। পঞ্চম প্রকাশ : ১৪০০ হিজরি।

১৭. জান্নাতুর রিদা ফিস সালিম লিমা কাদ্দারাল্লাহ ওয়া কাদা, আবু ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ আসিম আল-গারনাতি, দারুল বশির, ১৪১০ হিজরি।

১৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, হাফিজ আবু নুআইম, দারুল কুতুব আল-আরাবি।

১৯. দিওয়ানুল ইমাম আলি, সংকলন ও ব্যাখ্যা : নাইম জারজুর। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হিজরি।

২০. দিওয়ানুশ শাফিয়ি, সংকলন ও টীকা : মুহাম্মাদ আফিফ আজ-জাগনি, দারুল জিল, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৩৯২ হিজরি।

২১. আজ-জুহদ, ইবনুল মুবারক।

২২. কিতাবুজ জুহদ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল। পুনঃপাঠ (دارسة) ও তাহকিক : মুহাম্মাদ আস-সায়িদ বাসিউনি, দারুল কুতুব আল-আরাবি, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬ হিজরি।

২৩. কিতাবুজ জুহদ আল-কাবির, আহমাদ বিন হুসাইন বাইহাকি, তাহকিক : ড. তাকিউদ্দিন আন-নদবি, দারুল কলম, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪০৩ হিজরি।

২৪. আজ-জুহদ, হাসান বসরি, তাহকিক : ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম মুহাম্মাদ, দারুল হাদিস।

২৫. আজ-জাহরুল ফায়িহ ফি জিকরি তানাজজুহি আনিজ জুনুবি ওয়াল

কাবায়িহ, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-জাজারি। তাহকিক : মুহাম্মাদ বাসিউনি, দারুল কিতাব আল-আরাবি, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

২৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি। তাহকিক : শুআইব আরনাউত ও হুসাইন আল-আসাদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হিজরি।

২৭. শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব, ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবি।

২৮. শারহুস সুদুর বি শারহি হালিল মাওতা ওয়াল কুবুর, হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৪ হিজরি।

২৯. কিতাবুশ শুকর, ইবনু আবিদ দুনিয়া, তৃতীয় প্রকাশ : ১৪০৫ হিজরি।

৩০. সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওজি। তাহকিক : মাহমুদ ফাহুজি ও মুহাম্মাদ রওয়াস, দারুল মারিফা, ১৪০৫ হিজরি।

৩১. কিতাবুস সামত ওয়া আদাবুল লিসান, ইমাম হাফিজ ইবনু আবিদ দুনিয়া, তাসনিফ : আবু ইসহাক আল-জাওয়াইনি, দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১৪১০ হিজরি।

৩২. সাইদুল খাতির, ইবনুল জাওজি, দারুল কিতাব আল-আরাবি, ২য় প্রকাশ : ১৪০৭ হিজরি।

৩৩. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, কাজি আবু ইয়ালা, মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া ও দারুল মারিফা, বৈরুত।

৩৪. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ, সুবকি। তাহকিক : মুহাম্মাদ আত-তানাহি ও আব্দুল ফাত্তাহ আল-হুলুউ, দারু ইহইয়ায়ি আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ।

৩৫. আল-আকিবাহ ফি জিকরি মাওতা ওয়াল আখিরাহ, ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আল-ইশবিলি। তাহকিক : খাদির মুহাম্মাদ খাদির, মাকতাবাতু দারিল আকসা, ১ম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

৩৬. উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া জাখিরাতুশ শাকিরিন, ইবনু কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, দারুল কিতাব আল-আরাবি, ২য় প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

৩৭. উকুদুল লু'লু' ফি ওজায়িফি শাহরি রামাদান, ইবরাহিম বিন উবাইদ।

৩৮. আল-ফাওয়ায়িদ, ইবনু কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, দারুন নাফায়িস।

৩৯. আল-মাজমু আল-মুনতাখাব মিনাল মাওয়ায়িজি ওয়াল আদাব, জামিল আল-জামিল।

৪০. মুখতাসারু মিনহাজুল কাসিদিন, ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি। তাহকিক : জুহাইর আশ-শাওয়িম, মাকতাবাতুল ইসলামি, ৭ম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

৪১. মাদারিজুস সালিকিন, ইবনু কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি।

৪২. মুকাশাফাতুল কুলুব, আবু হামিদ গাজালি, দারু ইহইয়াইল উলুম, ১ম প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি।

৪৩. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, ইবনুল জাওজি, মাকতাবাতুল খানি, ১৩৯৯ হিজরি।

৪৪. মাওয়ারিদু জমআন লি-দুরুসিজ জামান, আব্দুল আজিজ আস-সালমান, ১৩শ তম প্রকাশ, ১৪০৩ হিজরি।

৪৫. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইজ জামান, ইবনু খাল্লিকান, দারু সাদির বৈরুত, ১৩৯৭ হিজরি।

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্ম সূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

দুনিয়াকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন তোমার! তুমি চাও, তুমিই হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সফল ব্যক্তি। কিন্তু আফসোস, যে দুনিয়ার পেছনে তোমার এত ছোটাছুটি, যার জন্য তোমার এত পদক্ষেপ আর পরিশ্রম ব্যয়; সে দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জানার সময়টুকুও তোমার হয়নি। হে পথিক, তোমার আগে আরও অনেকে দুনিয়ার এ পথ অতিক্রম করেছে। দুনিয়ার সামগ্রী অর্জনের জন্য তোমার চেয়েও বেশি চেষ্টা করেছে, এমন মানুষও বহু গত হয়েছে। কিন্তু কোথায় আজ তারা? কোথায় তাদের দুনিয়া অর্জন? শোনো, 'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা। দুনিয়া এক অন্ধকার রাত্রি। দুনিয়া অন্বেষণকারী সমুদ্রের পানি পানকারীর ন্যায়—যতই সে পান করে, ততই তার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়।'...

RUHAMA
PUBLICATION